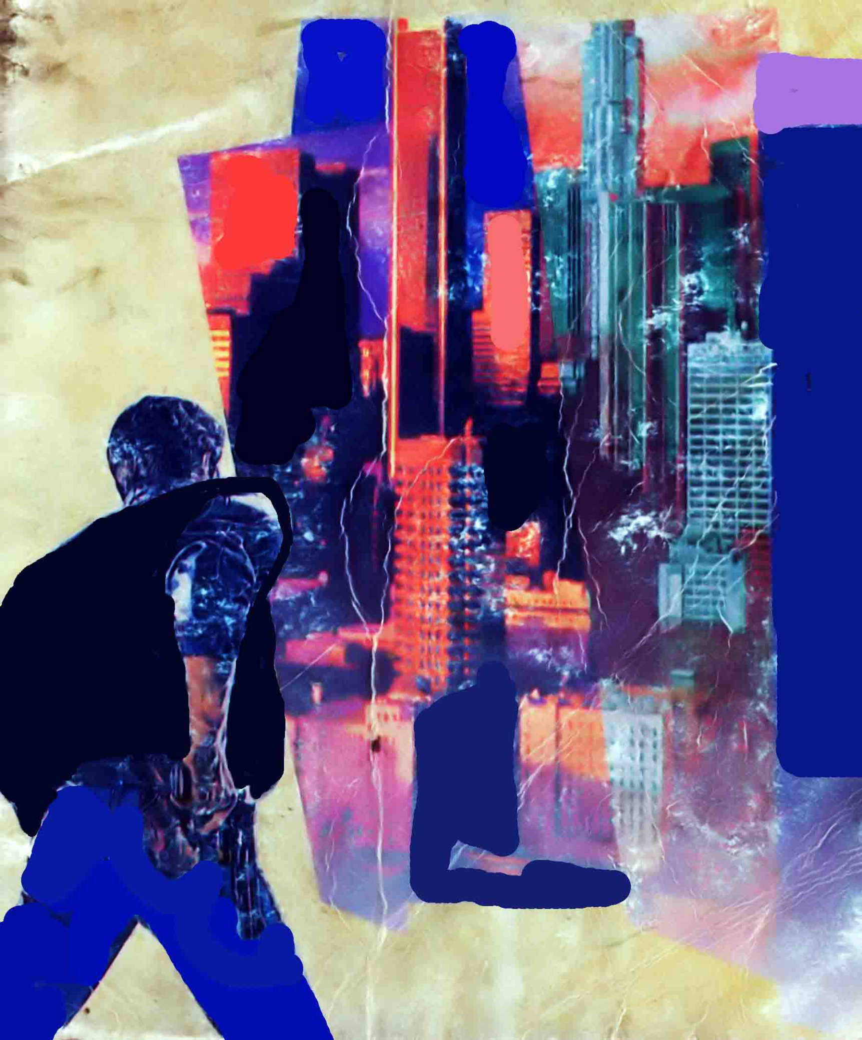
মাসুদ রানা

গুডবাই, রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

গুডবাই, রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিল মাসুদ রানা, ঘটনাচক্রে বিশ্বসেরা ড্রাগস্ ব্যারনের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল।
বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে সেন্ট্রাল আমেরিকায় ছুটে গেল ও, সব গুছিয়ে এনেছে, এমন সময় জানা গেল ভিক্টর ইমানুয়েলের পাপের সাম্রাজ্যে আরও অনেক, অ-নে-ক বড় কারবার চলছে। বিষবৃক্ষের গোড়া কাটতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল রানা।
খুব কাছ থেকে ওর বুক সই করে মিসাইল তুলল ইমানুয়েল, মিস্ হওয়ার কোন চান্সই নেই।
ঝুলে থাকলে মৃত্যু, হাত ছেড়ে দিলেও মৃত্যু–
এখন, কি করবে তাহলে মাসুদ রানা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২৯০

গুডবাই, রানা

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ২৯০

গুডবাই, রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7290-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনী

বত্রিশ টাকা

Masud Rana-290
GOODBYE, RANA
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা! সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস* কালসাপ।

এক

হুইল ঘোরাল মাসুদ রানা, সেভেন মাইল ব্রিজ ওভারসী হাইওয়েতে উঠে পড়ল। ছয় লেনের প্রশস্ত, মসৃণ হাইওয়ে, একশো মাইলেরও বেশি দীর্ঘ। শুরু হয়েছে মায়ামিতে, শেষ সাগরে। ফ্লোরিডার অসংখ্য কী'র শেষেরটায়, কী ওয়েস্টে।

টপ গিয়ার দিয়ে গতি বাড়াল ও, হাঁ-হাঁ করে ছুটল টম হ্যারিসনের বেন্টলি। রিয়ার ভিউ মিররে তাকাতে চোখাচোখি হলো প্রকাণ্ডদেহী নিগ্রোর সাথে।

'কি হে, কেমন বুঝছ?' ভুরু নাচাল ও।

ঠোঁট চাটল হ্যারিসন। 'টেনশন বাড়ছে, দোস্ত। গলা শুকিয়ে আসছে বারবার।' অনিশ্চিত হাসি হাসল।

'রিল্যাক্স, ম্যান। কেসির মত বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। টেনশনের কোন কারণ দেখি না আমি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই তো,' হ্যারিসনের ডানে বসা মার্ক গর্ডন বলে উঠল। এ সাদা। 'এতদিন কেসির অফিস বস্ ছিলে, আজ থেকে হবে বাড়িরও বস্, অর্থাৎ ডবল বস্। সো হোয়াই উওরি?'

'এগজ্যাক্টলি!' মাথা দুলিয়ে চূড়ান্ত মত জানাল বাঁ দিকের অ্যান্ডি রবার্টস। এ-ও সাদা। 'তারপরও যদি মনে করো তোমাকে দিয়ে হবে না, তাহলে এসো, গির্জায় পৌঁছার আগে জায়গা বদল করি তুমি-আমি। তুমি না হয় "বেস্ট ম্যান" হও।'

চারজনের প্রাণখোলা হাসিতে চাপা পড়ে গেল বেন্টলির

এয়ারকন্ডিশনিঙের গুঞ্জন। মাসুদ রানার পুরানো, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন টম হ্যারিসন। কী ওয়েস্টের ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির চীফ। যার সাথে তার বিয়ে আজ, কেসি ডানকান, সে তার সাবঅর্ডিনেট। ফিল্ড অফিসার। কালো। এবং সুন্দরী। ওদের চার বছরের প্রেমের সম্পর্ক আজ বিয়ের মধ্যে দিয়ে পরিণতি পেতে যাচ্ছে।

কেসিও রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কয়েক বছর আগে মায়ামিতে এক মাদক চোরাচালানি দলের সাথে লাগতে গিয়ে কঠিন বিপদে পড়েছিল ও, মেয়েটি তখন ওখানে। টের পেয়ে যদি সময়মত ফোর্স নিয়ে না পৌঁছত কেসি, রানার ভাগ্যে কি ঘটত সেদিন বলা মুশকিল।

হ্যারিসনের সাথে পরিচয় অন্যভাবে। ফ্লোরিডা উপকূলে হেরোইন বহনকারী একদল কিউবানকে একা বোট নিয়ে তাড়া করতে গিয়ে ওদের গুলি খেয়ে সাগরে পড়ে গিয়েছিল সে। রানা তখন কাছেই ছিল। এক মার্কিন বান্ধবীকে 'টো' করছিল স্পীড বোটের পিছনে বেঁধে। দূর থেকে ব্যাপারটা চোখে পড়তে ছুটে এসে হ্যারিসনকে উদ্ধার করে ও।

কিন্তু ততক্ষণে তার অন্তিম দশা। গুলি তো খেয়েইছে, তার ওপর পানিতে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে হাঙরের আক্রমণে এক হাত ও এক পা হারিয়ে বসেছে। বাঁচার আশা ছিল না হ্যারিসনের, তবু বেঁচে উঠেছে। নকল হাত-পা নিয়ে আগের মতই দাপটের সাথে কাজ করছে। অবশ্য ওর পর ফিল্ড থেকে ডেস্কে নিয়ে আসা হয়েছে হ্যারিসনকে। দু'বছর হলো কী ওয়েস্টের এজেন্সি চীফ সে।

রানা ছিল নিউইয়র্কে। রানা এজেন্সির জমে থাকা জটিল কিছু কেস নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ করে গিয়ে হাজির এরা দুই ভবিষ্যৎ স্বামী-স্ত্রী। ওদের বিয়েতে আসতেই হবে। ওদের অনুরোধ না রাখা রানার পক্ষে এক কথায় অসম্ভব, তাছাড়া হাতের কাজ দু'দিন পরে শুরু করলেও ক্ষতি নেই, কাজেই চলে এসেছে।

মিররে তাকাল ও। মর্নিং স্যুট পরা টমকে দেখল। পিনস্ট্রাইপ প্যান্ট, ঘুঘু রঙের ক্র্যাভাটসহ স্টিফ কলার, গ্রে ওয়েস্টকোট আর কালো সোয়ালোটেইল কোট পরেছে সে। বাটনহোলে সিলভার ফয়েল দিয়ে মোড়া সাদা গোলাপ। টপ হ্যাট হাঁটুর ওপর। চমৎকার মানিয়েছে, ভাবল রানা, গর্জিয়াস। অ্যান্ডি রবার্টসও একই পোশাকে আছে। বরপক্ষের বেস্টম্যান সে।

ঘড়ি দেখল রানা। এখনও দু'ঘণ্টা আছে হাতে। ঠিক এগারোটায় কী ওয়েস্টের দুভাল স্ট্রীটের সেইন্ট পল'স চার্চে বিয়ে।

'কি ভাবছ?' টমকে চিন্তিত, চুপচাপ দেখে প্রশ্ন করল রানা। 'এখনও টেনশন?'

'না, রানা,' মাথা দোলাল সে। 'অন্য একটা কথা।'

কিছুটা বিস্মিত হলো ও। 'মিস্টার টম হ্যারিসন, যাচ্ছ সুন্দরী কেসি ডানকানকে বিয়ে করতে, এ সময় অন্য চিন্তা ঢুকল মাথায়? কি করে ঢুকল?'

'না, তেমন কিছু না।'

'কামন, টম। কি সেটা?'

নাকের ডগা চুলকাল সে। 'ওয়েল, ইমানুয়েলের কথা ভাবছি আমি, রানা। ভিক্টর ইমানুয়েল।'

'ড্রাগস্ কিং!' ভুরু কোঁচকাল ও।

'হ্যাঁ। আমাদের আইনের আওতায় পড়ে, এমন কোথাও ব্যাটাকে পাকড়াও করার জন্যে পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করছি আমি, রানা। কিন্তু ও সেন্ট্রাল আমেরিকা ছেড়ে ধরতে গেলে বেরই হয় না।'

'সে তো বাসি খবর,' বলল ও। 'আজ সে চিন্তা কেন?' রানার জানা আছে, ইমানুয়েলই দায়ী টমের সেই দুর্ঘটনার জন্যে। কিউবান লোকগুলো তারই কর্মচারী ছিল।

'কাল রাতে হোটেলে তোমার দেয়া পার্টি চলার সময় আমার একটা কল এসেছিল, মনে আছে তোমার?'

'একটু একটু,' হাসল রানা। 'কেসির সুন্দরী বান্ধবীরা আমাকে যে ভাবে ঘেরাও করে রেখেছিল, তাতে ঠিক...'

'যা হোক, কলটা ইমানুয়েল সম্পর্কে।'

'কি রকম?'

গম্ভীর হলো টম হ্যারিসন। 'যে-কোন মুহূর্তে বাইরে নাক জাগাবে লোকটা।'

'আচ্ছা!' স্টিয়ারিঙ উইলের ওপর হাতের মুঠো দৃঢ় হলো ওর। ঢাকায় অফিস ফাইলে দেখা লোকটার চেহারা মনের পর্দায় ভেসে উঠল। দীর্ঘদেহী, না ফর্সা না তামাটে–মাঝামাঝি। হ্যান্ডসাম। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ।

ভিক্টর ইমানুয়েল মাদক ব্যবসায়ে বিশ্বের মুকুটহীন সম্রাট। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সেরা ধনীদের একজন সে। পুব বাহামার ইসথুমস সিটিতে বিশাল ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবসা। তার ফাইলের একটা নোটের কথা মনে পড়ল রানার, ওতে আছে: ইমানুয়েলের বিশ্বাস, তার বিপক্ষ কারও জায়গা নেই পৃথিবীতে। হয় তাকে টাকা খেয়ে তার হুকুমের চাকর হয়ে যেতে হবে, নয়তো মরে যেতে হবে। এর বিকল্প নেই।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে এটা এক ধরনের সাইকোলজিকাল ডিজিজ, ড্রাগ আর টাকার ক্ষমতা এর উৎস। বাংলাদেশেও ব্যবসা আছে তার।

'কেন নাক জাগাবে?'

'তোমার তো ওর ডোশিয়ে মুখস্থ, তাই না?' বলল টম।

'মোটামুটি।'

'ওর বান্ধবীর কথা খেয়াল আছে?'

'হ্যাঁ। মারিয়া ডি...কি যেন?'

'রন্ডা। মারিয়া ডি রন্ডা। মিস গ্যালাক্সি, স্টার বিউটি কুইন।'

মাথা দোলাল রানা। 'কি হয়েছে তার?'

'ইমানুয়েলের এক এক্স পার্টনারের সাথে ভেগেছে। এই

মুহূর্তে ওরা কোথায় আছে খবর পেয়েছে সে, তাই ধরতে আসছে ওদের।'

হাসল ও। 'তাতে কি! অন্তত এই মুহূর্তে তো ওর চিন্তা মাথায় ঢুকতে দেয়াই উচিত না তোমার, টম। কোথায় আমার সুন্দরী বান্ধবীর কথা ভাববে, হানিমুনের কথা ভাববে, তা না!'

বাইরে তাকাল রানা। ওদের প্রায় সমান্তরালে এগিয়ে যাওয়া পুরানো, পরিত্যক্ত সেভেন মাইল ব্রিজের দিকে তাকাল। বিশ্বের দীর্ঘতম ওভারসী হাইওয়ে, একই দৈর্ঘ্য দুটোর। ইউএস রুট ওয়ান নামে পরিচিত।

কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই আরেকটু পিছনে তাকাল রানা, তখনই চোখে পড়ল ভীতিকর কাঠামোটা। একটা কপ্টার, সরাসরি এদিকেই আসছে। গতি বেশ দ্রুত। দেখতে দেখতে এসে পড়ল, ওটার এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল প্রত্যেকে। কয়েক সেকেন্ডে বেন্টলির ডানদিকে পৌঁছল, গতি কমিয়ে দিল পাইলট। সমান গতিতে এগোচ্ছে।

প্রকাণ্ড এক এস-৬১ বি ওটা, ইউএস কোস্টগার্ড। এপাশের দরজা খুলে গেল কপ্টারের, বড় অক্ষরে লেখা একটা নোটিস দেখা দিল—'ফলো মি'। ওটা ধরে থাকা লোকটার দাঁত দেখা দিল, হাত নাড়ছে। পিছন থেকে টমও হাত নাড়ল।

'কে?' রানা জানতে চাইল।

'আমার ডিইএ পার্টনার। রবার্ট।'

'এই যাহ্!' বিড়বিড় করে বলল মার্ক গর্ডন। 'শুভ কাজে বাঁ হাত না ঢোকালে চলছিল না ব্যাটার?'

এক মাইলমত এগোল ওরা, তারপর কপ্টার ল্যান্ড করছে দেখে রানাও গতি কমাল। বেন্টলি থামার আগেই রবার্টকে নেমে পড়তে দেখা গেল, এক মুঠো কাগজ নিয়ে প্রায় ছুটে আসছে এদিকে।

গ্লাভ পরা আসল বাঁ হাতে নকল ডান পায়ের মেকানিজম

অ্যাডজাস্ট করে নিল টম হ্যারিসন। বেরিয়ে পড়ল। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল রবার্টের দিকে। জানা না থাকলে হাঁটা দেখে বোঝার কোন উপায় নেই একটা পা নকল তার। রানা যখন কাছে পৌঁছল, সে আর রবার্ট ততক্ষণে আলোচনায় ডুবে গেছে।

'ও বেরিয়েছে,' পাশে রানার উপস্থিতি টের পেয়ে হাসিমুখে ঘোষণা করল টম। 'গর্ত ছেড়ে বেরিয়েছে কুত্তার বাচ্চা।'

রবার্টের মেলে ধরা ম্যাপের এক জায়গায় টোকা দিল। উত্তর বাহামার খুদে এক দ্বীপ দেখল রানা ওখানে–ক্রে কে নাম। 'এখানে, রানা। কপ্টার নিয়ে গেলে হারামজাদাকে এখনই...'

'এখনই মানে?' বেকুব হয়ে গেল ও।

শুনল না টম, ঘুরে রবার্টকে প্রশ্ন করল, 'কাগজপত্র সব তৈরি?'

'একদম,' হাসল সে। 'নাসাউর গ্রীন সিগন্যাল, ইনডিক্টমেন্ট, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট, এক্সট্রাডিশন রিকোয়েস্ট, সব রেডি। এক্সট্রা মাস্‌লের জন্যে শেরম্যানকেও নিয়ে এসেছি।'

মুখ তুলে কপ্টারের দরজায় এক নিগ্রোকে দেখতে পেল রানা। প্রায় সাত ফুটী দানব লোকটা। পাশে দুটো রানার সমান। 'সবই দেখছি রেডি!' বিড়বিড় করে বলল ও। 'কিছুই বাদ রাখোনি!'

'ইমানুয়েল গত পাঁচ বছর ধরে আমার প্রতি মুহূর্তের ধ্যান-জ্ঞান, রানা। ওর ব্যাপারে কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর রাখার কথা স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি আমি। আজ সুযোগ...'

বাধা দিল ও, 'বুঝলাম। কিন্তু কেসি যে অপেক্ষায় আছে!'

'রানা, প্লীজ! তুমি চলে যাও, ওকে একটু বুঝিয়ে বলো কাজ সেরেই ফিরব আমি। ও যেন ততক্ষণ...'

সভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ও। 'আমি! পাগল হয়েছ? অসম্ভব, এই খবর নিয়ে আমি যেতে পারব না। আমি তোমার সাথে আসছি।'

অসহায়ের মত চেহারা হলো টমের। 'তুমি বুঝতে পারছ না, রানা। আমি যাব আর আসব।'

'এবং কম করেও দু'ঘণ্টা লাগবে,' মাথা দোলাল ও। 'ভেবেছ এত সময় ধরে রাউন্ড দেবে কেসি? নো ওয়ে, আমি যাচ্ছি না।'

অ্যান্ডি রবার্টস শ্রাগ করে গাড়ির দিকে পা বাড়াল। 'মার্ক, চলে এসো। আমরাই যাই।'

'থ্যাঙ্কস, অ্যান্ডি,' টম বলল পিছন থেকে। 'ওকে বোলো...'

'বুঝেছি। এখন দয়া করে রওনা হও। দেরি হলে কেসি আমাদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।'

'শিওর, ম্যান!' হাত নাড়ল সে। কড়া চোখে রানাকে দেখল। 'তুমি কেবল দর্শক হিসেবে আসছ, রানা। রাইট?'

'নিশ্চয়ই!' ভাল মানুষের মত মাথা দোলাল ও।

ক্রে কে ছোট দ্বীপ। আমেরিকান এক প্রাইভেট রিসোর্ট কোম্পানি এর মালিক। খুদে এয়ারস্ট্রিপ আছে এখানে, আর কিছু ক্ল্যাপবোর্ডের তৈরি কটেজ আছে পর্যটকদের জন্যে। ঋতু বদলের সময় প্রচুর পাখি আসে বলে বছরে দু'বার বেশ ভিড় হয় পাখি প্রেমিকদের।

ভিক্টর ইমানুয়েলের সাদা গেট্স্ লিয়ারজেট যখন স্ট্রিপে ল্যান্ড করল, ইউএস কোস্টগার্ড এস-৬১ বি তখন মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে। ভেতর থেকে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এল লোকটা, আচরণে ব্যস্ততার কোন লক্ষণ নেই। ভাবখানা যেন ভোরের তাজা বাতাস খেতে এসেছে।

তিন হাত পিছনে রয়েছে তার ডান হাত হিসেবে পরিচিত লুইজি। এ ছাড়া লোকটার আর কোন নাম আছে কি না, কেউ জানে না। আরও দুই ষণ্ডা আছে লুইজির সাথে। একজন জার্মান, নাম ম্যান। স্রেফ ম্যান। অন্যটি গুইরো। ইমানুয়েলের বাছাই করা বডিগার্ড এরা। ছয় ফুটী দানব দুটোই, চেহারা দেখলে যে কেউ

অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। শেষেরটির চেহারা আবার তেলতেলে।

কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইমানুয়েল, খোলা দরজায় দাঁড়ানো দুই পাইলটকে নির্দেশ দিল জেট ঘুরিয়ে পার্ক করতে, প্রয়োজনে যাতে মুহূর্তের নোটিসে টেক-অফ করা যায়। ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোক দুটো। এদিকে একটা হুড খোলা জীপ এসে দাঁড়াল ইমানুয়েলের সামনে। ওটার চালকও ম্যান-গুইরোর মত আরেক দানব।

'ওই কটেজে আছে ওরা, বস্,' স্ট্রিপের সবচেয়ে কাছের ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'গার্ড আছে একজন, তবে এইসময় ঘুমে থাকে ব্যাটা, নয়তো পুরো মাতাল।'

'এখন কোনটা, আগেরটা না পরেরটা?' কটেজের ওপর চোখ রেখে শান্ত গলায় জানতে চাইল ইমানুয়েল।

'ঘুমে, বস্। সামনের সিঁড়িতে। ওই দেখুন, পড়ে আছে।'

'হুঁম!' চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটল তার।

'মারিয়া-আলভারেযও ঘুমে, বস্। ভোর চারটা পর্যন্ত জেগে ছিল ওরা, আমি দেখেছি। মানে ঘরের আলো জ্বলছিল তখন পর্যন্ত।'

'গুড। ওয়েল ডান। তোমার কথা মনে থাকবে আমার। গাড়ি দরকার নেই, সামান্য পথ, হেঁটেই যাই। গাড়ির আওয়াজে ওদের আরামের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তুমি আমাদের পিছনে এসো।'

'রাইট, বস্!'

তিন মিনিটে কটেজের সামনে পৌঁছে গেল ভিক্টর ইমানুয়েল। কৌতুকের চোখে ঘুমন্ত গার্ডকে এক নজর দেখল, তারপর লুইজির দিকে ফিরে নিজের গলা চেপে ধরে ইঙ্গিত করল কিছু। হাসি ফুটল লুইজির মুখে, পকেট থেকে খানিকটা কর্ড বের করে কাজে লেগে পড়ল ঝট্পট্। কাজটা এত দ্রুত, এত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সারল সে, কোনরকম ব্যথা টের পাওয়ার আগেই ঘাড় ভেঙে গেল গার্ডের।

নিঃশব্দে কটেজের খোলা বারান্দায় উঠে পড়ল ইমানুয়েল, ভেড়ানো দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। করিডরের ঠাণ্ডা পরিবেশে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্তের জন্যে, লম্বা করে দম নিল। তারপর বাঁ দিকের বন্ধ দরজা উদ্দেশ করে মাথা ঝাঁকাল। নিজেই দু'পা এগিয়ে ডোর নব ধরে ঘোরাল। খুলে গেল দরজা। আস্তে করে ঠেলে ওটা পুরো মেলে দিল সে।

কয়েক গজ সামনে কিং সাইজ বিছানার ও মাথায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ভিক্টর ইমানুয়েলের শিকার–লেডিকিলার আলভারেয। ত্রিশের মত বয়স তার, ভারি হ্যান্ডসাম। ঘাড় পর্যন্ত দীর্ঘ, কুচকুচে কালো চুলে চওড়া কপাল আর এক চোখ ঢাকা। শর্টস পরা সুঠাম, দীঘল দেহী যুবককে দেখে হিংসে হলো তার।

আফসোসও হলো ওর পরিণতির কথা ভেবে। মেয়ে আলভারেযের একমাত্র দুর্বলতা। কাউকে পছন্দ হলেই তার প্রেমে পড়া চাই, এক গাদা প্রতিশ্রুতি করা চাই। যখন দু'জনে একসঙ্গে কাজ করত, এ ব্যাপারে তাকে বহুবার সতর্ক করেছে ইমানুয়েল। বলেছে, বুঝেশুনে সঙ্গিনী বাছাই কোরো, নইলে কোনদিন হয়তো জীবন দিয়ে…! থেমে মাথা দোলাল সে। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। এপাশে শোয়া মারিয়াকে দেখল।

একে এবারের মত ক্ষমা করা যায়, আগেই ভেবে রেখেছে ইমানুয়েল। একটা চান্স দেয়া যায়। হাজার হোক ও মেয়ে। আলভারেযের মত রোমিওদের প্রেমের ফাঁদ থেকে ওদের বেরিয়ে আসা কঠিন। আবার যুবককে দেখল সে, তার হাতের কাছে বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা পিস্তলটা দেখল। তারপর শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিজের অটোম্যাটিক বের করে সামনে ঝুঁকল।

'আলভারেয!' মৃদু গলায় ডাকল। 'আলভারেয, ওঠো। দেখো, কে এসেছে।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর বিকট হাঁক ছাড়ল, 'আলভারে-এ-য!'

ধড়মড় করে উঠে বসল দু'জনেই। ইমানুয়েলকে চিনতে

পারামাত্র চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল যুবকের, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুহূর্তখানেক বসে থাকল, তারপর ঝট্ করে হাত বাড়াল নিজের পিস্তল ধরার জন্যে। কটেজ কাঁপিয়ে গর্জে উঠল ইমানুয়েলের অটোম্যাটিক, উড়ে গেল পিস্তলটা রূমের এক মাথায়। পরক্ষণে ম্যান আর গুইরো ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবকের ওপর। টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে আনল বিছানা থেকে। ওদিকে আতঙ্কিত মারিয়া চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে দ্রুত মুখের সামনে তর্জনী তুলল ইমানুয়েল।

'চুপ্! আওয়াজ কোরো না। ভয়ের কিছু নেই, তোমার কোন ক্ষতি করব না আমি। ওকে?'

আলভারেযকে দেখল সে করুণার চোখে। 'সঙ্গিনী বাছাই করার ব্যাপারে তোমাকে আমি সতর্ক থাকতে বলেছিলাম, আলভারেয। বলেছিলাম, না হলে কোনদিন মৃত্যুও হতে পারে তোমার। মনে আছে না সে কথা?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল যুবক, কিন্তু পাত্তা দিল না সে। মারিয়ার আতঙ্কে নীল মুখের দিকে ফিরে অভয়ের হাসি দিল। ফল যদিও উল্টো হলো, আরও নীল হয়ে উঠল মেয়েটা।

'ও কি কি প্রতিজ্ঞা করেছে তোমার কাছে, হানি?' প্রশ্ন করল ইমানুয়েল। 'প্রয়োজন হলে নিজের বুক ফেড়ে কলজেটা বের করে তোমার পায়ে বিসর্জন দেবে? তাই বলেছে? না সঙ্গে আরও কিছু দেবে?'

কথা নেই কারও মুখে। নীরবতা অসহনীয় হয়ে উঠল। পরেরবার যখন লোকটা মুখ খুলল, থমথমে শোনাল গলা। 'আলভারেযের প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যবস্থা করো,' লুইজিকে নির্দেশ দিল সে। 'ওর কল্জে বের করে মারিয়ার সামনে দাও।'

দুই দানব শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

'এই গর্দভের কল্জেটা বের করে ওকে দাও!' চাপা গর্জন ছাড়ল সে। 'ডু ইট, ম্যান!'

বিস্ময়ে গুইরোর চোখ বড় হয়ে উঠল, ম্যানের চেহারা দেখে

মনে হলো কিছু যেন বলতে চায়। লুইজি নির্বিকার। ভিক্টরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'ডু ইট!' গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল ইমানুয়েল। 'নাউ!'

এগোল গুইরো, হাতে বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ ফলার হান্টিঙ নাইফ। 'এখানে নয়, বাইরে নিয়ে যাও।'

বসের নতুন নির্দেশ শুনে মাথা দোলাল সঙ্গীরা, ভয়ে ফোঁপাতে থাকা যুবককে টানতে টানতে বের করে নিয়ে গেল। লুইজিও গেল ওদের সাথে। তিন পা এগিয়ে রুমের দরজা বন্ধ করে দিল ইমানুয়েল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। বিছানায় মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে আছে প্রায় নগ্ন মারিয়া ডি রস্তা। চেহারা মরার মত ফ্যাকাসে। বাঁশ পাতার মত কাঁপছে, নাক দিয়ে বুনো জন্তুর গোঙানির মত আওয়াজ বেরোচ্ছে নিঃশ্বাসের সাথে।

'ভিক্টর!' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল সে। আতঙ্কে শুকিয়ে থাকা গলা ভেঙে গেল। 'ভিক্টর, আমি...'

হাসল লোকটা। এক হাতে মেয়েটির আলুথালু চুল নেড়ে দিল। 'বললাম তো ভয়ের কিছু নেই, ডার্লিং। নিশ্চিন্ত থাকো। ভুল আমরা সবাই করি।'

'আমি শুধু...'

'শ্‌শ্‌শ্‌! কথা নয়। ঘুরে বোসো।'

মিনতি ভরা চোখে তাকে দেখল মেয়েটি, ভঙ্গিতে ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন স্পষ্ট। 'ভিক্টর...'

'কথা নয় বলেছি না?' হাসি হাসি মুখে বলল সে, কিন্তু চোখদুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। 'ঘোরো!'

পলকে চিকন ঘাম ফুটল মারিয়ার কপালে, নাকের দু'পাশে। বড় এক ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে ঘুরে বসল, বারবার আড়চোখে পিছনে তাকাচ্ছে। তার লোভনীয় কাঁধ, মেরুদণ্ডের গভীর খাঁজ হয়ে নিতম্বে নেমে গেল ইমানুয়েলের চোখ। কী সুন্দর! নিজের মনে মাথা দোলাল লোকটা। কী চমৎকার! একেক সময় তার

মনে হয় মেয়েটার চামড়া বুঝি টেক্সচারড সিলকের তৈরি। আফসোস!

কোমরে গোঁজা শঙ্কর মাছের লেজের লম্বা একটা চাবুক বের করল সে, আদর করার ভঙ্গিতে ওটার সরু ডগা বোলাল মারিয়ার পিঠে। শিউরে উঠে চোখ বুজল মারিয়া। পরক্ষণে বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস কাটল চাবুক, আছড়ে পড়ল তার নরম, মসৃণ পিঠে। কেঁপে উঠল ও, অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণকণ্ঠে। বিরতি না দিয়ে মেরে চলল ইমানুয়েল, দেখতে দেখতে মেয়েটির সারা পিঠ কেটেচিরে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। বিছানায় গড়াগড়ি খেতে লাগল রেহাই পাওয়ার জন্যে, কিন্তু পেল না, উন্মত্ত আক্রোশে পিটিয়ে চলেছে লোকটা।

এত চিৎকার, এত ফোঁপানির আওয়াজে বারবার কেঁপে উঠছে ক্ল্যাপবোর্ডের কটেজ, তবু ওর মধ্যেও বাইরে থেকে আলভারেযের মরণ চিৎকার ঠিকই কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেমে গেল ইমানুয়েলের। চোখ কুঁচকে উঠল অন্য ধরনের এক আওয়াজ শুনে।

কপ্টারের আওয়াজ! হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।

ঘাড় ধরে এক ঝটকায় মারিয়াকে খাট থেকে ফেলে দিল সে। 'জলদি কাপড় পরো! এখনই বেরুতে হবে!'

ওদিকে ইউএস কোস্টগার্ড চপার পৌঁছে গেছে সৈকতে। কয়েক সেকেন্ডে এয়ার স্ট্রিপ পেরিয়ে সাইক্লিক ও কালেক্টিভ কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাইলট, রাডার বারগুলোর ওপর তার দু'পা এমনভাবে ওঠা-নামা করছে, দেখে মনে হয় নাচছে বুঝি। আফটার রোটরে ভর করে শূন্যে থেমে পড়ল ভীতিকর চেহারার যন্ত্রদানব, জায়গায় দাঁড়িয়ে চক্কর খেল চারদিক দেখার জন্যে।

'ওই যে!' চেঁচিয়ে বলল টম হ্যারিসন।

কোন দরকার ছিল না, কারণ অন্যরাও একই সঙ্গে দেখতে

পেয়েছে ওটাকে। একটা জীপ, দাঁড়িয়ে আছে সবচেয়ে বড় কটেজটার গেটে। ভেতরে, সিঁড়ির ওপর একটা লাশও দেখতে পেল সবাই। একই মুহূর্তে আরও একটা দেহ চোখে পড়ল—খোলা জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে এল ওটা। বুক-পেট ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

'গুড গড!' অস্ফুটে বলল টম, ঝট্ করে পাইলটের দিকে ফিরল। 'স্ট্রিপের দিকে চলো, জলদি!'

নড়ে উঠল এস-৬১ বি, নাক নিচু করে ঝড় তুলে ছুটল। জায়গামত পৌঁছে ঠিক জেটের নাক বরাবর সামনে ল্যান্ড করল ওটার পথ আগলে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল প্রকাণ্ডদেহী এজেন্ট, শেরম্যান। এম-১৬ কারবাইন বাগিয়ে ছুটে গেল গেটস্ পাইপার কাবের দিকে। এদিকে বের হতে গিয়েও রানার দিকে ফিরে হাসল টম, থাবা দিয়ে ওয়েপনস্ র্যাক থেকে একটা ব্রাউনিং নাইন এমএম নিয়ে এগিয়ে ধরল। 'নাও, রানা, এসো!'

'কি দরকার ছিল' ধরনের কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওটা নিল রানা, ম্যাগাজিন আর অ্যাকশন চেক করে বেরিয়ে পড়ল। পাশাপাশি ছুটল দুই বন্ধু, ওদের একটু পিছনে রয়েছে রবার্ট। 'শেরম্যান!' পিছন থেকে ডেকে উঠল টম। 'সাবধান, ওকে আমি জ্যান্ত চাই!'

দৌড়ের ওপর মাথা দোলাল দানব, ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে দুম্ দুম্ শব্দে উঠে পড়ল ভেতরে। দুলে উঠল পাইপার কাব। ওদিকে ককপিটের দু'দিকের জানালা বরাবর রানা ও রবার্টকে ছুটে আসতে দেখে ঘেমে অস্থির হয়ে উঠল দুই পাইলট, ভদ্রলোকের মত আগেভাগে মাথার ওপর হাত তুলে বসে থাকল। এক মুহূর্ত পরই দরজায় দেখা দিল শেরম্যান। মাথা দোলাল, 'ভেতরে নেই কেউ, বস্!'

তার কথার রেশ ফুরোবার আগেই দূর থেকে একটা এঞ্জিনের গুঞ্জন কানে এল ধীরগতির রোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে। জীপের আওয়াজ।

‘ওরা পালাচ্ছে!’ কটেজের দিকে ধুলোর মেঘ দেখে চেঁচিয়ে বলল রানা। দৌড় লাগাল কপ্টারের দিকে। ‘জলদি এসো!’

শেরম্যান উঠল সবার শেষে, ওটা তখন মাটি ছেড়ে উঠে পড়েছে। আরও খানিকটা উঠতে একশো গজ দূরে জীপটাকে দেখা গেল, কটেজের পিছনদিকে। গাঢ় সবুজ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের বেগে পালাচ্ছে। আবার নাক নিচু করে তেড়ে গেল কপ্টার, গুলি এড়ানোর জন্যে মরিয়া হয়ে এঁকেবেঁকে, বিপজ্জনক স্কিড করতে করতে ছুটল জীপ পাঁচ-ছয়জন যাত্রী নিয়ে। ওটাকে ডিঙিয়ে আড়াআড়ি সামনে চলে এল কপ্টার, শেরম্যান সংক্ষিপ্ত ব্রাশ ফায়ার করল জীপের সামনের মাটিতে।

থামল না ওটা, বরং আরোহীদের প্রায় সবাই পাল্টা গুলি চালাল। ফিউজিলাজে ঠক্-ঠক্ শব্দে বুলেট বিঁধছে শুনে চোখমুখ কুঁচকে উঠল রানার। বিপদ টের পেয়ে ফড়িংটাকে জীপের মুখোমুখি করল পাইলট, ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিল।

হুড়োহুড়ির মধ্যে কেউ খেয়ালই করল না কোন ফাঁকে জীপ থেকে বড় এক ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে ইমানুয়েল, ঝুঁকে পড়ে আড়ালে আড়ালে খিঁচে দৌড়াচ্ছে উল্টোদিকে। কপ্টার মাটির দশ ফুটের মধ্যে নেমে আসতে আচমকা লাফ দিল মাসুদ রানা, এক গড়ান দিয়ে ব্রাউনিং তুলেই পরপর কয়েকটা গুলি করল জীপের ফ্রন্ট টায়ার সই করে। বিকট শব্দে দুটো টায়ার বিস্ফোরিত হলো। স্কিড করল জীপ, দড়াম করে আছড়ে পড়েই ডিগবাজি খেতে আরম্ভ করল।

কয়েক গড়ান দিল ওটা, তারপর ড্রপ খেয়ে আরেক বড় ঝোপের কাছে গিয়ে সিধে হলো লোহা-লক্কড় ভাঙার বিকট শব্দ তুলে। অস্ত্র বাগিয়ে এগোল রানা, গাড়ির ওপাশে নড়াচড়া দেখে সতর্ক করার জন্যে আরও কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল। কেউ একজন ওদিকে চেঁচিয়ে উঠল, ‘জলদি! এই পথে!’

কয়েক লাফে জীপের কাছে পৌঁছে গেল ও, ভেতরে এক মেয়ে

ছাড়া কাউকে দেখতে না পেয়ে ঝোপের দিকে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে পড়ল মেয়েটার অবস্থা দেখে। রক্ত আর ধুলোয় একাকার অবস্থা তার। বেঁচেই আছে, চোখ খোলা, তবে কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। চোখের পানিতে গাল ভেজা। কাছে গিয়ে 'হ্যালো' বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল রানা। কাজ হলো না।

হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ধরল ও, সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠল মেয়েটি। 'খবরদার, ছোঁবে না আমাকে! সরে যাও!'

তখনই ওর পাশে পৌঁছল রবার্ট। 'ওরা সবাই পালিয়েছে,' ঝোপ ইঙ্গিত করে বলল রানা। 'ওদিকে দেখুন।'

কিন্তু সময় হলো না, পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল টম, 'রানা, কাম ব্যাক। ইমানুয়েল পালাচ্ছে!' বলেই যথাসম্ভব দ্রুত ছুটল সে স্ট্রিপের দিকে। রবার্টও অনুসরণ করল তাকে।

রানা কয়েক মুহূর্ত বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। টমকে অনুসরণ করাই উচিত ছিল ওর, কিন্তু মেয়েটার অবস্থা দেখে পা উঠল না সময়মত, এরমধ্যে জেটের কাছে পৌঁছে গেছে ইমানুয়েল। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে আরও চারজন। একজন খোঁড়াচ্ছে, নিশ্চই জীপ উল্টে যাওয়ায় ব্যথা পেয়েছে। আরেকজনের কাঁধের কাছে শার্টের অনেকখানি গায়েব। রক্তে কাঁধ ভেসে যাচ্ছে। টম ওদের বড়জোর বিশ গজ পিছনে। আচমকা গর্জে উঠল তার ব্রাউনিং, সবার পিছনের লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। লাফিয়ে তাকে ডিঙাল সে। পড়িমরি ছুটল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

পিছন থেকে রবার্ট ও শেরম্যানও গুলি করতে শুরু করল, কিন্তু ইমানুয়েল বা তার সঙ্গীরা থামল না। গোঁয়ারের মত ছুটছে প্লেনের দিকে। দেখা গেল, দুই পাইলট ভাগছে। জানপ্রাণ নিয়ে স্ট্রিপের আরেক মাথার দিকে ছুটছে ওরা। উপায় নেই দেখে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মাসুদ রানা, ঘুরে

কপ্টারের দিকে ছুটল।

ওদিকে দৌড় শুরু করে দিয়েছে ইমানুয়েলের লিয়ারজেট। দরজা খোলা। রবার্ট আর শেরম্যান ওটার পিছন পিছন ছুটছে দেখল ওরা। কিন্তু টম নেই, ইমানুয়েল নেই, ওর সঙ্গীরাও কেউ নেই। এর মানে কি? ভাবছে- রানা, টম একা উঠে পড়েছে ভেতরে? সর্বনাশ করেছে!

'হারি দিস্ থিং আপ্, ম্যান!' দূর থেকে পাইলটের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ও। ত্রিশ সেকেন্ড পর মেয়েটাকে তার সাহায্যে ভেতরে বসিয়ে সীট বেল্ট দিয়ে বেঁধে ককপিটের দিকে ছুটল। 'হারি আপ্! হারি আপ্!!'

ততক্ষণে এস-৬১বি-র দৈত্যাকার ডবল রোটর যন্ত্রটাকে উপরে ওঠাবার মত যথেষ্ট আরপিএম তুলে ফেলেছে। সাঁ করে উঠে পড়ল ওটা, কোনাকুনি স্ট্রিপের দিকে ছুট লাগাল। মিনিটের মধ্যে রবার্ট ও শেরম্যানকে তুলে নিয়ে গেটসের পিছু নিল ঝড়ের গতিতে। এরমধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ওটা, কিউবার আকাশের দিকে ছুটছে।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করে বলল রবার্ট। 'বিশ মিনিটের মধ্যে নাগালের বাইরে চলে যাবে হারামজাদা।'

'পারবে না,' আস্থার সঙ্গে বলল পাইলট। রোটরে চাপড় মারল। 'এটার স্পীড অনেক বেশি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে...' থেমে গেল কথা শেষ না করে।

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। 'এটাকে জেটের ঠিক ওপরে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'তা পারব। কেন?'

জবাব না দিয়ে উইঞ্চিং গিয়ারের দিকে হাত বাড়াল ও, কপ্টারের পেটের তলা দিয়ে হুকসহ লাইন বেরিয়ে এল সড়সড় করে।

'কি করছেন!' রবার্ট বলে উঠল। 'মরতে চান নাকি?'

এবারও জবাব দিল না রানা, টম হ্যারিসনের মৃতদেহ শূন্যে ভাসতে দেখছে কল্পনায়। ওর ধারণা যে কোন মুহূর্তে ওকে মেরে ফেলবে ইমানুয়েল, খোলা দরজা দিয়ে লাশটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওরা চারজন আছে প্লেনে, টম একা। অতএব...।

ওদিকে লিয়ারজেটের পাইলটের সীটে বসা ভিক্টর ইমানুয়েল হাসছে প্রাণ খুলে। তার বিকট অট্টহাসিতে জেটের ভেতরটা কাঁপছে। খুদে ককপিটের এপাশের বাল্‌ক্‌হেডে হেলান দিয়ে বসে আছে লুইজি, ম্যান ও গুইরো। শেষেরজনের কব্জি গুঁড়ো হয়ে গেছে টমের হেভি ক্যালিবার বুলেটের ধাক্কায়, ওটা চেপে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। চেহারার তেল গায়েব হয়ে গেছে, গোঙাচ্ছে, ককাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফ্লোর।

লুইজির অবস্থাও সুবিধের নয়, জীপ উল্টে যাওয়ার সময় কাঁধে ভালই চোট পেয়েছে। ডান কাঁধ আর হাত পুরো অবশ হয়ে আছে তার। ইমানুয়েল ও ম্যান বহাল তবিয়তে আছে। তবে স্বস্তির কথা এ মুহূর্তে ওরা প্রত্যেকে নিরস্ত্র। টম ওদের বাধ্য করেছে অস্ত্র সাগরে ফেলে দিতে।

খোলা কেবিনডোরের কাছে একটা সীট ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতের নাইন এমএম ব্রাউনিং ধরা আছে ইমানুয়েলের খুলি বরাবর। কিন্তু ইমানুয়েল তাতে মোটেই ঘাবড়াচ্ছে না, বরং হাসছে হা-হা করে। ভারি মজা পাচ্ছে যেন।

'কি হলো, মিস্টার টম হ্যারিসন?' বলল সে হাসি থামিয়ে। 'গুলি করো! ভালই হয় তাহলে, একবারে তোমাকে নিয়ে সাগরে পড়ব আমরা সবাই। তাহলে তোমার হবু বউ...' আবার হেসে উঠল সে।

হ্যারিসনের চোখ কুঁচকে উঠল। বুঝে পেল না ওর বিয়ের খবর লোকটা কোথায় পেল। 'প্লেন ঘোরাও, ইমানুয়েল,' থমথমে গলায় বলল সে। 'একবার যখন তোমার নাগাল পেয়েছি...'

'তখন আর ছাড়বে না, এই তো? সরি, ভায়া। আমাকে ধরার

খায়েশ তোমার কোনদিন পূরণ হবে না। আমেরিকার মাটিতে কোনদিন আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি, প্রাণ থাকতে নয়।'

'জ্যান্তই নেব, ইমানুয়েল,' মাথা ঝাঁকাল টম। 'এবং আজই।'

'তাই নাকি?' ঠোঁট বেঁকে গেল লোকটার। 'দেখো তাহলে চেষ্টা করে। আমি চললাম কিউবার দিকে।'

'আমি কিন্তু গুলি করব!' হুমকি দিল সে।

'করো না, আমিও তো তাই বলছি।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ইমানুয়েল। 'তুমি একটা ইমপসিব্‌ল্ ক্যারেকটার, ম্যান। এক মিনিটের মধ্যে অফার ডবল করে দু'মিলিয়ন করলাম, তাতে রাজি নও। প্রস্তাব দিলাম যা ইচ্ছে, জাস্ট নেম ইট, তাও মনে ধরল না। কি যে...'

বাধা দিল টম হ্যারিসন। 'আর ত্রিশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি তোমাকে, ইমানুয়েল। এর মধ্যে কোর্স বদল করবে তুমি। নইলে গুলি করব। খুন করার জন্যে নয়, তোমাকে অচল করে দেয়ার জন্যে।'

'তারপর? প্লেন...?'

'প্লেন আমি চালাব।' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সে। 'ভেবেছ তুমি একাই এটা চালাতে জানো? ওয়েল, ওয়েট অ্যান্ড সী।'

মুখ শুকিয়ে গেল লোকটার। বুনো আতঙ্ক ফুটল চাউনিতে। 'গুল মারছ! তুমি আসলে...'

'পনেরো সেকেন্ড,' ব্রাউনিঙ সিকি ইঞ্চি তুলল টম।

'মিস্টার টম, টেন মিলিয়নে সেট্‌ল্ হোক তাহলে ডীল। ভেবে দেখো, ম্যান, এক ঘন্টার মধ্যে মাল্টি মিলিওনিয়ার...'

'দশ সেকেন্ড।'

ওর নির্বিকার চেহারা দেখে ঢোক গিলল ইমানুয়েল। খাঁচায় পোরা সন্ত্রস্ত জন্তুর মত লাগছে তাকে। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। এদিকে কথায় ব্যস্ত টম টেরই পেল না লোকটার জার্মান চ্যালা ম্যান কোন ফাঁকে তার কব্জির ভেতরদিকে টেপ দিয়ে আটকে

রাখা থ্রোইং নাইফ বের করে ফেলেছে। সুযোগের অপেক্ষায় আছে লোকটা।

'পাঁচ সেকেন্ড, ইমানুয়েল!' বলল টম, পরমুহূর্তে ঝট্ করে মাথা সরিয়ে নিল চক্চকে কিছু একটা কণ্ঠনালীর দিকে সবেগে ছুটে আসছে দেখতে পেয়ে। কিন্তু ওটা এত দ্রুত এল যে পুরোপুরি এড়ানো গেল না, বিদ্যুৎ চমকের মত পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় গলার চামড়ায় আঁচড় কেটে গেল ছুরি, এবং একই মুহূর্তে ম্যানও ঝাঁপ দিল। অল্প জায়গা নিমেষে পেরিয়ে এল সে, টম সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল না, তার আগেই ওর ওপর হুড়মুড় করে পড়ল ম্যান।

হাঁটু তুলে দড়াম করে মেরে বসল টম, আঘাতটা লাগল ম্যানের পাঁজরে। 'গ্যাঁক!' করে উঠল লোকটা, পরক্ষণে কঠিন এক পাঞ্চ ঝাড়ল টমের ডান চোয়ালে। দুলে উঠল সব কিছু, চিত হয়ে পড়ে গেল সে। ম্যান ফের ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে দেখে টম শোয়া অবস্থায়ই আবার পা তুলল, প্রাণপণে লাথি হাঁকাল তার চোয়াল সই করে। ওদিকে লুইজিও সুযোগ কাজে লাগাতে উঠে এসেছিল, ছিট্কে তার ওপর গিয়ে পড়ল ম্যান।

একযোগে উড়ে গেল দু'জনে, আহত কাঁধে ব্যথা পেয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল লুইজি। ম্যান আবার উঠে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু সময় পেল না। লিয়ারজেটের লেজ আচমকা দুলে উঠল, খানিক ডানে-বাঁয়ে করল প্লেন, তারপরই উঁচু হয়ে গেল লেজ। ভারসাম্য হারিয়ে ফের লুইজির ওপর আছড়ে পড়ল। আর পড়বি তো পড়, সেই আহত কাঁধের ওপরই। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। ওদিকে টম উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল ফ্লোরে দেহ পিছলে যাচ্ছে, ক্রমে ককপিটের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

অবাক হলো সে, চট্ করে আইলের দু'পাশের দুই সীটের গোড়ায় পা বাধিয়ে নিজেকে ঠেকাল। কি ঘটছে বুঝতে না পেরে

ঘন ঘন ইমানুয়েলের দিকে তাকাচ্ছে। বাইরে উঁকি মেরে কি চলছে বোঝার চেষ্টা করছে।

ওদিকে, মাসুদ রানা সময় হয়েছে বোঝামাত্র উইঞ্চ লাইন ধরার জন্যে ঝুঁকল, রবার্টের উদ্দেশে বলল, 'পাইলটকে ডিরেকশন দিন। উইঞ্চ অপারেট করুন।'

'আপনি কি করতে যাচ্ছেন?' ভয়ে ভয়ে বলল সে।

'কেসি-টমের ওয়েডিং প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসতে।' কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঝুলে পড়ল ও লাইন ধরে, দু'পায়ে পেঁচিয়ে ধরল ওটা। এতক্ষণেও যখন খারাপ কিছু ঘটেনি, তখন আর ঘটবে না বলেই বিশ্বাস ওর। লিয়ারের ভেতরের পরিস্থিতি নিশ্চই টমের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

খানিকটা নামতেই রোটরের তুমুল বাতাসে উল্টোদিকে একটা পাক খেল ও, নিচে বন্‌বন্‌ করে ঘুরে উঠল সবকিছু। ওর চল্লিশ ফুটমত নিচে রয়েছে লিয়ার জেটের টেইল ফিন। সেদিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল। প্রথমে যা-ই ভেবে থাকুক, এ মুহূর্তে নিজেকে আস্ত আহাম্মক মনে হচ্ছে রানার। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এক কাজে হাত দিয়ে বসেছে ও। কিন্তু দিয়ে যখন বসেইছে, শেষ না করে ছাড়বে না।

ওর ইশারায় লাইনের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে চলল রবার্ট। লিয়ারজেট ক্রমেই কাছিয়ে আসছে, দ্রুত বড় হচ্ছে। খানিকপর কপ্টারের তৈরি ঝড় আর জেটের স্লিপস্ট্রীমের তোড়ের মুখে পড়ে বেহাল দশা হলো রানার। মনে হচ্ছে টানের চোটে সমস্ত চুল শেকড়সহ উড়ে যাবে। চোখ বন্ধ করে ফেলতে বাধ্য হলো ও বাতাসের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে।

নাগালে এসে পড়েছে জেটের টেইল। থাবা চালাল ও, মিস্ করল অল্পের জন্যে। আবার পাক খেল দেহ। দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হলো, তবে এবার টেইলের স্পর্শ পেল ও। ব্যাপার বুঝতে পেরে কপ্টারের গতি আরও বাড়াল পাইলট, এগিয়ে গেল রানা টেইলের

দিকে, ওটার নাগাল পাওয়ামাত্র জাপটে ধরল দু'হাতে। উইঞ্চ লাইন যাতে ছুটে না যায়, তা নিয়ে খানিক কসরত করল, তারপর জেটের পিঠে পা রাখার জন্যে। অবশেষে ছোট্ট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

দু'হাতের তালুর চামড়া জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে, পেশী ব্যথায় টন্-টন্ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই। রাডার ধরে গায়ের জোরে নিজের দিকে টানল রানা, ইঞ্চি দুয়েক এগোল ওটা, বাঁয়ে ঘুরতে শুরু করল জেট। পরমুহূর্তে ডানে। কয়েকবার ওটাকে ডানে-বাঁয়ে ঘোরাল রানা, ভেতরে কি চলছে অনুমান করতে গিয়ে মনেমনে হাসল। পাইলটের সীটে যে-ই থাকুক, জেটের এই উল্টোপাল্টা আচরণ সংশোধন করার মরিয়া চেষ্টা যে লোকটা করছে, রাডার ধরে আছে বলে পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। লোকটা যা করতে চাইছে, ও করছে তার উল্টো।

একটু পর সাবধানে দু'পা দু'দিকে মেলে লিয়ারের লেজের ওপর বসে পড়ল, এক হাতে টেইল-ফিন ধরে ঝুঁকল, উইঞ্চের হুক অনেক কষ্টে আটকে দিল পাইপার কাবের লেজের টো রিঙের মধ্যে। তারপর হাত নাড়ল ওপরে তাকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গতি কমতে শুরু করল এস-৬১ বি-র, লাইনে টান পড়ল। বাড়ছে টান।

কম করেও হাজার ফুট নিচের সাগরের দিকে তাকাল রানা। ভাবছে, ইমানুয়েল প্যারাস্যুট নিয়ে সাগরে ঝাঁপ না দিলেই হয় এখন। অবশ্য এখানে ঝাঁপ দেয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। হাঙরের ডিপো হিসেবে কুখ্যাত এই এলাকা।

ডানে-বাঁয়ে করতে আরম্ভ করল ইমানুয়েল, গতি কমিয়ে এনে হঠাৎ করে বাড়িয়ে অদৃশ্য শক্তির মুঠো থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করতে লাগল বারবার। কিন্তু কাজ হলো না। পিছনের টান বরং ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে, কিছুই করতে পারছে না সে। ফুল থ্রটল দেয়া সত্ত্বেও কোন লাভ হচ্ছে না দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল লোকটা।

ঘন ঘন পিছনে তাকাচ্ছে, উন্মত্তের মত কুস্তি করছে কন্ট্রোলের সাথে। জেটের পিছনটা এই উঁচু হচ্ছে, এই সমান্তরাল হচ্ছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে সে-ও একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, আবার পরক্ষণে সোজা হচ্ছে। অন্য তিনজনের পিঠ সেঁটে আছে ককপিট বাল্ক্হেডের সাথে, নড়ার সুযোগই পাচ্ছে না।

টম হ্যারিসন বুঝতে পারল কেন এমনটা ঘটছে। পায়ের সাহায্যে নিজেকে আগের জায়গায় ধরে রেখেছে সে। হঠাৎ করে হেসে উঠল। 'এবার, ইমানুয়েল! অফারের অঙ্ক নিশ্চই বাড়াতে চাইবে তুমি, না কি?'

কানে গেল না লোকটার। হঠাৎ করে জেটের নাক খাড়া হয়ে নেমে যেতে শুরু করেছে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। কন্ট্রোল সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। বিস্ফারিত চোখে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কি ঘটছে মাথায় খেলছে না। একদম খাড়া হয়ে গেল পাইপার কাব, লেজ ধরে ঝোলানো মরা ইঁদুরের মত অবস্থা। ব্যাপার টের পেতে ঝাড়া এক মিনিট লেগে গেল লোকটার। মাসুদ রানা ততক্ষণে প্রায় কপ্টারের ল্যান্ডিঙ স্কির কাছে পৌঁছে গেছে।

একটু পর যখন কী ওয়েস্টের কাছে পৌঁছল কোস্টগার্ড চপার, শহরের জীবনযাত্রা প্রায় থেমে যাওয়ার জোগাড় হলো। হোটেল-রেস্টুরেন্ট, অফিস-দোকান থেকে পথে বেরিয়ে এল লোকজন। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে। এমন আজব দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি তারা।

ওদিকে সেইন্ট পল'স চার্চের বিয়ের অনুষ্ঠান মাত্র কয়েক মিনিট আগে বন্ধ হয়ে গেছে। ঝাড়া দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে বলে কেসিই বন্ধ করে দিতে বলেছে। হতভম্ব আমন্ত্রিতরা একজন-দু'জন করে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে গির্জা ছেড়ে। হঠাৎ অ্যান্ডি রবার্টসের চিৎকারে থেমে পড়ল তারা, বসা থেকে একলাফে উঠে দাঁড়াল ক্লান্ত, চিন্তিত কেসি।

'ওই যে ওরা এসে পড়েছে, কেসি!' চেঁচিয়ে বলল যুবক। 'উঠে পড়ো, প্লীজ! আর মাত্র দুটো চক্কর দাও, এরমধ্যে টমকে হাজির করছি আমি। ওঠো, প্লীজ! জলদি, জলদি!'

'ঠিক আছে,' বলল মেয়েটি। 'মাত্র দুটো চক্কর।'

'রাইট, বেইবে। দুটো। তবে আস্তে আস্তে, ওকে? আমরা যাচ্ছি।'

মার্ক গর্ডন সময় নষ্ট না করে আগেই খিঁচে দৌড় লাগিয়েছে গাড়ির দিকে। অ্যান্ডি উঠে বসতে ভোঁ করে হেলিপ্যাডের দিকে ছুটল বেন্টলি। পুলিস ট্রান্সপোর্টের সাইরেনের আওয়াজ উঠল অনেকগুলো। শহর কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। প্যাডের ওপর পৌঁছে শূন্যে কপ্টার দাঁড় করাল পাইলট, রবার্ট ঢিল দিতে শুরু করল উইঞ্চে। খুব সাবধানে প্যাডে নামানো হলো প্লেনটাকে।

মুহূর্তের মধ্যে ইমানুয়েল ও তার তিন সঙ্গীকে হাত কড়া পরিয়ে পুলিসের গাড়িতে তোলা হলো, প্যাড ছেড়ে রওনা হয়ে গেল ওগুলো।

নির্দিষ্ট সময়ের তিন ঘণ্টা পর বিয়ে সম্পন্ন হলো টম ও কেসির।

দুই

টম ও কেসির বিয়ের পর জমজমাট পার্টি চলছে টম হ্যারিসনের বাড়িতে। বিশাল মেইন রুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, শ্যাম্পেনে চুমুক দেয়ার ফাঁকে অতিথিদের ওপর চোখ

বোলাচ্ছে।

এক সুন্দরীকে খুঁজছে আসলে। বিয়ের সময় ওকে চার্চে দেখেছে। পিঙ্ক স্যুট পরা এক ব্লন্ড। শুধু সুন্দরী নয়, রীতিমত তাক লাগানো সুন্দরী। স্যুটে তার রূপ পুরো ফোটেনি রানার ধারণা, জিনস-টি শার্ট পরা উচিত ছিল। তাতে নিঃসন্দেহে আরও বেশি মানাত। তবু ওতেই এক কথায় অপূর্ব লাগছিল মেয়েটিকে।

চার্চে ব্যস্ততার জন্যে তার সাথে আলাপ করার সুযোগ হয়নি, ভেবেছে এখানে সারবে কাজটা। কিন্তু নেই মেয়েটি, আসেনি। অস্বাভাবিক। বিয়েতে যারা হাজির থাকে, এই আসরেও তাদের থাকার কথা। এল না কেন ও? ভাবল রানা, ছোট এক চুমুক দিল গ্লাসে। কাছের এক জটলা উঁচু কণ্ঠের হাসিতে ফেটে পড়তে ঘুরে তাকাল।

বাড়ির পিছনের সুপরিসর আঙিনায় খানাপিনার আয়োজন চলছে। সাদা ড্রেস পরা ওয়েটাররা টেবিল পেতে তার ওপর জাম্বো সাইজের প্রনের ডিশ সাজাচ্ছে, সাথে লাল সস। আরও আছে স্মোকড ও কোল্ড স্যামন এবং সালাদের বিশাল পাহাড়, পুডিং ও স্থানীয় কী লাইম পাই।

বাঁ দিকে দুই তরুণীর ডায়েট সম্পর্কিত আলোচনা শুনে ঘুরে তাকাল ও। যেন এমন কিছুর অপেক্ষাতেই ছিল ওরা। একাকীত্ব কাটানোর জন্যে ওদের সাথে পরিচিত হতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় কেসির ওপর চোখ পড়ল। এদিকেই আসছে ব্যস্ত পায়ে। ওর সাথে চোখাচোখি হতে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি, লম্বা ফলার চকচকে কেক নাইফ ধরা ডান হাত নাড়ল।

'হাই, রানা!'

আজকের মত ওর এত সুখী চেহারা আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না রানা। এমনিতে যথেষ্ট সুন্দরী কেসি, আজ বিয়ের পোশাকে আরও বহুগুণ বেশি সুন্দরী লাগছে। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলল ও। 'পকেটে যা আছে নিয়ে

যাও, কিন্তু ছুরি মেরো না, প্লীজ!'

ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে সজোরে চুমু খেল ওর গালে।

'আরে আরে, করো কি!' আঁতকে উঠল ও। 'এখন তুমি আরেকজনের বউ, সবার সামনে যার-তার সাথে এই আচরণ ঠিক নয়, কেসি।'

'আমি পাওনাদারের পাওনা মেটাচ্ছি,' বাঁকা কটাক্ষ হানল কেসি। 'এবং সে যে-সে নয়।'

দু'হাতে ওকে দূরে সরিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল রানা। মুগ্ধ হলো। 'আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে। তা হলো, বিয়ের ফুল ফুটলে নাকি ছেলে-মেয়ের রূপ খোলে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কথাটা একদম খাঁটি। তোমাকে যা দারুণ লাগছে না, কি বলব!'

'সত্যি?' আদুরে গলায় বলল কেসি। ব্লাশ করল।

'অফ কোর্স সত্যি!'

'যাক্, তবু তোমার চোখে অন্তত পড়েছি। তোমার বন্ধুর তো এখনও আমার দিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগই হয়নি।'

চোখ পাকাল ও। 'তার মানে?'

'কখন থেকে কেক কাটব বলে অপেক্ষা করছি, খবরই নেই তার। স্টাডিতে বসে এক সুন্দরীর সাথে কী গুজগুজ করছে কে জানে!'

'শা-লা! এই দিনে? আমি যাব ধরে আনতে?'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'যাও, প্লীজ। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। কখন কেক কাটব, কখন গেস্টরা লাঞ্চ...'

'আর বলতে হবে না,' হাত বাড়িয়ে ছুরিটা কেড়ে নিল রানা। হন্তদন্ত হয়ে পা বাড়াল। 'দাঁড়াও, আজ ওর একদিন কি আমারই...' বলতে বলতে চলে গেল। মারমুখো ভঙ্গিতে দোতলায় টমের স্টাডির বন্ধ দরজায় এসে নক্ করেই ঢুকে পড়ল। পুরো নয়

অবশ্য, অর্ধেকটা।

ভেতরের পরিবেশ দেখে ঢুকবে কি না ভেবে দ্বিধায় পড়ে গেছে। রুমের মাঝখানে নিজের ডেস্কের ওপর কম্পিউটর নিয়ে ব্যস্ত টম হ্যারিসন, তার একদম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই অপরূপা, মনে মনে এতক্ষণ যাকে খুঁজছিল রানা। দরজার শব্দে একযোগে ঘুরে তাকাল দু'জনে।

'সরি,' অপ্রস্তুত হয়ে গেল রানা। 'বুঝতে পারিনি...'

'কাম অন ইন, রানা!' হেসে হাত নাড়ল টম। 'ইট'স অল রাইট। আমাদের কাজ প্রায় শেষ। এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে শার্লি। শার্লি, এই সেই হিরো, মাসুদ রানা।'

নড করল রানা। 'হ্যালো!' মেয়েটি প্রত্যুত্তর করল নীরবে, অনেকটা অন্যমনস্কের মত। টমের কাঁধে হাত রাখল আলতো করে। 'চলি আজ। সময়মত দেখা হবে।' দ্বিতীয়বার রানার দিকে তাকাল না শার্লি, ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল।

চোখ কুঁচকে টমকে দেখল রানা। 'বিয়ে করা বউ ফেলে কি হচ্ছিল এখানে, টম?'

'বিজনেস ওনলি, রানা,' ওর হাতে ছুরি আর ভঙ্গি দেখে হেসে জবাব দিল সে। 'অন্য কিছু নয়। মেয়েটা...'

'অত কথা জানতে চাইনি, আমি এসেছি তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে। কেসি ওদিকে কেক কাটার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

'ও হ্যাঁ, সরি।' কম্পিউটরের একটা কী টিপল সে। 'এই যাচ্ছি, বোসো। আমার ডিপার্টমেন্ট ভিক্টরকে অ্যারেস্টের বিস্তারিত রিপোর্টের জন্যে অস্থির হয়ে আছে। 'তাই তৈরি করছিলাম।'

মুখ টিপে হাসল সে। 'তোমাকে তো এখনও ঠিকমত ধন্যবাদ জানানো হলো না, রানা। সত্যি, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত যতবার মারাত্মক বিপদে পড়েছি, ততবারই আমাকে উদ্ধার করতে ঠিক সময়মত সীনে উদয় হয়েছ তুমি। সত্যি, ভাবতে ভারি অদ্ভুত

লাগে।'

বিব্রত বোধ করল রানা। 'এ প্রসঙ্গ আর কতবার তুলবে? চলো তো, সবাই অপেক্ষা করছে নিচে।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।' কম্পিউটরের স্লট থেকে একটা ৩.৫ ডিস্ক বের করল টম। তর্জনী দিয়ে টোকা দিল ওটায়। 'ব্যাকআপ স্টোর।'

ওটা কেসির বাঁধানো ছবির এক ফ্রেমের পিছনে রেখে সেট অফ করল। রানার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে হাসল। 'এর মধ্যে ভিক্টর ইমানুয়েলকে জেরা করেছে আমার ডিপার্টমেন্ট। জবাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কথাই বলেছে ও। সেটা কি, জানো?'

'কি?'

হাসি চওড়া হলো টম হ্যারিসনের। 'বলেছে তাকে আটকে রাখার ক্ষমতা নেই আমেরিকার, ট্রায়ালে দাঁড়াবার আগেই ছাড়া পেয়ে যাবে ও। তার পকেটে নাকি অনেক প্রভাবশালী লোক আছে।'

বলতে বলতে চিন্তায় কপাল কুঁচকে উঠল তার। 'তা অবশ্য আছে। মিথ্যে বলেনি ভিক্টর। বাহামা থেকে চিলি, এদিকে আমেরিকা, সবখানে প্রচুর "মিলিয়ন ডলার" বন্ধু আছে ব্যাটার।'

'পরে শুনব ওর কাহিনী,' রানা বলল। 'এখন চলো।'

কী ওয়েস্ট ডিইএ হেডকোয়ার্টার্স। ভিক্টর ইমানুয়েলের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে রাজি নয় এজেন্সি, তাই তাকে কোয়ান্টিকো সিটি জেলে স্থানান্তরের তোড়জোড় চলছে। বাইরে আর্মার্ড ভ্যান প্রস্তুত।

ইন্টারোগেশন রুমে বসে আছে ভিক্টর—একদম নির্বিকার। হাত-পা চকচকে চেইন দিয়ে বাঁধা। শটগানধারী দুই মার্শাল দু'দিক থেকে ধরে দাঁড় করাল তাকে, ভ্যানে তোলার জন্যে নিয়ে চলল। অন্য তিন সাগরেদকে তোলা হয়েছে আগেই। ভ্যানের

পিছনে আরও দুটো মার্শালের গাড়ি প্রস্তুত, প্যাডে কপ্টারও। ওটার রোটর ঘুরছে অলস ভঙ্গিতে।

এজেন্সির যে অফিসার ভিক্টরকে জেল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে সঙ্গে যাচ্ছে, তার নাম রেড রেনার। তাকে দেখে থেমে পড়ল ভিক্টর। অভিযোগের সুরে বলল, 'আমার ওভারনাইট কেস নেই, জেলে রাত কাটাব কি করে?'

হাসি ফুটল অফিসারের মুখে। 'এক কেসে কাজ হবে না, বন্ধু, কয়েক মিলিয়ন দরকার হবে। এত কেস কোথায় পাব আমরা? জেলে যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। ওকে বয়েজ, লেট্'স্ মুভ।'

ভিক্টর নড়ল না। বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'তোমাদের আশা পূরণ হবে না। বলেছি না, আমাকে আটকে রাখার ক্ষমতা আমেরিকার নেই?'

'বলেছ নাকি? তা পাগলে তো কত কিছুই বলে, ছাগলে কত কিছুই খায়, সব কি মনে রাখা সম্ভব?' মার্শালদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল অফিসার, রেড। 'হিট্ দ্য রোড, বয়েজ!'

একটু পর রওনা হলো গাড়ির বহর। সামনে-পিছনে থাকল একটা করে মার্শালের কার, ওপরে কপ্টার। রুট ওয়ানে পড়তেই গতি বাড়ল কনভয়ের। কপ্টার পাইলট থেকে শুরু করে প্রত্যেক মার্শাল-গার্ড, রেড, প্রত্যেকে সতর্ক। যে কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সামনে একটা ব্রিজ আছে, ওটা পেরিয়ে রুট ওয়ান থেকে নেমে যাবে বহর। সেকেন্ডারি রোড ধরে এগোবে।

শহর ছেড়ে দু'মাইল এগোতে ব্রিজ। ওটার কাছে পৌঁছে গতি কমানোর সঙ্কেত দিল লীড কার। সবাই দেখল ব্রিজে ওঠার মুখে বড় এক সাইনবোর্ড ঝুলছে। ওটায় লেখা: কশন! ব্রিজ আন্ডার রিপেয়ার। ডান দিকের মেটাল রেলিঙের অনেকটা নেই, কাঠের রেলিঙ দিয়ে জায়গাটা সাময়িকভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে।

লীড কার নিরাপদে ব্রিজ পার হয়ে গেছে দেখল পাইলট, কিন্তু

ভ্যানের বেলায় তা ঘটল না। ভাঙা রেলিঙের কাছে পৌছার আগে আচমকা গতি বেড়ে গেল ওটার, নাক গুঁতো মেরে উড়িয়ে দিল কাঠের রেলিঙ। মনে হলো কিছু সময় শূন্যে ঝুলে থাকল ভ্যান, তারপর স্লো মোশনে রওনা হয়ে গেল নিচের কাদাগোলা পানির দিকে।

কড়া ব্রেক কষে থেমে পড়ল দুই কার, গোঁত্তা খেয়ে নেমে এল কপ্টার, ব্যস্ত হয়ে পাক্ খেতে থাকল ওখানটায়। স্পেশাল ব্যাক আপ পাঠানোর জন্যে রেডিওতে চিৎকার শুরু করে দিল মার্শালরা।

সবার চোখের সামনে অলস গতিতে ডুবে গেল ভ্যান। ভেতরে ভিক্টরের পাশে বসা দুই মার্শাল নিজেদের বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একজন কোনমতে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, অন্যজন অনুসরণ করল তাকে। ভুশ করে ভেসে উঠল তারা, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

ওদিকে পানির নিচে বালির মেঘ ছড়িয়ে স্থির হলো আর্মার্ড ভ্যান, এক ঝাঁক লাল স্ন্যাপার ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত দিক বদলাল মাছেরই মত প্রকাণ্ড আরেকটা কিছু দেখে। মন্থরগতিতে ভ্যানের দিকে এগিয়ে এল ওটা। মাছ নয়, খুদে এক আন্ডারওয়াটার স্লেজ। ওয়েট স্যুট পরা কয়েকটা কাঠামো বের হলো ওটার পেট থেকে। তিনজনের দুটো দল।

প্রথম দল দ্রুত এগোল ভ্যানের দিকে, ওদের দু'জনের হাতে ওয়েটস্যুট, ব্রীদিং মাস্ক, এয়ার বটল্ আর ফ্লিপার। অন্য দল স্পিয়ার-গান হাতে পাহারায় থাকল। ভ্যানের ভেতরে হাত-পা বাঁধা ভিক্টর ইমানুয়েল নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, বাতাসের অভাবে ফুসফুস বিস্ফোরিত হওয়ার অবস্থা, এই সময় মাউথপীস ও ব্রীদিং অ্যাপারেটাস নিয়ে পৌঁছে গেল একজন। ঠেসে ধরল তার নাকমুখের ওপর। দম নিল ভিক্টর, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসতে পেরেছে বলে চোখে পানি এসে গেল কৃতজ্ঞতায়।

দ্বিতীয় ডাইভার হেভি ডিউটি বোল্ট কাটার দিয়ে বাঁধনমুক্ত করল তাকে, বের করে নিল খোলা পানিতে। দু'জনে মিলে টেনে নিয়ে চলল স্লেজের দিকে। ওদিকে আরেক ডাইভার ক্যাবের দরজা খুলল, প্রায় অজ্ঞান রেড রেনারের মুখে ঠেসে ধরল আরেক সেট মাউথপীস। টেনে হিঁচড়ে বের করে আনল। কয়েক সেকেন্ড পরই প্লেক্সিগ্লাস ডোমওয়ালা হাঙরের মত জলযানটা খোলা সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

তার অনেক আগেই মারা গেছে ভ্যানের চালক। রেলিঙের সাথে ধাক্কা লেগে দরজা জ্যাম হয়ে যাওয়ায় বেরোতে পারেনি সে। ডাইভাররা ফিরেও তাকায়নি তার দিকে।

মনে একটু আশা ছিল বাইরে শার্লির দেখা পাবে, কিন্তু হলো না। ফের গায়েব হয়ে গেছে মেয়েটা।

কি আর করা! বাকি সময়টা তাই সেই দুই তরুণীর সাথে গল্প করে কাটাল মাসুদ রানা। ওদের একজন খাটো, বেশি কথা বলে। নাম লিজ, শিল্পী। ছবি আঁকে। অন্যটি প্যাম, লাজুক। কথা বলে কম। সে-ও শিল্পী, তবে গিটারিস্ট। রানার সাথে আলাপের পাঁচ মিনিটের মধ্যে লজ্জা গায়েব হয়ে গেল মেয়েটির, এমন বক্-বক্ শুরু করল, বেশি কথা বলা লিজ পর্যন্ত তার তোড়ের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে কর্তৃত্ব খর্ব হচ্ছে বুঝতে পেরে কেটেই পড়ল দল থেকে, নিঃসঙ্গ, মাঝবয়সী এক অতিথির সাথে আড্ডা জমিয়ে নিল।

সন্ধে হয়ে আসছে দেখে আপনাআপনি ভাঙন ধরল পার্টিতে। রানাও তৈরি হলো যাওয়ার জন্যে। 'ফ্যান্সি ডিনার?' প্যামকে বলল। 'পিয়ের হাউস হোটেলে আছি আমি।' জায়গাটা শহরের আরেক প্রান্তে। পনেরো মিনিটের পথ।

'আজ আর কিছু খেতে পারব না,' হেসে চোখ টিপল মেয়েটি। গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'তোমাকে ছাড়া অবশ্য।'

রানা হাসল। 'গুড! চলো তাহলে।'

পা চালাল ওরা। মেইন রুমের দরজায় অতিথিদের বিদেয় জানাচ্ছে টম ও কেসি। ওদের দেখে সার্চলাইটের মত হাসি ফুটল কেসির মুখে। 'চললে, রানা?' আড়চোখে ওর সঙ্গিনীকে দেখল।

'হ্যাঁ, এবারের মত। পরে আবার দেখা হবে।' টমকে আলিঙ্গন করল রানা। 'কেসির দিকে খেয়াল রেখো।'

'শিওর, রানা।'

এক পা পিছিয়ে বন্ধুকে শেষবারের মত দেখল রানা। মনের মধ্যে এখনও শার্লির চেহারা ভাসছে। মেয়েটা কে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদল করল ও, করল না। 'চলি, দোস্ত।'

হাত মেলাল দু'জনে। কেসি এগিয়ে এসে আলতো করে চুমু খেল ওর গালে। নিচু গলায় বলল, 'হ্যাভ আ গুড নাইট, রানা।'

'থ্যাঙ্কস।'

চলে গেল ওরা। একে একে অন্যরাও। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল টম হ্যারিসন। 'ওয়েল, মিসেস হ্যারিসন, বলো তো কোলে করে বেডরুমে নিয়ে যাই!'

'না, দাঁড়াও!' আঁতকে ওঠার ভান করল কেসি। 'ওজন কম নয় আমার। মাঝ সিঁড়িতে পড়ে কোমর ভাঙতে চাই না!'

পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বেডরুমে ঢুকল ওরা, পরমুহূর্তে জমে গেল জায়গায়। কেসির গলায় আটকে গেছে সুখের হাসি, সুন্দর দু'চোখে রাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ও। জানালা দিয়ে ঢোকা অচেনা লোক দুটোকে দেখছে।

কিন্তু টম হ্যারিসন ঠিকই চিনল ওদের। কয়েক ঘণ্টা আগে ভিক্টর ইমানুয়েলের সঙ্গে ছিল এদের একজন, তার সাথে একেও বন্দী করেছিল সে নিজ হাতে। লোকটা জার্মান, ম্যান। অন্যটা লোপেয। ভিক্টরের স্থানীয় র‍্যাকেটিয়ারদের একজন। হাসছে ওরা

টমের দিকে তাকিয়ে, দু'জনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝে নিতে দেরি হলো না তার। এক হাতে কেসিকে আলতো করে সরিয়ে দিল সামনে থেকে, নিজে ওকে আড়াল করে দাঁড়াল। 'ওর কোন দোষ নেই,' বলল টম। 'ও নির্দোষ। এসবের মধ্যে ওকে টেনো না। আমার ব্যাপার আলাদা। তোমাদের যা খুশি...'

'শিওর,' এক পা এগোল লোপেয। 'শিওর, মিস্টার হ্যারিসন। তোমার স্ত্রীর জন্যে অন্যরকম আয়োজন করেছি আমরা, তা নিয়ে ভেবো না।'

আরও এগোল লোকটা, আচমকা ধাঁই করে লাথি মেরে বসল তার নকল পায়ের ওপর। স্টীল ভাঙার আওয়াজ উঠল, পড়ে গেল টম। ওই অবস্থায়ই বুকে দুটো গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। মুহূর্তে রক্তে ভিজে উঠল পুরু কার্পেট।

কেসির তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠল বাড়ি। থাবা দিয়ে ওর মুখ ঠেসে ধরল ম্যান। নোংরা হাসি হেসে বলল, 'দুঃখ কোরো না, ডার্লিঙ। এক স্বামী গেছে তাতে কি? আমরা দুই দুইজন আছি, দুঃখ কিসের?'

ল্যাঙ মেরে টমের পাশে ওকে আছড়ে ফেলল লোকটা, হ্যাঁচকা টানে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে ফেলল বিয়ের দামী গাউন।

বেড রুমের টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

তিন

রুমের চাবির সাথে ডেস্ক ক্লার্ককে একটা সাদা খাম এগিয়ে দিতে দেখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল মাসুদ রানা। 'মেসেজ, স্যার,' লোকটা বলল। 'এইমাত্র এসেছে।'

'থ্যাঙ্কস!' ওখানে দাঁড়িয়েই খামটা খুলল ও। ভেতর থেকে ছোট একটা চিরকুট বের হলো, মাত্র দুই শব্দের বার্তা: ভিক্টর এস্কেপড়্। অ্যান্ডি রবার্টস্।

বোকা বনে গেল রানা, বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল কাগজটার দিকে, হজম করতে পারছে না যেন। 'এনিথিং রং?' প্যাম জানতে চাইল।

'অ্যাঁ, না!' চমক ভাঙল ওর। 'এক মিনিট, প্লীজ।' ক্লার্কের দিকে এগোল দ্রুত। 'ফোনটা দিন, কুইক!'

'শিওর, স্যার।'

দ্রুত টম হ্যারিসনের নাম্বার পাঞ্চ করল ও, চেহারায় অস্থিরতা ফুটে আছে, ভুরু কোঁচকানো। এনগেজড়্ টোন আসছে। চুক্! করে বিরক্তি প্রকাশ করল রানা, আবার রিং করল। এনগেজড়্। থেমে থেমে পুরো পাঁচ মিনিট চেষ্টার পর লাইন পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, কিন্তু দশ-বারোবার রিং হওয়ার পরও কারও সাড়া না পেয়ে ঝট্ করে রেখে দিল রিসিভার। দুশ্চিন্তায় চেহারা কালো হয়ে উঠেছে। চিকন ঘাম ফুটেছে কপালে।

'হোয়াটস্ রং, হানি?' চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে

মেয়েটি। বুঝে ফেলেছে খারাপ কিছু ঘটেছে। 'হোয়াট...'

'ওহ্, ইট'স নাথিং সিরিয়াস,' কোনমতে বলল রানা। 'শোনো, প্যাম, আমি খুব দুঃখিত। এক্ষুণি বেরুতে হচ্ছে আমাকে।'

চেহারায় হতাশা ফুটল প্যামের, কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় নেই ওর, প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল লাউঞ্জ থেকে। যাত্রী নামিয়ে র‍্যাঙ্কে দাঁড়াবার জন্যে এগোতে যাচ্ছিল এক ট্যাক্সি, ওটাকেই পাকড়াও করল ও। ড্রাইভারের দিকে একশো ডলারের একটা নোট ছুঁড়ে দিয়ে টমের ঠিকানা বলল। 'হারি আপ্, ম্যান! দশ মিনিটে পৌছতে পারলে আরও একশো বাক্স্ পাবে। হারি আপ্!'

মুখ ঘুরিয়ে ওকে এক নজর দেখল ড্রাইভার, পরক্ষণে গিয়ার এনগেজ করে গাড়ি ছেড়ে দিল। র‍্যাঙ্কের অন্য ড্রাইভারদের তীব্র আপত্তি কানেই তুলল না। টমের বাড়ির গেটে যখন নামল রানা, দশ মিনিট পুরো হতে তখনও বিশ সেকেন্ড বাকি। নোটটা ছুঁড়ে দিয়ে দৌড় দিল ও গেটের দিকে, কয়েক লাফে আঙিনা পেরিয়ে মেইনরুমের বন্ধ দরজার সামনে পৌছে গেল।

ডোরনবে হাত দেয়ার আগেই ভেতরে টেলিফোন বাজতে শুনল রানা। অনবরত বেজে চলেছে। দরজা খোলা দেখে বিস্মিত হলো। ভেতরে ঢুকে ফোনের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে থেমে গেছে রিং। তার বদলে অন্য এক আওয়াজ কানে এল। কেউ গোঙাচ্ছে! হঠাৎ করে ঘাড়ের সব খাটো চুল সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল রানার। কে ওটা? পাকস্থলীর ভিতর কেমন একটা অনুভূতি।

হতে পারে না! কি ঘটেছে না জেনেই ওর মন বলে উঠল, হতে পারে না। এ কিছুতেই হতে পারে না। দৌড়ে ওপরতলায় উঠে এল ও, বেডরুমের দরজা খোলা দেখে থমকে দাঁড়াল। বিছানায় কেউ শুয়ে আছে না? হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু এত এলোমেলো কেন বিছানা? সাদা-চাদর এত লাল কেন? দ্বিধাগ্রস্তের মত এক পা এক পা করে এগোল রানা। থেমে পড়ল দোরগোড়ায়

এসে। দম নেয়ার কথা ভুলে গেছে, চোখ বিস্ফারিত।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে ডানে-বাঁয়ে। এ হতে পারে না, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। হ্যাঁ, ঠিক তাই। নিশ্চয়ই...। স্থির হয়ে গেল ও। হাঁটুর জোর কমে এসেছে হঠাৎ করে, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। মাতালের মত টলতে টলতে আরও কয়েক পা এগোল, খাটের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কেসির দিকে। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখে মনে মনে কুঁকড়ে গেছে।

জবাই করে চিরদিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে মেয়েটিকে। থুতনির ঠিক নিচে পুরো গলা বিশ্রীভাবে দু'ফাঁক হয়ে আছে। রক্তে বালিশ-চাদর ভিজে একাকার। ওর লম্বা চুল বড় এক প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত বিছিয়ে আছে বালিশের ওপর। বুকের ওপর দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে বাঁধা। চোখ আধখোলা। পরনে কিছুই নেই। কিছুতেই রানার বিশ্বাস হলো না এ সেই মেয়ে, সেই কেসি, আজই যার বিয়ে হয়েছে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

হঠাৎ এক ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো ও। দেখেই বোঝা যায় কেসি মৃত, কিন্তু তাহলে গোঙাচ্ছিল কে? ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। থমকে গেল দরজার দিকে চোখ যেতে। বড় এক পাল্লার দরজার আড়ালে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে টম হ্যারিসন। নিথর। কার্পেটের অনেকখানি ভেজা ওখানটায়। কাছে গিয়ে চট্ করে বসে পড়ল ও, পালস্ পরীক্ষা করল তার।

আছে! এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু পাল্‌স্ খুব ধীর। টমের আঘাত খুঁজতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় ওকে চমকে দিয়ে আবার টেলিফোন বেজে উঠল। কেসির মাথার পাশে বেডসাইড টেবিলে রয়েছে ওটা। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলল।

'ওফ্!' অ্যান্ডি রবার্টসের গলা চিনতে অসুবিধে হলো না। 'গড! বিয়ে দুনিয়াতে তোমরাই করেছ, বস্। এক ঘণ্টা থেকে...'

'রবার্টস, আমি মাসুদ রানা,' গলা স্বাভাবিক রাখার মরিয়া চেষ্টার ফাঁকে কোনমতে বলল ও। 'আপনি জল্‌দি আসুন। পুলিস

আর অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে...'

'হোয়াট, কেন!'

'প্রশ্ন পরে। আগে আসুন, টমের অবস্থা খুব খারাপ।' ফোন রেখে ফিরে এল রানা, টমের চোখের পাতা কাঁপছে দেখে এক লাফে পাশে পৌঁছে গেল।

'টম! টম!'

অনেক কষ্টে চোখ মেলল সে, মাথা নড়ল একটু। ঘোলাটে নজর ঘুরেফিরে রানার ওপর স্থির হলো। 'কে?'

'আমি, রানা।' সাবধানে তার কোট সরাল ও। শার্টের ওপর দুটো ফুটো দেখতে পেল। একটা ফুসফুসের একটু নিচে, অন্যটা বুকের বাঁদিকে, সোজা হার্ট বরাবর। তবে পরেরটা মিস্ হয়ে গেছে। শার্টের বুক পকেটে রাখা মেটাল সিগারেট কেস ঠেকিয়ে দিয়েছে বুলেট। পকেট থেকে তোবড়ানো কেসটা বের করে অবাক হলো রানা জিনিসটা ওরই দেয়া উপহার দেখে। ওটা বুক পকেটে ছিল বলেই এখনও বেঁচে আছে টম হ্যারিসন, নইলে...। ভাবনা থামিয়ে ওর দিকে নজর দিল রানা।

'কে, টম?' প্রশ্নটা করল খুব শান্ত কণ্ঠে। এতই শান্ত কণ্ঠে যে ও নিজেই বিস্মিত হলো। 'কারা?'

'কেসি...কেসি...?'

'ও আছে,' দ্রুত বলল রানা। 'ওকে নিয়ে ভেবো না। কে এই কাজ করেছে বলো আমাকে।'

খুব ধীরে ঠোঁট চাটল টম, যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল চেহারা। 'ম-ম্যান...আর...' দম হারিয়ে হাঁপাল খানিক। '...পেরেয। ভিক্...ভিক্টরের হুড। ও...ও পালিয়ে...'

'আমি জানি,' দ্রুত বাধা দিল রানা। 'কিন্তু কি করে?'

'রেড রেনার...বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,' আবার ঠোঁট চাটল সে। 'শোনো, আমি...আমি যদি মরে যাই...তাহলে...' গলা ক্ষীণ হতে হতে প্রায় থেমেই গেল। ঝুঁকে ওর ঠোঁটের সাথে কান

ঠেকাল রানা, কথা শেষ করার জন্যে বারবার অনুনয় করতে লাগল। কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে মুখ খুলল টম, বিড় বিড় করে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করেই আবার জ্ঞান হারাল।

একই মুহূর্তে দূর থেকে কয়েকটা সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। মেঝেতে বসে পড়ল রানা, বন্ধুর পালস্ ধরে অপেক্ষায় থাকল। অ্যাম্বুলেন্স ও প্যারামেডিকরা পৌঁছল আগে, তারপর পুলিস নিয়ে রবার্টস। টমকে স্ট্রেচারে তুলতে অনেক সময় লেগে গেল। প্রচুর রক্ত হারিয়ে প্রায় রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিল ও, নাড়াচাড়া করার আগে তাই পুরো এক ব্যাগ দিয়ে নিতে হলো।

'আপাতত ভয়ের কিছু নেই,' কাজের ফাঁকে ওদের আশ্বস্ত করল সিনিয়র মেডিক। 'দেখে যতটা মনে হয়, আঘাত তত গুরুতর নয়। সমস্যা হয়েছে বেশি রক্ত ড্রেন হয়ে গেছে বলে। আশা করা যায় পরিস্থিতি আর খারাপ হবে না। দ্রুত সেরে উঠবেন ভদ্রলোক, নো ডাউট।'

অজ্ঞান টমকে হসপিটালে পাঠিয়ে কেসির মৃতদেহ নিয়ে পড়ল পুলিস ক্যাপ্টেন। প্রথমে প্রচুর ছবি তোলা হলো লাশের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, তারপর এক স্কোয়াড সীন-অভ-ক্রাইম প্রিন্ট খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারা বেডরুমে পাউডার ছড়াতে শুরু করল।

লেদার জ্যাকেট পরা মাঝবয়সী, স্মার্ট চেহারার পুলিস ক্যাপ্টেন চারদিকে তাকাচ্ছে আর থেকে থেকে একই কথা বলছে, 'নিশ্চয়ই এর পিছনে ভিক্টর ইমানুয়েলের হাত আছে। কোন সন্দেহ নেই।'

রুমের এক কোণে গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়ে থাকা রানা ও রবার্টসের দিকে তাকাল লোকটা। পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'আপনি নিজে থেকেই এসেছিলেন?' রানাকে প্রশ্ন করল সে।

মাথা নাড়ল ও। বলল, 'পার্টি সেরে ফেরার পথে সানসেট দেখতে গিয়েছিলাম সী বীচে। ওখানে আধ ঘণ্টামত ছিলাম,

তারপর...' থেমে অন্যমনস্কের মত ভুরু চুলকাল রানা। খেই হারিয়ে ফেলেছে। 'তারপর হোটেলে ফিরেই ভিক্টরের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রবার্টসের মেসেজ পাই। আমি ফেরার মিনিট দুই আগে ওটা রিসিভ করে ডেস্ক।'

'হ্যাঁ,' রবার্টস বলল। 'টমের সাড়া না পেয়ে আপনার ওখানে ফোন করি আমি। ডেস্ক ক্লার্ককে মেসেজ দিয়ে আবার এখানে করি। অলমোস্ট এক ঘণ্টা ধরে থেমে থেমে চেষ্টা করেও পাইনি লাইন। ভাবলাম...' থেমে গেল সে শ্রাগ করে। একটু পর আবার বলল, 'কে ভেবেছিল এদিকে এই চলছে!'

'ভিক্টর পালাল কি করে?' জানতে চাইল রানা।

'ওর সাঙ্গপাঙ্গরা রেসকিউ অপারেশন চালিয়ে পথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওকে,' জবাব দিল ক্যাপ্টেন। 'ভেরি ওয়েলমাউন্টেড অপারেশন।'

রবার্টস মাথা দোলাল। 'ভিক্টরের ট্রান্সফারের ব্যাপারে আমাদের যে অফিসার চার্জে ছিল, তাকেও ধরে নিয়ে গেছে ওরা। তার নাম রেড রেনার। ভয় হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে তার লাশ পৌঁছবে বডিব্যাগে করে। নয়তো আসবে মুক্তিপণের দাবি।'

রানা একবার তাকাল তার দিকে, কিছু বলল না। লাশ মর্গে পাঠানোর আয়োজন করতে করতে রাত দশটা বেজে গেল। বাড়ির পাহারায় গার্ড রেখে ক্যাপ্টেনও বিদেয় নিল ওটার সাথে। কিন্তু রানার মধ্যে ফেরার কোন গরজ দেখা গেল না। কি যেন ভাবছে ও। সিগারেট টেনে চলেছে একটার পর একটা। পায়চারি করছে।

আচমকা থেমে দাঁড়াল ও। চোখ কুঁচকে রবার্টসকে দেখল অন্যমনস্কের মত। 'এখানে বড় কোন অ্যাকুয়ারিয়াম আছে কি না জানেন, হোয়াইট শার্ক পোষা হয় যেখানে?'

ধীরে ধীরে চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার। 'কেন? হঠাৎ...?'

'ওটার মালিক কে বলুন তো? জায়গাটা কোথায়?'

'মালিকের নাম জানি না, তবে...হেই, ওয়েট আ মিনিট! জানি

জানি, মালিকের নাম ফিলিপ ইস্টউড। সে তো বিরাট বড়লোক, মাল্টি বিলিওনিয়ার। কিন্তু হঠাৎ সে প্রসঙ্গ কেন, মিস্টার রানা?'

কানেই ঢুকল না ওর। 'জায়গাটা কোথায়?'

'শহরের বাইরে। সাগরের তীরে। কি যেন নাম? ওশন...ওশন একজোটিকা, খুব সম্ভব। বিরাট ওয়্যারহাউস, সাগরপথে আসা-যাওয়ারও পথ আছে। অনেক ধরনের সামুদ্রিক মাছের ব্যবসা ওদের। শুনেছি ফিশ ফ্যাটেনিং প্ল্যান্টও আছে।'

'সাগরপথে আসা-যাওয়া করা যায়?'

'হ্যাঁ। অ্যাকুয়ারিয়াম প্ল্যান্ট মেইনলি সাগরেই, জেটি আছে বোটে যাওয়া-আসার জন্যে।' কিছু ভাবল অ্যান্ডি রবার্টস। 'হয়তো বিল্ডিঙের নিচে বড় কোন অ্যাকুয়ারিয়াম থাকতেও পারে ওদের। ওর মধ্যে শার্ক পোষা অসম্ভব নয়। কিন্তু...?'

'ওটার মালিক এই ঘটনার সাথে জড়িত,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। হাত নেড়ে টম-কেসির ব্যাপারটা বোঝাতে চাইল। 'আর আপনাদের রেড রেনার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

চমকে উঠল রবার্টস, 'হোয়াট! কি বললেন?'

'আমি নই, টম বলেছে।'

উজবুকের মত চেহারা করে তাকিয়ে থাকল টমের সহকারী, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। চেহারায় রাজ্যের দ্বিধা।

'পেরেয আর ম্যান নামে দু'জন ছিল দলে,' বলে চলল ও। 'টমকে গুলি করেছে পেরেয। দুটো গুলি করে ও মরে গেছে ভেবে ফেলে রেখেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ অজ্ঞান ছিল টম, একটু পর জ্ঞান ফিরতে ওদের দুজনের কিছু কথাবার্তা শুনে ফেলে।'

রাগে চেহারা টকটকে লাল হয়ে উঠল রবার্টসের। 'তারপর?'

'টমকে গুলি করায় ম্যান অসন্তুষ্ট ছিল পেরেযের ওপর, তার ইচ্ছে ছিল ওকে ধরে নিয়ে হোয়াইট শার্কের মুখে ফেলবে। এই নিয়ে সামান্য মনোমালিন্য হয় দু'জনের। রেডের প্রসঙ্গ তুলেছে পেরেয। কনভয় কোন্ রুটে যাবে, সে সময়মত না জানালে

ভিক্টরকে উদ্ধার করা ওদের পক্ষে সম্ভব হত না বলছিল লোকটা। এজন্যে রেডকে উপযুক্ত পুরস্কার দেবে ভিক্টর, তাও বলেছে সে। টম প্রাণের ভয়ে নড়াচড়া করেনি, তবে ওদের প্রায় সব কথাই শুনতে পেয়েছে।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে সশব্দে শ্বাস টানল রবার্টস। 'কুত্তার বাচ্চা! শেষ পর্যন্ত রেড!' একটু থামল। 'কেসিকে যে রেপ করা হয়েছে, টম জানে সে কথা?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। আরেকটা সিগারেট ধরাল। রবার্টস চুপ, জুতোর ডগা দিয়ে কার্পেটে তাল ঠুকছে। ঠোঁট কামড়াচ্ছে ঘন ঘন। 'এসব কথা পুলিসকে জানাননি আপনি, তার মানে নিজস্ব কোন প্ল্যান আছে আপনার?'

'আছে।'

'সেটা কি জানতে পারি?'

বলল রানা, তবে পুরোটা নয়। পছন্দ হলো যুবকের। 'অলরাইট, আমিও যাব আপনার সাথে।' ওকে দ্বিধা করতে দেখে আবার বলল, 'আপনার কাজ সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি চীফের মুখে, অনেক প্রশংসা শুনেছি। আজ যখন সুযোগ এসেই পড়ল, আমি তা হারাতে রাজি নই, মিস্টার রানা। প্লীজ, আপনি আপত্তি করবেন না। আর করলেও কাজ হবে না, আমি যাবই।'

রাজি হলো ও। 'অলরাইট। তবে একটা শর্ত আছে।'

'অফকোর্স, বলুন।'

'আমার নির্দেশের বাইরে এক পা-ও ফেলা চলবে না, যা বলব বিনা প্রশ্নে করে যেতে হবে।'

'ডান।'

'ওকে, এখানে থাকুন,' বেডসাইড টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে সিধে হলো মাসুদ রানা। 'গার্ডরা কেউ এলে ঠেকাবেন, আমি টমের স্টাডি থেকে ঘুরে আসছি।'

'কে...ও, সরি। ভুল হয়ে গেছে।'

ঘুরে দাঁড়াল ও, বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল। করিডর ধরে বাম দিকে দশ পা গেলেই স্টাডি, ভেতরে ঢুকে জানালার পর্দা সব টানা আছে কিনা দেখে নিল ও। খোলা দরজা দিয়ে ঢোকা করিডরের আলোয় টমের ডেস্ক ল্যাম্প জ্বেলে লাগিয়ে দিল দরজা। বসে পড়ল এসে টমের চেয়ারে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই চেয়ারে বসা ছিল টম হ্যারিসন, নিজের বিয়ের আনন্দ উৎসব থেকে সরে এসে বিচ্ছিন্ন এই রুমে অফিসের কাজে মগ্ন ছিল, তখন আর এখন – মাঝে কী ভীষণ ফারাক, ভাবতে গিয়ে বুকের মধ্যে টন্‌টনে বেদনা অনুভব করল রানা। বাঁচবে তো ও? কেসি সম্পর্কে সত্যি কথাটা যখন জানবে, কি অবস্থা হবে তখন?

কেসির বাঁধানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ঝলমলে একটা কালো গোলাপ হাসছে যেন। কী সুন্দর, নিষ্পাপ হাসি। হঠাৎ চোখ কুঁচকে উঠল ওর, ছবিটা একটু বেশি পিছনে সরিয়ে রাখা হয়েছে মনে হচ্ছে না? দুপুরে তো এত পিছনে ছিল না! কে সরাল, টম? পরে কি ও আবার এসেছিল এ রুমে? কই, নাহ্। পার্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিচেই তো ছিল।

ফ্রেমটা একপাশে সরাল রানা। নিশ্চিন্ত হলো ডিস্কটা জায়গায় আছে দেখে। খুঁতখুঁতে একটা অনুভূতি অবশ্য রয়েই গেল। আর কেউ দেখেছে ওটা? ভাবছে, ওটায় কি তথ্য জমা রেখেছে টম, জেনে গেছে? অসম্ভব নয়, একেবারে হাতের কাছেই ছিল ওটা। তাছাড়া ফ্রেমটা...। কেসির চোখে চোখ রাখল। নিজের টকটকে লাল ল্যান্সিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে ও।

ছেলেমানুষী হাসি। মাথা একদিকে কাত হয়ে আছে সামান্য। এক হাত ভাঁজ করে গাড়ির ছাতে রেখে এক পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। রয়্যাল ব্লু স্কার্ট আর পিঙ্ক ব্লাউজে অদ্ভুত মানিয়েছে ওকে। চোখ বুজল রানা। অতীত ভুলে বর্তমান নিয়ে কাজ শুরু করার জন্যে প্রস্তুত করল নিজেকে। কিন্তু জবাই হওয়া কেসি আর

গুলিবিদ্ধ টমের শেষ মুহূর্তের ছবি ওলট-পালট করে দিচ্ছে সব।

নিজেকে কঠোর হাতে শাসন করল ও, ডিস্কটা দ্রুত ভরে দিল কম্পিউটরের এক্সটার্নাল ডাইভে। এক মুহূর্ত পর ডিস্কের আইকন উঠে এসে থার্ডড্রাইভ আইকনের সাথে ঠেকল, মাউসে রানার দুটো চাপ পড়তে পর্দায় রূপ নিতে শুরু করল টম হ্যারিসনের 'ব্যাকআপ স্টোরি'। অল্পক্ষণের জন্যে কালো হয়েই ধূসর রঙ ফুটল পর্দায়, হার্ডড্রাইভের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ডিস্কে জমা করে রাখা অজস্র ডাটা ফ্ল্যাশ করল।

বেশ কয়েকটা ফাইলের তালিকা দেখা দিল প্রথমে, খুদে ফোল্ডার আইকন দিয়ে ঘেরা প্রতিটা। নামও আছে সবকটার। ওগুলো এরকম: ভিক্টর: ইউএস অ্যাসেটস; ভিক্টর: নাসাউ, ইসথুমস সিটি অ্যান্ড সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস্; ভিক্টর: বাহামা অ্যাসেটস্; এবং সবশেষে, ভিক্টর ইনফর্ম্যান্ট্স্।

শেষ ফাইলটা ওপেন করল রানা, এক সারিতে আটটা নাম ফুটল। তার সাতটার পাশেই বড় করে লেখা: ডিসীজড্। কেবল শেষ নামটার পাশের জায়গা খালি। ওটা পড়ল রানা: লেক্সিংটন কন্ট্যাক্ট–টি. এস. শেভলিন। পরবর্তী সাক্ষাৎ ২১.০০ ঘণ্টা, বৃহস্পতিবার, ব্যারেলহেড, বিমিনি, ওয়েস্ট আইল্যান্ড।

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা, যেন বুঝতে পেরেছে নির্দিষ্ট দিনে ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে ব্যারেলহেড সেলুনে। এ-ও বুঝল, এই ডিস্কের কোন তথ্যই ভিক্টরের লোকেদের অজানা নেই। সব জেনে গেছে ওরা। এবং সন্দেহ নেই, টি. এস. শেভলিন কে, তা জানার জন্যে ওরাও বৃহস্পতিবার হাজির থাকবে জায়গামত। কয়েক সেকেন্ড পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল ও, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বিমিনি যাওয়ার। পরশু বৃহস্পতিবার।

সময়মত টম হ্যারিসনের জায়গায় ও যাবে শেভলিনের সাথে দেখা করতে। দেখা যাক্, সে আসে কি না। ডিস্কটা পকেটে ভরতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু ভরল না শেষ পর্যন্ত। তার বদলে হার্ডডিস্ক

চেক্ করল, দেখা গেল একই তথ্য ওখানেও আছে। অর্থাৎ ব্যাক আপ ডিস্ক সরানো আর না সরানো দুই-ই সমান। ভিক্টরের লোকেরা তথ্যগুলো যদি এখনও না পেয়ে থাকে। হার্ডডিস্কে ট্রাই করলেই পেয়ে যাবে। ওটা ইরেজ করার অ্যাকসেস কোড জানা নেই রানার, অতএব ওগুলো থেকেই যাচ্ছে মেমোরি ব্যাঙ্কে। শুধু ডিস্ক সরিয়ে লাভ নেই।

তাছাড়া রানার স্থির বিশ্বাস, ওরা জেনেই গেছে সব। ওরা আর যাই হোক, প্রফেশনাল। এসব ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

জিনিসটা জায়গায় রেখে সেট অফ করল ও, কেসির ছবি রুমাল দিয়ে যত্ন করে মুছে জায়গামত রেখে উঠে পড়ল। বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে বেরিয়ে এল আলো নিভিয়ে। ওকে দেখতে পেয়ে মাঝসিঁড়ি পর্যন্ত উঠল অ্যান্ডি রবার্টস, চেহারা দেখে বোঝা যায় মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন আর কৌতূহল জমে আছে।

তবে সামলে নিতে পারল শেষ পর্যন্ত। কিছু জানতে চাইল না। শুধু বলল, 'এখন কি যাব আমরা?'

'হ্যাঁ।'

'একটা খবর আছে।' রানাকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে শ্রাগ করল সে। 'ভিক্টরের বান্ধবীকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে হসপিটাল থেকে।'

'কখন?'

'রাত ন'টার দিকে। অফিসে ফোন করেছিলাম কোন ডেভেলপমেন্টের খবর আছে কি না জানতে, ওরা বলল। মেয়েটার "আপন ভাই" এসেছিল ওকে নিতে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। '"আপন ভাই"?'

'হসপিটাল লোকটার যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে মনে হয় লুইজি।'

লোকটার নার্ভের প্রশংসা না করে পারল না ও। এখানে এতবড় কাণ্ড ঘটিয়ে হসপিটাল থেকে পুলিসের ভর্তি করা রোগীকে

ভুল পরিচয় দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া, চাট্টিখানি কথা নয়। 'যাক্। চলুন, টমের কি অবস্থা দেখে আসি।'

রবার্টসের গাড়িতে কী ওয়েস্ট ন্যাশনাল হসপিটালে পৌঁছল ওরা। জায়গাটা শহরের মাঝখানে, ম্যালোরি স্কয়ারে। তার একটু আগে সফল অপারেশন শেষে থিয়েটার থেকে বের করা হয়েছে টম হ্যারিসনকে। জানা গেল আর ভয়ের কিছু নেই, দ্রুত সেরে উঠবে ও। তবে আপাতত কয়েকদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে নিরাপত্তার খাতিরে। নইলে কেসির কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ভুগতে পারে টম, ক্ষতি হতে পারে।

ওখানে কিছু সময় কাটাল রানা, তারপর বেরিয়ে এল। আসল কাজে হাত দেয়ার সময় হয়েছে।

শহরের মাইল দুয়েক দূরে, কী-র নির্জন পুবতীরে দাঁড়িয়ে আছে ওশন একজোটিকা ওয়্যারহাউস। একটাই রাস্তা আছে ওটায় পৌঁছার, মেইন গেট থেকে আধ কিলোমিটার পর্যন্ত একদম সোজা। ওয়াচার থাকলে তার চোখ এড়িয়ে কাছে যাওয়ার উপায় নেই কারও।

তবে রাত বলে কিছুটা সুবিধে পাওয়া গেল। হেডলাইট অফ রেখে যতটা সম্ভব কাছে এসে গাড়ি দাঁড় করাল রবার্টস্। মাসুদ রানা নাইট ভিশনের সাহায্যে আরও আগে থেকেই নজর রেখে আসছে ওয়্যারহাউসের ওপর। বেশ গরম পড়েছে, নির্মেঘ আকাশ। ঘামে ভিজে গেছে গা।

কিছুক্ষণের মধ্যে বড় এক অসামঞ্জস্য চোখে পড়ল ওর। দূর থেকে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল ওটা ক্ল্যাপবোর্ড স্টাইলে তৈরি, এবং অনেক পুরানো, প্রায় পড়ো পড়ো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো। পাথরের তৈরি বিশাল এক দোতলা ভবন ওটা। সামনের দিকে ক্ল্যাপবোর্ডের এক ক্যামোফ্লেজড ওভারল খাড়া করে আসল চেহারা ঢেকে রাখা হয়েছে কৌতূহলী পর্যটক বা অবাঞ্ছিত

দর্শকদের নিরুৎসাহিত করার জন্যে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটা, মেইন গেট থেকে ওয়্যারহাউসের দূরত্ব পঞ্চাশ গজের মত। ভবনের বেশিরভাগটা ঝুলে আছে সাগরের ওপর। পিছনদিকে একটা দীর্ঘ জেটির মাথা দেখা যায়। গার্ড রেইল আছে দু'দিকে। সামনে, ওয়্যারহাউসের একমাত্র প্রবেশ পথের পাশে সাঁটা আছে পেতলের প্লেক, ওতে লেখা ওশন একজোটিকা ইনক।

গ্লাস নামাতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ চোখের কোণে আবছামত একটা নড়াচড়া দেখে থেমে গেল। ঘুরল সেদিকে। এক সশস্ত্র গার্ড বেরিয়ে এল ওয়্যারহাউসের আড়াল থেকে। কাঁধে শটগান, হাতে ধরা চামড়ার বেল্ট। তার মাথায় বাঁধা আছে ভয়ঙ্করদর্শন এক ডোবারম্যান পিনশার। বুক পর্যন্ত জিভ ঝুলিয়ে হাঁপাচ্ছে ওটা, গায়ের রঙ যা-ই হোক, গাঢ়। ওটার ছোঁক-ছোঁক দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল রানার। গার্ড হাঁটছে না, কুকুরের টান খেয়ে ছুটছে। একমুহূর্তের জন্যেও তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না ওটা।

একটু পর আরও এক গার্ড বেরিয়ে এল অন্যদিক থেকে। এর হাতেও একই মাল। এটা প্রথমটার চেয়েও বড়।

'কি দেখছেন এত?' রবার্টস প্রশ্ন করল।

'ভেতরে যাওয়ার উপায় খুঁজছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে সামনে দিয়ে ঢোকা কঠিন হবে।'

'কেন?'

'আর্মড় গার্ড আছে,' গ্লাস নামাল ও। 'কুকুরও আছে।'

'হুঁম! তাহলে তো কাবাবে হাড্ডিও আছে,' গম্ভীর গলায় বলল রবার্টস। 'ওকে, সামনে দিয়ে না হলে নেই, পিছন দিয়ে ঢুকব। আমার ডিঙি আছে। পিছন দিয়ে একবার ট্রাই করে...'

'কতদূর থেকে যাত্রা করতে হবে?' প্রশ্ন করল রানা। 'জেটির কাছে পৌছতে কত সময় লাগতে পারে?'

'আধঘণ্টার মত লাগবে, হয়তো।'

পুরো এক মিনিট মাথা খাটাল রানা। 'ঠিক আছে, তাই সই। ভোরের দিকে ঢুকব তাহলে।'

'ভোরের দিকে?'

'ঠিক চারটেয় জেটির কাছে পৌঁছতে চাই আমি, কাজেই সেই হিসেব করে রওনা হতে হবে। চারটা ভাল স্ট্র্যাটেজিক টাইম, গার্ড যত কড়া হোক, ওই সময় সবাই অসতর্ক থাকবে।'

'অলরাইট, তাহলে তিনটেয় রওনা হব আমরা,' রবার্টস মাথা ঝাঁকাল। 'বাড়তি কিছু সময় হাতে রাখা ভাল।'

'ওকে।'

গাড়ি ঘোরাল সে, সামনের পার্কিং লাইট জ্বেলে রওনা হয়ে গেল শহরের দিকে।

চার

এঞ্জিনের সাহায্য ছাড়া জায়গামত পৌঁছতে পুরো এক ঘণ্টা লাগল। জেটির এক লাল ওয়ার্নিং লাইটের ওপর নজর রেখে ডিঙি বেয়ে এল ওরা, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল জেটির তলায়। ইয়া মোটা মোটা লগের ওপর ভর দিয়ে সাগরের দিকে দেড়শো গজের মত গিয়ে শেষ হয়েছে ওটা। দেখলেই বোঝা যায় যথেষ্ট মজবুত। জেটি এবং ওয়্যারহাউস, দুটোই।

প্রকাণ্ড সব কংক্রিট পাইলের ওপর ভর দিয়ে আছে ভবনের পিছনটা, তলা আর পানির মধ্যে বেশ কয়েক ফুট ফাঁকা। তার মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা, পঞ্চাশ-ষাট গজ এগোতে সামনে একটা

ঝুলদেয়াল দেখে থেমে পড়ল। ভবনের ফ্লোর থেকে সীবেড পর্যন্ত নেমে গেছে ওটা। নির্দিষ্ট ব্যবধানে কয়েকটা গোল ফাঁক আছে দেয়ালের গায়ে; টানেলের মত রাস্তা, সোজা ওয়্যারহাউসের মাঝ বরাবর গিয়ে শেষ হয়েছে। ধীরগতিতে বোট বাইতে লাগল রানা ও রবার্টস, অন্ধকারে ভূতের মত নিঃশব্দে পুরো এক চক্কর ঘুরল বিল্ডিঙের তলায়।

তারপর বোট বাঁধার উপযুক্ত এক জায়গা দেখে থামল। জায়গাটা নিচু, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই। একটা ফাঁকের মুখে কয়েকটা পুরানো টায়ার বাঁধা দেখে তার সাথে বোট বাঁধল রানা। ওগুলো যে বোট ডকিং ফেন্ডার, দেখেই বোঝা যায়। কোন পথে ভেতরে ঢুকবে ভাবছে রানা, এমনসময় বিনা নোটিসে ওদের বাঁ দিকের কয়েকটা টায়ার নড়েচড়ে উঠল, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত নৌযান।

দেখতে অনেকটা হাঙরের মত, প্লেক্সি গ্লাস ডোমওয়ালা আন্ডারওয়াটার স্লেজ। ভেতর থেকে আলো এসে পড়ায় ওটার মধ্যে বসা তিনটে কাঠামো দেখতে পেল রানা। স্লেজের নাম সীহর্স। বেরিয়ে এসেই ডুব দিল ওটা, চলে গেল। ওয়্যারহাউসের ভেতর দুটো গলা শোনা গেল, ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। মিলিয়ে গেল একসময়।

তবু পুরো নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর বাঁধন খুলে রবার্টসকে বোট বেয়ে এগোতে নির্দেশ দিল। যেখান দিয়ে স্লেজ বেরিয়েছে, সেখান দিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা। ভেতরে চওড়া টানেল, আলো জ্বলছে। দু'দিকে খাড়া দেয়াল, ওঠার জন্যে স্টীলের মই ফিট্ করা আছে তার সাথে। ওটার মাথা কত উঁচুতে, দেখা গেল না। মইয়ের গোড়ায় বোট থামাল রবার্টস।

নিজের অটোম্যাটিক চেক করে নিল মাসুদ রানা – সামনের দিকে, বেল্টের মধ্যে গুঁজে নিল। ওর সঙ্গীও তাই করল। মই

বেয়ে উঠতে শুরু করল একসাথে। ওদের বাঁ দিকে মোটা তারের একটা খাঁচা। ওটার কতখানি পানির নিচে বোঝার উপায় নেই, তবে ওপরের অংশ দেখে বোঝা যায় সব মিলিয়ে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ ফুট হবে। কিসের খাঁচা ওটা? ভাবল রানা অস্বস্তির সাথে।

হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল মই, ছোট এক প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়াল ওরা। আরেকটা খাটো মই আছে এখানে, বারো কি পনেরো ফুট ওপরের এক বন্ধ ট্র্যাপডোর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। ওটা যেন বন্ধ না থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করল রানা। আচমকা নেটের ওপর ভারী কিছু একটা আছড়ে পড়তে চমকে উঠে ঘুরে তাকাল দু'জনেই। পরমুহূর্তে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে তিনসারি ক্ষুরধার দাঁত দেখে।

মইয়ের সাথে সেঁটে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকল ওরা সম্মোহিতের মত। প্রকাণ্ড এক হাঙর ওটা, হোয়াইট শার্ক। বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দানব, পিছিয়ে গিয়ে ফের ছুটে এল, আছড়ে পড়ল নেটের দেয়ালে। দুলে উঠল পুরো দেয়াল।

'সর্বনাশ!' রবার্টস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠল। 'এ তো দেখছি আস্ত এক রাক্ষস।'

দ্রুত বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে ট্র্যাপডোরের নিচে থামল রানা, মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে ঠেলা দিল। নীরবে খুলে গেল ওটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওপরে উঠে পড়ল দু'জন। ওদের চারদিকে ওয়্যারহাউসের বিস্তৃত এলাকা। সামনে আর ডানে স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বড় কয়েকটা ট্যাঙ্ক দেখল রানা। বাঁদিকে পুকুরের মত বাঁধানো এক হারবার, পনেরো স্কয়্যার ফুট হবে, ওপরটা পুরু স্টীলের নেট দিয়ে ঢাকা।

ট্যাঙ্কের ঠিক মাঝখানে বড় একটা হিঞ্জড্ ট্র্যাপডোর আছে। ওপর দিয়ে হাঁটা চলার জন্যে আছে ওয়াকওয়ে। হাঙর যে ট্যাঙ্কে দেখেছে রানা, সেটা আরেকটু বাঁয়ে। সামনে যে ট্যাঙ্কগুলো, কিনারা উঁচু ওগুলোর, মই বেয়ে উঠতে হয়। ওগুলোর ওপরেও

টানা ওয়াকওয়ে আছে।

মানুষজনের সাড়া নেই ভেতরে। কথাবার্তার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। চোখ কুঁচকে ডানদিকের দুই ট্যাঙ্কের দিকে তাকাল রানা। কি আছে ওগুলোয়? আরও হাঙর? হোয়াইট শার্ক?

মৃদু গুঞ্জন শুনে এদিক-ওদিক তাকাতে কোণ আকৃতির রোবটের মত অদ্ভুত এক যন্ত্র চোখে পড়ল ওর। বাঁ দিকের ট্যাঙ্কগুলোর ওপাশে। অনেকগুলো টিউব বেরিয়ে আছে ওটা থেকে, একেকটা ট্যাঙ্কের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে ওগুলো। রোবটটা নিশ্চই খাবারের ট্যাঙ্ক, ভাবল ও, বিদ্যুৎচালিত। গুন গুন শব্দে ট্যাঙ্কে খাবার পাঠাচ্ছে পাইপের সাহায্যে।

রবার্টসকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। ফুট দশেক উঁচু, প্রশস্ত আরেক স্টীল ট্যাঙ্কের সাথে যোগ আছে রোবটের, খুব সম্ভব ওটা খাবারের ট্যাঙ্ক। চার বাই চার এক স্লাইডিঙ ড্রয়ারও আছে ওটার গায়ে। ড্রয়ারের পাশে খুদে লাল লাইট জ্বলছে। তার নিচে অন/অফ লেখা একটা সুইচ। ওপরে আছে ভেন্টিলেশন গ্রিল। ওর ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা। দেখা গেল না কিছু।

বুড়ো আঙুল দিয়ে চট্ করে সুইচ টিপে দিল, ভেতরে কোথাও ফ্যানবেল্ট ঘোরার আওয়াজ উঠল, সড়সড় করে বেরিয়ে এল ড্রয়ারটা। ঘৃণায় শিউরে উঠল রানা ভেতরের জিনিসগুলো দেখে। সাদা ম্যাগট! লারভা জাতীয় ছোট কৃমির মত লক্ষ কোটি ম্যাগট কিল্‌বিল্‌ করছে ভেতরে। এত ম্যাগট যে চার ফুট উঁচু ড্রয়ারের কিনারা প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে। ভেতরে ড্রয়ারের দৈর্ঘ্য কত আল্লা মালুম।

আরেকবার শিউরে উঠে ড্রয়ার বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল ও, কি ভেবে থেমে গেল। চেহারা বিকৃত করে আরেকদিকে তাকাল, সড়াৎ করে বাঁ হাত ভরে দিল ওর মধ্যে। চোখ বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রবার্টস, নাক কোঁচকাল। 'আমি ওদিক

থেকে ঘুরে আসি,' ওয়্যারহাউসের আরেকদিক দেখাল সে।

মাথা নেড়ে মত দিল ও। মিনিট খানেক হাতড়াল ড্রয়ারের মেঝে। হাতে কিছু একটা ঠেকতে থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে, একটানে জিনিসটা তুলে ফেলল। ওয়াটারপ্রুফ প্লাস্টিক ব্যাগ ওটা, বেশ বড়। ভেতরটা সাদা পাউডারে ঠাসা। চোখ কুঁচকে জিনিসটা দেখল ও। কি হতে পারে? হেরোইন?

না সূচক মাথা নাড়ল রানা। 'কোকেইন খুব সম্ভব,' বলল আপনমনে।

ব্যাগটা রেখে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সময় হলো না, দেরি হয়ে গেছে। পিছন থেকে মোটা গলা ভেসে এল, 'জানের মায়া থাকলে নোড়ো না, বন্ধু। একদম স্টিল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।'

ব্যাগ ছেড়ে দিল ও, কিন্তু নড়তে ভরসা হলো না। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল বেকায়দা ভঙ্গিতে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। ঠিক তখনই কোমরে টান পড়ল, পিছন থেকে ওর ওয়ালথার বের করে নিল একটা হাত। দু'পা পিছাল হাতের মালিক। ইউনিফর্ম পরা এক গার্ড, এক হাতে শটগান ধরে আছে ওর দিকে, অন্য হাতে ওয়ালথার। মাঝের দূরত্ব হিসেব করে নিল রানা। 'হাতটা তুলতে পারি?'

মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'হ্যাঁ, কিন্তু খুব ধীরে।'

তাই করল ও, বুকের ধড়ফড়ানি অগ্রাহ্য করে একমুঠো ম্যাগট তুলে আস্তে আস্তে সিধে হলো, তারপর বিদ্যুৎগতিতে কাঁধের ওপর দিয়ে ওগুলো ছুঁড়ে মারল লোকটার চোখেমুখে। যথেষ্ট চটপটে মানুষ গার্ড, কিন্তু ওর মত অভিজ্ঞতা আর উপযুক্ত সময়ে ট্যাকটিক্যাল মুভ করার মত পর্যাপ্ত ট্রেনিং, কোনটাই তার নেই বলে মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে চট্‌চটে জিনিসগুলোর স্পর্শে। ঘৃণায় চেঁচিয়ে উঠল।

ওই একটা মুহূর্তই রানার প্রয়োজন ছিল, ঘুরে দাঁড়াবার ফাঁকে ধাঁই করে ডান পা চালাল ও। লাথিটা পড়ল ঠিক তার শটগান

ধরা হাতের কনুইয়ের ওপর, উড়ে গেল ওটা। কিন্তু মাটিতে পড়ার সময় পেল না, তার আগেই দু'হাতে লোকটার কব্জি সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল ও, হ্যাঁচকা টান দিল নিজের দিকে। টানের চোটে ঘিলু নড়ে গেল লোকটার, মাসলের চাপে মুহূর্তের জন্যে সাবক্লেভিয়ান আর্টারির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জুগুলার ভেইনের রক্ত চলাচল থেমে পড়ল। ফল যা হওয়ার তাই হলো–পলকের জন্যে সম্পূর্ণ আঁধার হয়ে গেল গার্ডের পৃথিবী। পিস্তলও ছুটে গেল।

সুযোগটা ষোলো আনা কাজে লাগাল ও, এক হাতে কলার, অন্যহাতে কোমরের বেল্ট ধরে তুলে ফেলল লোকটাকে, জোর এক দোল দিয়ে ছুঁড়ে মারল ড্রয়ারের দিকে। উড়ে গিয়ে ধপাস্ করে আছড়ে পড়ল সে থকথকে কাদার মত ম্যাগটের কিলবিল করতে থাকা স্তূপের মধ্যে। আছাড় খাওয়ামাত্র হুঁশ ফিরল গার্ডের, কিসের মধ্যে পড়েছে বুঝতে পেরে আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে অন/অফ সুইচ টিপে দিল রানা, ফ্যানবেল্টের চাপা আওয়াজ উঠল, চাকার ওপর গড়াতে শুরু করল ড্রয়ার।

আবার চেঁচিয়ে উঠল গার্ড, উঠে বসার মরিয়া চেষ্টা করল, কিন্তু হলো না। লক হয়ে গেল ড্রয়ার। 'এনজয়!' ম্যাগটের পাহাড়ের উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল রানা।

ওয়ালথার কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হতে যাবে, পিছনে হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল গর্জে উঠল, গুলিটা লাগল ওর মাথার দু'ইঞ্চি ওপরে, ম্যাগটের ট্যাঙ্কের মাথায়। দু'হাতের গ্রিপে পিস্তল ধরে চরকির মত ঘুরেই গুলি করল রানা, মুহূর্তের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে আবছা এক ছায়ার ওপর চোখ পড়ল। ওপরের ওয়াকওয়ে থেকে লাফিয়ে পড়েছে রাইফেলধারী।

চট্ করে বসে পড়ল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে সবচেয়ে কাছের বড় ট্যাঙ্কের দিকে এগোল। ওটা পেরিয়ে পরেরটার আড়ালে এল, তারপর তৃতীয়টার। আবার গুলির শব্দ হলো। ঠুশ্ করে ট্যাঙ্কের

মধ্যে ঢুকে গেল বুলেট, মাছের আঁশটে গন্ধ মাখা পানি হড়হড় করে বেরুতে শুরু করল ভেতর থেকে। আবার গুলি হলো। এটা এসেছে ওপরের ওয়াকওয়ে থেকে।

দ্রুত দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের আড়ালে ফিরে এল রানা। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে। রাইফেলধারীকে দেখতে পাচ্ছে না ও, অথচ সে ওকে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে। দুশ্চিন্তার কথা, ব্যাটা কোথায়? কখন উঠল ওপরে? এরকম মুহূর্তে নিচে থাকা বিপজ্জনক, ওপরেরজনের অনুকূলে চলে যায় পরিস্থিতি। কাজেই মনস্থির করে নিল ও, কাছের মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল দ্রুত। কিছুটা উঠে থামল রানা, আরেকজোড়া পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল কাছেই। আরেক মই বেয়ে ওপরে উঠছে।

দ্রুত বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে এল রানা, ওয়ালথার বাগিয়ে বসে পড়ল সিঁড়ির মাথায়। রাইফেলধারীর ওয়াকওয়েতে উঠে আসার অপেক্ষায় আছে। মাথা নিচু। উঠে পড়ল লোকটা, ওকে কোথাও দেখতে না পেয়ে থমকাল মুহূর্তের জন্যে, তারপর রাইফেল বাগিয়ে কয়েক পা ছুটে এল ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে। তাকে আরও এগোবার সময় দিল রানা; যখন মনে হলো বিশ হাতের মধ্যে এসে পড়েছে, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল।

আঁতকে উঠল লোকটা। দৌড়ের ওপর রাইফেলের নল ঘোরাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই গুলি করল রানা। তবে যেখানে লাগাতে চেয়েছে, সেখানে লাগল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করায় পা পিছলে গিয়েছিল, তাই বুকের বদলে দুই উরুর সংযোগে বিঁধল বুলেট। ষাঁড়ের গলায় চিৎকার করে উঠল লোকটা, হাত থেকে উড়ে গেল রাইফেল।

হুড়মুড় করে সরু ওয়াকওয়ের ওপর পড়ে গেল গার্ড, গার্ড রেইলের তলা দিয়ে গড়িয়ে পড়েই যাচ্ছিল ট্যাঙ্কের মধ্যে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে খপ্ করে ওয়াকের কিনারা আঁকড়ে ধরল, দুলতে লাগল পেন্ডুলামের মত। দু'চোখে

নগ্ন আতঙ্ক। ভাঙা গলায় চ্যাঁচাচ্ছে। ওয়াকে উঠে পড়ল রানা, এক পা দু'পা করে এগোল সেদিকে। যন্ত্রণায়, ভয়ে বিকৃত মুখ তুলে ওকে দেখল গার্ড।

লোকটা দীর্ঘদেহী, যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি ভারী। বেশিক্ষণ টিকতে পারল না, বড়জোর পনেরো সেকেন্ড মত ঝুলে থাকল বহুকষ্টে, তারপর আপনাআপনি ছুটে গেল হাত। রানার চোখে চোখ রেখে ট্যাঙ্কে গিয়ে পড়ল সে আরেকটা ভয়াবহ, প্রলম্বিত চিৎকার ছেড়ে। পরক্ষণে ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়ে গেল পানিতে, বিদ্যুৎ চমকের মত আলোর ঝলক দেখা গেল কয়েকটা।

ব্যাপার টের পেতে পুরো এক মিনিট লেগে গেল রানার। ইলেকট্রিক ঈল রয়েছে ওই ট্যাঙ্কে—সাক্ষাৎ মৃত্যু। আলোড়ন শুরু হতে না হতে থেমে গেল, শান্ত হয়ে এল পানি। মানুষটার পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে সাবধানে মইয়ের কাছে ফিরে এল রানা, নেমে পড়ল। রবার্টসের খোঁজে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরকার হলো না, ওয়্যারহাউসের ও মাথা থেকে ব্যস্ত পায়ে, নিঃশব্দে ছুটে এল সে।

'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল চাপা গলায়।

'পরে বলছি। ওদিকে কি দেখলেন?'

'একটা অফিস শুধু, আর কিছু নেই। দেয়ালে কিছু বিজ্ঞাপন আছে, পড়ে মনে হলো, এরা জেনেটিক্যালি মাছ ব্রীড করে। হরমোনের সাহায্যে সেক্স অদল-বদলও করে থাকে।'

'ইন্টারেস্টিং,' মৃদু গলায় মন্তব্য করল ও। একটু ভাবল। 'কেউ নেই অফিসে?'

'নাহ্!' মাথা দোলাল রবার্টস। 'কেন?'

'আজ রাতটা এখানে থাকার কথা ছিল রেড রেনারের।'

বিস্ময় ফুটল যুবকের চেহারায়। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওকে সন্দেহের বাইরে রাখার জন্যে "অপহরণ" নাটক সাজানোর কথা, কাজ শেষ হলে কাল কোন এক সময়ে বের

হবে।'

'মাই গড! এমনটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। অফিসের সবাই ভাবছিলাম ওকে অপরহণই করা হয়েছে।'

রানা মাথা দোলাল। 'তাই তো ভাবার কথা। এবং সেই চান্সটাই নিতে যাচ্ছিল রেড রেনার।'

'ওয়েল। এবার কি?'

চারদিকে তাকাল রানা। 'এখানকার কাজ আপাতত শেষ। ইস্টউডের সাথে ভিক্টরের সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে, অতএব এখন ইস্টউডের পিছনে লাগতে হবে। তারপর ভিক্টরের।'

'আমি কি করব?'

'আন্ডারওয়াটার স্লেজটা কার নামে রেজিস্টার্ড জানার চেষ্টা করুন। আমি শিওর ওটায় করেই রেসকিউ অপারেশন চালানো হয়েছে।'

'ঠিক ধরেছ তুমি,' পিছন থেকে ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে উঠল কেউ। 'ভুল হয়নি হিসেবে। দয়া করে কেউ বাড়তি নড়াচড়া করবে না, হাত ওপরে তুলে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াও।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, নীরবে হাত তুলে ঘুরল। লোকটা আর কেউ নয়, রেড রেনার। পায়ের কাছে বড় এক ব্রীফকেস, হাতে প্রকাণ্ড .৩৭৫ ম্যাগনাম। দুই হাতে ওদের মাঝবরাবর ধরে রেখেছে সে ওটা।

'সরি, পাঙ্কস,' রবার্টসের উদ্দেশে মাথা দোলাল লোকটা। ভেবেছিলাম গা ঢাকা দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার ব্যাপারে এত কিছু জেনে গেছে এই লোক যে থাকা গেল না,' রানাকে দেখাল ম্যাগনাম নাচিয়ে। 'এত সমস্ত তথ্য-বোমা নিয়ে বেরিয়ে যেতে দিলে আমি মুশকিলে পড়ে যাব।' ক্লিন্ট ইস্টউড মার্কা হাসি দিল সে।

জবাবে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবার্টস। 'এখানে যদি কোন পাঙ্ক থাকে, সে তুমি, রেড। সামান্য টাকার...'

'দুই মিলিয়ন তোমার কাছে সামান্য হতে পারে, আমার কাছে নয়। তাছাড়া এদের সাহায্য না করে আমার উপায়ও ছিল না। সে যা হোক, ওসব তোমরা বুঝবে না। হাঁটো, ওই ট্র্যাপডোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াও,' হাঙরের ট্যাঙ্ক ইঙ্গিত করল সে। 'ঝামেলা সেরে তাড়াতাড়ি বের হতে হবে আমাকে, ভোর হতে বেশি দেরি নেই।

'এত জলদি!' পা চালাল রানা। 'আমি তো জানতাম...'

'ঠিকই জানতে তুমি, মিস্টার,' অধৈর্য কণ্ঠে বাধা দিল লোকটা। 'একটু সময় লাগবে আমার "অপহরণ" নাটক শেষ হতে, এবং সে জন্যে গায়ে-গতরে কিছু "নির্যাতনের" চিহ্ন ফোটাতে হবে। ওই কাজে যাওয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছি আমি।'

'অ। এটা ছাড়াও আরও মঞ্চ তাহলে সাজিয়েছে ফিলিপ?' সময় নষ্ট করার জন্যে বলল ও। বিপদ থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায়, তা নিয়ে ঝড়ের গতিতে মাথা ঘামাচ্ছে। একবার যদি ওদের ট্র্যাপডোরের ওপর নিয়ে দাঁড় করাতে পারে রেড, তাহলে কিছু করার থাকবে না।

'নিশ্চয়ই! নাও, খাঁচার ওপরে গিয়ে ট্র্যাপডোরের কাছে দাঁড়াও। এদিকে ফিরে। হাতের দিকে খেয়াল রেখো, একচুলও যেন না নামে।'

করার মত কিছু দেখল না রানা। দাঁড়িয়ে থাকারও উপায় নেই, বাধ্য হলে গুলি নিশ্চয়ই করবে রেড। কাজেই উঠে পড়ল হোয়াইট শার্কের ট্যাঙ্কের পুরু স্টীল মেশের ঢাকনার ওপর। পায়ে পায়ে ট্র্যাপডোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নজর নিচে। দানবটা ওখানেই কোথাও আছে ভাবতে গিয়ে মনে মনে শিউরে উঠল। এখনও সাড়া নেই ওটার, দশ ফুট নিচে ট্যাঙ্কের পানি নিথর।

'ঘুরে দাঁড়াও!' নতুন হুকুম জারি করল রেড রেনার। 'আস্তে আস্তে, রিয়েল স্লো, ম্যান।'

তাই করল দু'জনে। ট্র্যাপডোরের দু'ফুটের মধ্যে ঘুরল, রেড

ওটার ওপাশে, ছয় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। রানার নাকের চার হাত দূরে, ঠিক ট্র্যাপডোরের মাঝখানে লোহার ভারী একটা হূক ঝুলছে। ওপরে আড়ার সাথে শিকলে বাঁধা ওটা। এমনভাবে বাঁধা, টান পড়লে আপনাআপনি ট্যাঙ্কের ভেতরে নেমে যাবে। রানার দিকে তাকাল রবার্টস, চেহারা দেখে মনে হয় ওর জাদুর বাক্সে এই বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় আছে কিনা, তাই দেখার অপেক্ষায় আছে।

'এবার যার যার অস্ত্র বের করে দূরে ফেলে দাও,' দু'পা সামান্য ফাঁক করে ঝুঁকে দাঁড়াল রেড। ম্যাগনাম সম্পূর্ণ প্রস্তুত। 'সাবধান, কেউ চালাকি করতে যেয়ো না।'

সে সুযোগ নেই, অতএব লোকটার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল ওরা। সোজা হলো, এবং তখনই বাঁচার একমাত্র রাস্তাটা চোখে পড়ল রানার। ঠিক ওর নাকের সামনে ঝুলছে। হূক! হূকটা দিয়ে কোনমতে যদি…।

'তুমি ট্র্যাপডোর খোলো, মাসুদ রানা। দু'জনের মধ্যে তুমি বেশি ডেঞ্জারাস, আগে তোমার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। খোলো!'

এবার সময় নষ্ট করল না ও, দ্রুত খুলে দিল ওটা। 'এবার কি? হূক ধরে ঝুলে পড়ব?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার। 'বুদ্ধিমান মানুষ!'

হাত বাড়িয়ে হূকটা ধরল ও, নিজের দিকে খানিকটা টানল। নিচে দেখার ভান করে চাপা কণ্ঠে রবার্টসকে বলল, 'আমি বলামাত্র ডাইভ দেবেন।'

'কি বলছ তুমি?' চোখ কোঁচকাল রেনার।

'তোমাকে না, নিজের সাথে বলছি। ভেতরে ডাইভ দেব কি না, তাই আর কি। অল্পে ল্যাঠা চুকে যায় তাহলে।'

ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল তার। 'গুড আইডিয়া, এ কথা তো ভাবিনি! তাই করো বরং। ভালই…'

ভারী হূকটা দু'হাতে সজোরে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই চেঁচিয়ে

উঠল ও, 'জাম্প!' নিজেও লাফ দিল ওয়ালথার লক্ষ্য করে। কিন্তু যে জন্যে ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করল, সে কাজ হলো না। অল্পের জন্যে রেনারের মাথা মিস্ করল হূক, পাশ ঘেঁষে শিকলের ঝন্ঝন্ আওয়াজ তুলে ছুটে গেল পিছনে। আঁতকে উঠে মুখ সরিয়ে নিল রেনার, পরমুহূর্তে রানার বুক সই করে ম্যাগনাম তুলল। লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। রাগের ঠ্যালায় আসন্ন বিপদের কথা ভুলেই গেছে। ধাক্কা খেয়ে কম করেও বিশ গজ দূরে চলে গিয়েছিল হূক, দৌড়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে এল তীরবেগে, ধাঁই করে আছড়ে পড়ল রেনারের ঘাড়ের নিচে। হুমড়ি খেয়ে ট্র্যাপডোরের দিকে এগিয়ে এল সে।

একই মুহূর্তে গুলি করেছিল, কিন্তু ওটা কোনদিকে গেল বোঝা গেল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে ঠেকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল লোকটা, লাভ হলো না। ম্যাগনাম ফেলে কোনমতে ট্র্যাপডোরের কিনারা আঁকড়ে ধরতে পারল কেবল, দেহ গড়িয়ে পড়ল ভেতরে, ঝুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কে কপালে উঠে গেছে লোকটার দু'ভুরু। পা থেকে মাত্র তিন ফুট নিচে পানি দেখে আত্মা উড়ে গেছে।

'ব্যাড শট, রেনার,' নির্বিকার চেহারায় বলল রানা, উঠে পড়ল ওয়ালথার নিয়ে। ওদিকে রবার্টসের ঘোর তখনও কাটেনি, বোকার মত একবার হূক দেখছে, পরক্ষণে রানা ও সহকর্মীকে। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যা দেখছে তা সত্যি কি না।

'ফর গড'স সেক!' ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল রেনার। 'আমাকে তোলো, রবার্টস! প্লীজ!' তবু কেউ নড়ছে না দেখে অন্য পথ ধরল। 'আমি তোমাদের সাথে টাকা শেয়ার করতে রাজি আছি, সবার সমান ভাগ। প্লীজ, আগে তোলো আমাকে।'

তার দিকে তাকাল না রানা, ধীরপায়ে ব্রীফকেসের দিকে এগিয়ে গেল। তুলে নিল। 'কত আছে এতে?'

বাইসেপ থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে রেনারের, এরই

মধ্যে কপাল ঘেমে সারা। আতঙ্কে নীল হয়ে উঠেছে চেহারা। 'দুই মিলিয়ন!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'পুরো...আগে আমাকে তোলো, ফর গড'স্ সেক! আমি...'

'আমরা এ টাকা চাই না, রেনার।'

'না হয় সবই নাও তোমরা!' ফুঁপিয়ে উঠল সে পানিতে নড়াচড়া দেখতে পেয়ে। 'আমার দরকার নেই। আগে দয়া করে আমাকে বাঁচাও। রবার্টস, প্লী-ই-জ! সব নিয়ে নাও তোমরা, এক পয়সাও চাই না আমি।'

'তাই কি হয়?' নিরীহ মুখভঙ্গি করে বলল রানা। 'এই টাকার জন্যেই না এতকিছু করলে। এখন সব দিয়ে দিলে তোমার কি থাকে? থাক্‌গে, তুমিই নিয়ে যাও সব,' বলে ব্রীফকেসটা ট্যাঙ্কে ফেলে দিল।

রিফ্লেক্স অ্যাকশনের ঝোঁক এড়াতে পারল না রেনার, মুহূর্তের জন্যে প্রাণের মায়া ভুলে ওটা ধরার জন্যে এক হাত বাড়াল। ফসকে গেল, ওদিকে দেহের ভার ধরে রাখতে না পেরে অন্য হাতটাও ছুটে গেল, গায়ের রোম দাঁড় করানো ভয়াবহ চিৎকার করতে করতে নিচের দিকে রওনা হয়ে গেল সে। ঠিক তখনই হুশ্ করে মাথা তুলল দানবীয় আকৃতির হোয়াইট শার্ক। ওটার মাথায় আছড়ে পড়ে খুলে গেল কেস, ছড়িয়ে পড়ল অজস্র কড়কড়ে পঞ্চাশ ডলার বিল।

মাথা ঝাড়া দিয়ে প্রকাণ্ড এক হাঁ করল জল দানব, খচ্ করে রেনারের একটা পা কামড়ে ধরে তলিয়ে গেল। দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল ট্যাঙ্কের পানি। একটু পর পানির ওপর ভেসে উঠল লোকটা, মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে গিয়ে ভীষণভাবে কাশতে শুরু করল গলায় পানি ঢুকে যেতে। একটুপর আরেক হ্যাঁচকা টানে তলিয়ে গেল। আর উঠল না।

দুই মাইল দূর থেকে বিনকিউলারের সাহায্যে জাহাজটার দিকে

তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। সীহর্স ওটার নাম, ভোরে দেখা আন্ডারওয়াটার স্লেজটার মাদরশিপ।

যথেষ্ট বড় জাহাজ, প্রায় দেড়শো ফুট দীর্ঘ। পাশেও বেশ চওড়া। স্টার্নে অদ্ভুদ এক ওভারহ্যাং, স্টার ও পোর্টসাইডের দুই বুম ধরে রেখেছে ওটাকে। ছোট ক্রেন আছে বুমের উপর। লোকজন কাজে ব্যস্ ওখানটায়। পানিতে কয়েকটা ডাইভিং ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্চে, এর অর্থ ডাইভার নমিয়েছে সীহর্স। এক জোড়া ভেলাও ভাসছে।

ওটার পেছনে নয়নাভিরাম ব্যাকড্রপের মত ঝুলে আছে কয় সল উপসাগর।

স্লেজের রেজিষ্ট্রেশন কার নামে, খুজতে গিয়ে জাহাজটা সম্পর্কে জানা গেছে। আরো জানা গেছে এ মুহুর্তে "রিসার্চের" কাজে সাগরে ব্যস্ ওটা। খোঁজ পেয়েই একটা ছোট ফিশিং বোট ভাড়া করে খোলা সাগরে চলে এসেছে ওরা। কি চলছে দেখা দরকার। সকাল এগারটা বাজে এখন। রানা শুয়ে আছে বো-র উপর, ত্রিপল দিয়ে ডেকে দিয়েছে ওকে রবার্টস, নিজে বসে গেছে ছিপ নিয়ে। জায়গাটা কী ওয়েস্ট থেকে ১০ মাইল দূরে।

সুপারস্ট্রাকচারের নাক থেকে লেজ পর্যন্ চোখ বোলাল রানা। খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছে ওটা রিসার্চ শিপ, কিন্তু দেখে তা মনে হচ্ছে না। সীহর্স আর যা খুশি হতে পারে, কিন্তু ওই জিনিষ নয়। প্রথমটা বিশ্বাস করানোর উপযুক্ত টেকনোলজি-রাডার ও সোনার ডিশ আছে ঠিকই, কিন্তু পেছনদিকে যে অবিশ্বাস্য বিলাসের ছড়াছড়ি, তা অন্ত কোন ওয়ার্কিং শিপে কল্পনাই করা যায় না। ওখানকার অসম্ভব দামী কেবিনডোর, সুইমিংপুল ইত্যাদি দেখলে যে কারো সন্দেহ জাগবে। সন্দেহজনক ব্যাপার আরো আছে।

সামনের দিকে, ব্রীজের নিচে স্পিয়ার গানের লম্বা এক র‍্যাক দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগই সাধারন, স্কুবা ডাইভাররা ব্যাবহার করে। তবে ওর মধ্যে অন্য ধরনেরও কিছু আছে, এক্সপ্লোসিভ চার্জ

সেট করা হার্পূন ওগুলো।

হাত থেমে গেল রানার, চোখ কুঁচকে উঠল। সামনের একটা কেবিন থেকে বেড়িয়ে এসেছে বিকিনি পরা এক অপূর্ব সুন্দরী, কাঁধে রঙচঙে তোয়ালে নিয়ে পিছনের পুলের দিকে চলছে। কাজ থামিয় হাঁ কওে তাকে দেখছে সবাই। দেখামাত্র মেয়েটিকে চিনতে পেরেছে ও। অস্ফুটে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আচ্ছা!'।

'কি হলো?' ঘুরে তাকালো রবার্টস।

'লুইজির "আপন বোন"।'

'শিপে?'

'হ্যাঁ। বেদিং ট্রাঙ্ক পরা, জখম হওয়া পিঠে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে পুলের দিকে যাচ্ছে,' বলেই হেসে উঠল ও।

'আর কি?'

'এক হ্যান্ডসাম ওর কাধে হাত রেখে হাঁটছে।'

'দেখতে কেমন ?'

'স্লিম, লম্বা। বাদামী চুল।'

'বুঝেছি। ওটা ফিলিপ।' হাসল যুবক। বন্ধুর ন্যাংটো বান্ধবীর কাঁধে হাত রেখে? আচ্ছা! দেখতে পাচ্ছেন ঠিকমত; না আরেকটু কাছে যাব?'

'না, এখানেই ঠিক আছি।' মারিয়া ও ফিলিপকে পাশাপাশি দুই ইজি চেয়ারে বসে পড়তে দেখল রানা। লোকটা কথা বলছে অনবরত। মারিয়া শুনছে। মাথা ঝাকাচ্ছে থেকে থেকে। ভাবগতিক সুবিধের মনে হলো না রানার, ওদের এত অন্তরঙ্গতা ভিক্টর পছন্দ করবে বলে মনে হয় না। মেয়েটার প্রতি সত্যিকারের দূর্বলতা আছে লোকটার। ওকে ভাগিয়ে নিতে গিয়ে আলভারেজ মরেছে, অতএব ফিলিপের বুঝে চলা উচিত। এসব কানে গেলে ভিক্টর অসন্তুষ্ট হতে পারে। কি এত বোঝাচ্ছে ফিলিপ মেয়েটাকে ?

জাহান্নামে যাক, নিজেকে বলল রানা। এসব ফালতু ব্যাপরে মাথা ঘামানোর কি দায় পড়েছে ওর? আরও কিছুক্ষণ সীহর্সের

ওপর নজর রাখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হলো না। পানিতে ফাৎনার মত খাড়া কিছু একটা দেখে কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। এখনও অবশ্য দূরে আছে ওটা, তবে একটু একটু করে এদিকেই আসছে। ওদিকে সীহর্সের ব্রিজে দাঁড়ানো এক লোককে ওদের দিকে দূরবীন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একই সময়ে। চট করে নিজেরটা নামিয়ে ফেলল ও।

'হয়ে গেছে, আর থাকা যাবে না।'

চোখ কুঁচকে উঠল রবার্টসের। 'কেন?'

'নজর রাখা হচ্ছে জাহাজ থেকে। পানিতে মনে হয় একটা পেরিস্কোপও দেখতে পাচ্ছি। খুব সম্ভব ওদের প্রোব। চলুন, কেটে পড়া যাক। সাবধানে, বেশি ব্যস্ত হবেন না। তাহলে সন্দেহ বেড়ে যাবে ওদের।'

'ওকে,' ধীরেসুস্থে ছিপ তুলে ফেলল সে। ঘড়ি দেখে হাই তুলল, তারপর বিরক্ত হওয়ার ভান করে উঠে গিয়ে স্টার্ট দিল। ঘুরে কী-র দিকে রওনা হলো বোট। রানা নড়ল না, শুয়ে থাকল কিছু সময়। বোট পুরো ঘুরে যেতে ত্রিপল সরিয়ে উঠল।

'লম্বা ধরনের লাঠি বা মেটাল দরকার,' হুইল হাউজে রবার্টসের সাথে যোগ দিল ও।

'কি করবেন?'

রহস্যময় হাসি হাসল রানা। 'রাতে এক ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টিতে যেতে চাই। তখন লাগবে ওগুলো।'

'ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টি!' বিস্মিত হলো যুবক। 'কোথায়?'

'সীহর্সে।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝে কাজ নেই,' পকেট থেকে সিগারেট বের করল ও। 'সময় হলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

আর কিছু বলল না রবার্টস।

পাঁচ

প্রাণীটার নাম মান্টা বিরস্ট্রিস। অবশ্য লোকে বেশি চেনে মান্টা রে নামে। পাখির ডানার মত ফিন আছে, যখন মেলে, তেকোনা ঘুড়ির মত দেখায়। অনেক বড় হয় ওগুলো আকারে—পনেরো থেকে সতেরো ফুট পর্যন্ত লম্বা, বিশ-বাইশ ফুট চওড়া। বিশাল পাখির মত চলে, ধীর, রাজকীয় ভঙ্গিতে। অমঙ্গলের প্রতীকের মত।

মানুষের ক্ষতি করে না মান্টা রে, তবে কেউ যদি একবার ওদের ডানার বাড়ি খেয়েছে তো সে জীবনেও ভুলবে না।

ওর একটা এ মুহূর্তে কয় সল উপসাগরের নিচ দিয়ে আপনমনে সাঁতরে চলেছে। খানিক পর দূরে কয়েকটা আলো চোখে পড়তে দিক বদলাল ওটা, সেদিকে চলল। কয়েকশো গজ গিয়ে চার স্কুবা ডাইভারকে নিচ দিয়ে অতিক্রম করল ওটা, সামনে আরেকটা বড় আলো দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল। কাছে যেতে ওর ওপর স্থির হলো আলোটা, প্রায় এক মিনিট ধরে অনুসরণ করল।

ওটা সীহর্সের আলো। ডিউটি ক্রুরা নজর রাখছে জিনিসটার ওপর। আরও ভাল করে দেখার জন্যে নিজেদের প্রোব পানিতে নামাল ওরা অভিজ্ঞ অপারেটরের তত্ত্বাবধানে। ওটার নাম কী। ইলেকট্রনিক কর্ড ও তারের মাধ্যমে সীহর্সের সাথে যোগাযোগ আছে কী-র। নিজের পেরিস্কোপের সাহায্যে ওটাকে অনেকক্ষণ

ধরে দেখল অপারেটর, তার তোলা ছবি তক্ষুণি ফুটে উঠল সীহর্সের মনিটরে।

জিনিসটা চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ব্রিজের ডিউটিম্যান, টেলিফোন তুলে প্রোব অপারেটরকে শিপে ফিরে আসার নির্দেশ দিল। ঘুরে গেল অত্যাধুনিক মডেলের কী চার ফুট লম্বা ওটা, তিন ফুট উঁচু। মাঝখানটা ডোমের মত, অপারেটর বসে ওখানে। ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্ট ওটা। ওখান থেকে অবিশ্বাস্য রকম শক্তিশালী সার্চলাইট, ক্যামেরা, পেরিস্কোপ ইত্যাদি অপারেট করা হয়।

মাথার ওপর আলো নিভে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মান্টা রে, ওরফে মাসুদ রানা। দ্রুত এক পাক্ খেয়ে কী-র স্টার্নের দিকে ঘুরল, জোরে সাঁতরে গিয়ে ওটার স্টার্নের 'ইউ' শেপড্ হ্যান্ডেল ধরে বসল। সকালে পানির ওপর এটার পেরিস্কোপই দেখেছে রানা।

দাঁড়াও, মনে মনে বলল, আমাকেও নিয়ে চলো। তোমার ভরসাতেই তো এলাম।

মোটা জিআই তার দিয়ে তৈরি মান্টার কাঠামো, তার ওপর ত্রিপল কেটে শক্ত করে বেঁধে মান্টার ছদ্মবেশ নিয়েছিল; এবার ওটাকে গা থেকে খসিয়ে ছেড়ে দিল রানা, সী বেডের দিকে রওনা হয়ে গেল জিনিসগুলো। ওটা বানাতে কয়েক ঘণ্টা লেগেছে ওদের। ছবি দেখে বাঁকানো হয়েছে তার, রবার্টসের কয়েকটা ছিপ ভেতরে ভরে সেলাই করে তৈরি হয়েছে পাখা দুটো।

মন্দ হয়নি কাজটা। ওর তলায় ওয়েটস্যুট আর স্কুবা প্যাক নিয়ে নড়াচড়া করতেও সমস্যা হয়নি রানার।

'চমৎকার!' বিকেলে ওই খোলস পরে সাগরে রানার মহড়া দেখে মন্তব্য করেছে রবার্টস। 'ওপর থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই।' একটু হেসে বলেছে, 'পথে কোন পুরুষ মান্টার সামনে পড়ে গেলে অবশ্য সমস্যা হতে পারে।'

'মেয়ে মাস্টার সামনে পড়লেও হবে,' হাসি চেপে জবাব দিয়েছে ও। 'কিন্তু ওটা সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে এয়ার সাপ্লাই। টাইম কাভার হলে বাঁচি।'

শেষ পর্যন্ত সমস্যা হয়নি, এক ঘণ্টা ক্যাপাসিটির এয়ার বটলের অল্পই খরচ হয়েছে প্রোব পর্যন্ত পৌঁছতে। দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে ওকে প্রোব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে দেবে সীহর্সে। কি পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়তে হবে জানে না রানা। তা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না, মারিয়ার সঙ্গে যে করে হোক দেখা করতে হবে, ভিক্টর কোথায় আছে জানতে হবে, এইটুকুই জানে ও। তাতে যত ঝুঁকি নিতে হয় হোক, পরোয়া নেই।

কী-র গতি পড়ে আসছে দেখে সতর্ক হলো রানা। হ্যান্ডেলের ওপর চাপ বাড়িয়ে ডুব দিল। দেখতে পাচ্ছে সীহর্সের দিকে স্টার্নের দিকে এগোচ্ছে কী। সন্দেহ আগেই করেছিল, এবার ওটার পিছনের অদ্ভুত ওভারহ্যাঙের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো রানা। কী আরেকটু এগোতে ওটার খোলের গায়ে চওড়া এক ফাঁক সৃষ্টি হলো, ওয়াটারলাইনের নিচে।

ভেতরের বড় এক ফাঁকা জায়গায় থামল কী, পিছনের ফাঁক বুজে গেল। একটুপর ওপরে উঠতে শুরু করল প্রোব, খুব সম্ভব ইলেকট্রনিক উইঞ্চের টানে। ভেসে উঠল, রানা ডুব দিয়েই থাকল। ওপরে জোরাল আলো দেখে মনে হলো ওটা ডক হবে। পানির ওপরে এক লোকের কাঁপা কাঁপা ছায়া দেখল ও, প্রোব বাঁধাছাদা করছে। সামনের লাইন বেঁধে পিছনে চলে এল মানুষটা, বসে পড়ে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডেলের সাথে দ্বিতীয়টা বাঁধতে গিয়ে হয়তো কিছু সন্দেহ করে বসল, চট্ করে আরও নিচু হলো। উঁকি মেরে প্রোবের নিচে দেখার চেষ্টা করছে।

আঁতকে উঠল রানা, বুঝে ফেলল, কাজ হয়ে গেছে, দেখে ফেলেছে ব্যাটা ওকে। লোকটা যেন একা থাকে মনে মনে প্রার্থনা করল ও, পরক্ষণে সাঁৎ করে হাত বাড়িয়ে তার এক পায়ের

গোড়ালি চেপে ধরল। চিৎকার দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল আতঙ্কিত লোকটা, কিন্তু সময় পেল না, পায়ে বেমক্কা টান খেয়ে পানিতে এসে পড়ল। দেহের ঝোঁক পিছনদিকে থাকায় মাথাটা ঠাস্ করে বাড়ি খেল ডকের নিরেট স্টীলের দেয়ালে।

সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল লোকটা, ভুড়ভুড়ি ছেড়ে তলিয়ে যেতে শুরু করল স্লো মোশন ছবির মত। তার পরনের বয়লার স্যুটের কলার চেপে ধরল রানা, সাবধানে পানির ওপর মাথা তুলে চারদিক দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলো। নেই কেউ। দেহটা নিয়ে কি করা যায় ভাবল। মরেনি ব্যাটা, বেঁচে আছে, তবে যে বাড়ি খেয়েছে তাতে একে নিশ্চিন্তে হিসেবের বাইরে রাখা যায়।

ঠিক করল প্রোবের ভেতরে বসিয়ে রাখাই ঠিক হবে। পানি বেশি নেই এখানে, তারওপর একদম স্বচ্ছ নীল পানি, এরমধ্যে ফেলে রাখলে কারও না কারও চোখে পড়বেই দেহটা। পিঠে এয়ার বটলের হেভি প্যাক, তারওপর এক হাতে অজ্ঞান প্রোব চালক, এই অবস্থায় ডকে উঠতে প্রচণ্ড অসুবিধে হলো। তবে কাজটা শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় সারতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও। ওটার সাথে নিজের স্কুবা প্যাকও ঠেসে ভেতরে ঢুকিয়ে লক্ করে দিল প্রোবের দরজা।

নিচে স্ল্যাক্স্ আর টি-শার্ট পরে আছে রানা, খালি পা। সময় নষ্ট না করে কম্প্যানিয়নওয়ে ল্যাডারের দিকে এগোল। মেইন ডেকে যাওয়ার পথ ওটা। মাঝেমধ্যে মানুষের হাঁটাচলার ফরওয়ার্ড ডেক ও ব্রিজ থেকে কথার আওয়াজ আসছে, তবে কম। ঘুমিয়ে পড়েছে বেশিরভাগ মানুষ। উজ্জ্বল বাতি নেভানো, এখানে-সেখানে লাল-সবুজ রাইডিং লাইট জ্বলছে ক্রুদের পথ দেখে চলার সুবিধের জন্যে। নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা, হাতে দীর্ঘ ফলার এক ছোরা প্রস্তুত। অস্ত্র বলতে সঙ্গে এটাই একমাত্র সম্বল এখন। ঘড়ি দেখল—প্রায় একটা।

কোথায় যেতে হবে জানা আছে, কাজেই জায়গামত পৌঁছতে

বেশি সময় লাগল না। পোর্টসাইডে ডেভিটে ঝোলানো ছোট এক লাইফবোট দেখতে পেয়ে থেমে পড়ল দেয়াল ঘেঁষে। ওটার ঠিক উল্টোদিকের কেবিন থেকে মারিয়াকে বের হতে দেখেছে ও সকালে। ছায়ায় ছায়ায় এগোল রানা নির্জন ডেক ধরে। কাছে গিয়ে দেখল দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে কেবিনের, ভেতরে আলো জ্বলছে।

পা টিপে টিপে পিছনের পোর্টহোলের দিকে এগোল। ওটাও খোলা, তবে পর্দা টানা। ভেতরে পুরুষ কণ্ঠ শুনে চট্ করে পোর্টের আরও কাছে এসে দাঁড়াল রানা। 'ভেবে দেখো,' লোকটাকে বলতে শুনল ও। 'আমি স্বাধীন মানুষ, প্রচুর টাকা আমারও আছে। আমার প্রস্তাব মেনে নিলে তোমারই লাভ। দুনিয়ার যেখানে খুশি, যখন খুশি যেতে পারবে তুমি, পুলিসের তাড়া খেতে হবে না কিন্তু ভিক্টরের সঙ্গে থাকলে এর কোনটাই হবে না কোনদিন।

'টাকার অভাব হবে না ঠিকই, অভাব হবে স্বাধীনতার। ওই একমুঠো ইসথুমস্ সিটিতে চিরকাল পচে মরতে হবে তোমাকে। তাছাড়া দেখে যতটা মনে হয়, ততটা ভাল ও তোমাকে বাসে বলে আমার মনে হয় না। আসলে...' একটু বিরতি দিল লোকটা। '...আসলে জেদের বশে ক্রে কে গিয়েছিল ভিক্টর, আলভারেযের ওপর প্রতিশোধ নিতে, তোমার ভালবাসার টানে নয়। ব্যাপারটা ওর অহমে আঘাত করেছে বলে গিয়েছিল।'

নিঃশব্দে হেসে উঠল মাসুদ রানা। ভালই, এক রোমিওর কবল থেকে উদ্ধার করে আরেক সেয়ানা রোমিওর হাতে মারিয়াকে ছেড়ে রেখে গেছে ভিক্টর। এককালের স্টার বিউটি কুইনের রূপের মোহ ফিলিপও তাহলে এড়াতে পারল না! ভাল, ভাল।

'কই,' আবার বলে উঠল লোকটা। 'কিছু বললে না যে?'

'কি বলব?' মৃদু গলায় জবাব দিল মারিয়া ডি রডা। 'আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

'দেখো, হানি, জীবন একটাই। একে বুঝেশুনে খরচ করাই

বুদ্ধিমানের কাজ। তোমাকে আমার ভাল লাগে, তোমারও নিশ্চয়ই আমাকে খারাপ লাগে না। অন্তত ভিক্টরের তুলনায় বহুগুণ ভাল আমি, হাজারগুণ উপযুক্ত। কাজেই রাজি হয়ে যাও আমার প্রস্তাবে, তাহলে জীবনে টাকা, সম্মান, সব পাবে। ভিক্টরের খাঁচায় ফিরে গেলে প্রথমটাই শুধু পাবে, ওটা ছাড়া আর কিছু নেই ওর তোমাকে দেয়ার।'

স্বর গাঢ় হয়ে এল ফিলিপ ইস্টউডের। 'ভাল করে ভেবে দেখো। তুমি রাজি হলে এখান থেকে সরিয়ে ফেলব আমি তোমাকে, এমন জায়গায় নিয়ে রাখব, জীবনভর খুঁজলেও পাবে না ভিক্টর। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় থাকতে পারবে তুমি, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু কি, বলো!'

'ভিক্টর যদি টের পেয়ে যায় তুমি আমাকে...

চাপা গলায় হেসে উঠল লোকটা। 'কিছুই টের পাবে না ও। আমি জানাব তুমি শিপ থেকে পালিয়ে গিয়েছ, আমার শিপের প্রতিটা স্টাফ সেই সাক্ষী দেবে।'

'তবু যদি...?' মারিয়ার গলার অনিশ্চয়তার ভাব অনেকটা কেটে গেছে মনে হলো রানার। ভেতরে ভেতরে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে হয়তো মেয়েটি।

'তবু যদি সন্দেহ করে বসে?' বলল ফিলিপ। 'করুক না, তাতে কি? আমি ওর ব্যবসার সবচেয়ে বড় আউটলেট, আমাকে ঘাঁটাবার সাহস ওর কোনদিনই হবে না, বি শিওর!'

বেশ কিছু সময় নীরব থেকে আবার মুখ খুলল লোকটা, 'ভিক্টর তোমাকে ভালবাসে না, মারিয়া, ভালবাসে তোমার রূপ-যৌবনকে। নইলে এমন পশুর মার মারতে পারত না।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। খোঁচাটা জায়গামতই লেগেছে। মেয়েটির ফোঁপানোর শব্দ আসছে। 'আমাকে দু'দিন সময় দাও,'

ধরা গলায় বলল সে। 'একটু ভেবে দেখার...'

'অবশ্যই! দু'দিন কেন, সাতদিন ধরে ভাবো, আমার তরফ থেকে কোন ব্যস্ততা নেই। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানাও। আর...যদি তুমি চাও, এই সময়টা আর কোথাও গিয়েও থাকতে পারো।'

'কোথায়?'

'কাছেই একটা দ্বীপ আছে আমার, ব্যালাস্ট কী। বিরাট ভিলা আছে, বাগান আছে, কর্মচারীরা আছে। তুমি বললে ওখানে রেখে আসতে পারি তোমাকে। আমার মনে হয় জায়গাটা ভাল লাগবে তোমার। মানসিক চাপমুক্ত থেকে মনস্থির করা সহজ হবে তোমার জন্যে। কি বলো, যাবে?'

কিছুক্ষণ পর জবাব দিল মারিয়া, 'কাল সকালে জানাব।'

'অল রাইট, তাই জানাও। আমি এখন চলি, অনেক রাত হলো। এসো, দরজা বন্ধ করে সেঁটে ঘুম লাগাও। গুড নাইট।'

চোখের সামনে পোর্টহোলের পর্দা সামান্য দুলে উঠতে দেখল মাসুদ রানা, সামনের দরজা খোলা হয়েছে। মৃদু শব্দ তুলে বন্ধ হলো ওটা, ক্লিক! শব্দ উঠল। খানিক পর কেবিনের আলো নিভে গেল। ওপাশের ডেকে পায়ের আওয়াজ শুনে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, পায়ে পায়ে এগোল মারিয়ার কেবিনের দিকে। ভেতরে সাড়াশব্দ ওঠে কি না কান পেতে শুনল বেশ কিছুক্ষণ। নেই। শুয়ে পড়েছে মেয়েটি।

ডোরনব ধরে ঘোরাতে চেষ্টা করল ও, লাভ হলো না। লক্‌ড্‌। দশ মিনিট অপেক্ষা করল ও, তারপর ব্যাক পকেট থেকে একটা ছোট ওয়াটারটাইট ব্যাগ বের করে খুলল। ভেতর থেকে বের করল একটা মাস্টার ক্রেডিট কার্ড। সতর্কতার সঙ্গে কেবিনের দরজার ফাঁকে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে লক লিভারে চাপ দিল। লক্ সাড়া দিচ্ছে না দেখে একটু একটু করে বাড়িয়ে চলল চাপ।

মিনিটখানেক চেষ্টার পর হার মানল দরজা, খুলে গেল। কার্ড

ব্যাগে ভরে ছুরি বের করল ও, নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অন্ধকারে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে পুরো এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে মারিয়া ডি রভার লেসি বিকিনি পরা দেহ ফুটে উঠতে দেখল। তারপর এগোল বিছানার দিকে।

চিত হয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে মেয়েটি। নিয়মিত ছন্দে ওঠানামা করছে উন্নত বুক, এলোমেলো চুলের ফ্রেমে কমনীয় চেহারাটা চমৎকার লাগছে। আপনমনে মাথা দোলাল রানা, এ নিঃসন্দেহে কলিকালের হেলেন। এমন এক সুন্দরীর জন্যে পুরুষ পতঙ্গের অভাব অতীতে কখনও হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আলভারেযকে খুন করতে যে ভিক্টর পিছপা হয়নি, তা শুধু শুধু নয়। আর ফিলিপ ইস্টউড যা করতে চাইছে, তাও খুবই স্বাভাবিক।

মেয়েটির মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল মাসুদ রানা, বাঁ হাত বাড়িয়ে নাকমুখ চেপে ধরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল ওর, মাথা ঘুরিয়ে বড় বড় চোখে রানার দিকে তাকাল। ওর হাতে ছোরা দেখে জমে গেল আতঙ্কে।

'একটা টুঁ শব্দ করলে স্রেফ জবাই করে ফেলব,' চাপা গলায় বলল ও। 'বোঝা গেছে?'

নড়তে সাহস হলো না মারিয়ার, মাথা সিকি ইঞ্চি দুলিয়ে, চোখের পাতা পিট্-পিট্ করে বুঝিয়ে দিল বুঝেছে। ততক্ষণে রানাকে চিনে ফেলেছে সে। আতঙ্ক দূর হয়ে বিস্ময় ফুটল চাউনিতে। 'আপনি!' কোনমতে উচ্চারণ করল।

'হ্যাঁ, ভিক্টরের খোঁজ জানতে এসেছি।'

'কিন্তু ও তো এখানে নেই,' ফিসফিস করে বলল মারিয়া। 'শিপে নেই।'

'তুমি আজব এক মেয়ে,' মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'উদ্ধারকারীকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত না জানিয়ে পালিয়ে এলে!'

চোখ নামিয়ে নিল মারিয়া। বলল, 'সরি, কিছু মনে করবেন না। ওরা আমাকে...মানে...তাছাড়া তখন পুরো হুঁশ ছিল না

আমার। এনিওয়ে, এখন ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ও। 'আর ধন্যবাদ দিয়ে লজ্জা দিয়ো না। এবার বলো, ভিক্টর ইমানুয়েল কোথায়।'

'সত্যি বলছি আমি জানি না। মনে হয় ইসথুমস্ সিটিতে পালিয়ে গেছে।' রাগে চেহারা বদলে গেল মেয়েটির। 'ওই জায়গা ছাড়া ও আর যাবেই বা কোথায়?'

'তুমি ওর পালানোর খবর জেনেছ কি করে?'

চুপ করে থাকল মারিয়া।

'বলো!' কঠোর হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'লুইজি বলেছে? তোমার "আপন ভাই"?'

'না, পেরেয।'

'পেরেয! সে কে?'

'ভিক্টরের কর্মচারী।' দ্বিধা ফুটল মেয়েটির চেহারায়, পরক্ষণে কেটে গেল তা। 'ওর বিমিনি কন্ট্যাক্ট।'

'আই সী! দেখতে কেমন লোকটা?'

বলে গেল মারিয়া। 'হুঁম!' মাথা ঝাঁকাল ও। 'এবার ভিক্টর সম্পর্কে যা যা জানো বলে ফেলো।'

'ভিক্টরের কি...?'

'ওর ইসথুমস্ সিটির এস্টাবলিশমেন্ট সম্পর্কে সবকিছু। আমি জানি ভিক্টরের সাথে ছয় বছরের সম্পর্ক তোমার, কাজেই ওর কিছুই তোমার অজানা নেই। যদি বাঁচতে চাও, যদি ফিলিপের সাথে নতুন জীবন শুরু করার ইচ্ছে থাকে, একটা কথাও লুকোবে না।'

আবার চোখ বড় হয়ে উঠল মারিয়ার। 'আপনি...'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই জানি আমি, জানাই আমার কাজ। এবার শুরু করে দাও।'

ভোর হতে বেশি দেরি নেই। নিঃশব্দে মারিয়ার কেবিন থেকে

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। সীহর্স তখন ঘুমে বেহুঁশ। ওটার অ্যাঙ্কর চেইন বেয়ে সাগরে নেমে পড়ল, ডুবুরীদের একটা ভেলা ছুটিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল অপেক্ষমাণ ফিশিং বোটের দিকে।

ওটার কাছে যখন পৌঁছল রানা, তখন পুবের আকাশে সবে রঙ ধরেছে।

সেদিন বৃহস্পতিবার।

ন'টা বাজার দশ মিনিট আগে ওয়েস্ট আইল্যান্ড পৌঁছল ওদের বোট ব্যারেলহেড সেলুন দ্বীপের একদম কিনারায়, নিজস্ব জেটি আছে ওদের। ওটার সাথে বাঁধা আরও কিছু লাইটক্র্যাফটের পাশে নিজের খুদে পাওয়ার বোট বাঁধল রবার্টস।

'আপনি বোটে থাকুন,' রানা বলল যুবককে। 'তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার মত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।'

চেহারা দেখে মনে হলো প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে সে, কিন্তু চেপে গেল। কোনমতে মাথা দোলাল সম্মতি জানিয়ে। ঠিক সময় নেমে পড়ল রানা, জেটি পেরিয়ে ব্যারেলহেডে যখন পৌঁছল, ঠিক ন'টা বাজে তখন। বাইরে থেকে দেখে যা মনে হচ্ছিল, ভেতরে ঠিক তার উল্টো দেখে একটু হতাশ হলো রানা। জায়গাটা এত বাজে হয়ে গেছে ভাবেনি। আগে একবার এসেছে ও, তখন মোটামুটি একটা পরিবেশ ছিল সেলুনটার; এখন কিছুই নেই।

ভেতরের ডেকোরেটেড ওয়াল রং হারিয়ে ফেলেছে। প্রচুর খদ্দের ভেতরে। তাদের একটাকেও জাতের মনে হলো না, সবকটা গুণ্ডা কিসেমের। স্ট্রীট ফাইটার পোশাক, চেহারা সুরত, সবকিছুতে নোংরামির ছাপ। বারে কিছু খদ্দের পান করছে।

ভেতরের শেষ মাথায় খুদে স্টেজে ক্লান্ত চেহারার এক স্ট্রিপার নেচে চলেছে, অনেকেই তাকিয়ে আছে সেদিকে, তবে উপভোগ করার চোখে নয়, কৌতুকের চোখে। সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় অন্ধকার চারদিক। ভেতরে ঢুকেই দুই পুরানো, ঢোলা জ্যাকেট

পরা লোকের ওপর চোখ পড়ল রানার। নিজেদের বেয়ারা বোঝাতে চাইলেও ওরা যে বাউন্সার, তা বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল না।

সতর্ক পায়ে ওদের দিকে এগোল রানা। 'শেভলিন নামে একজনকে খুঁজছি। এসেছে সে?'

দু'জনের মধ্যে একটু লম্বাজন মাথা ঝাঁকাল। চেহারা দেখে মনে হয় কম করেও ছয়বার স্টীম রোলারের নিচে পড়েছে তার নাক। ভেঙে-তুবড়ে একাকার। ইঙ্গিতে ধোঁয়ায় অন্ধকার শেষ মাথার একটা অস্পষ্ট কাঠামো দেখাল লোকটা। চেহারা দেখতে পেল না রানা, তবে কেউ একজন যে এক টেবিলে একা বসা, তা বুঝল।

পা বাড়াল ও, এবারও সতর্ক পায়ে। ভেতরে আরও বাউন্সার ঘোরাঘুরি করছে, তাদের সযত্নে পাশ কাটিয়ে লোকটার দিকে এগোল। ভেতরে জায়গা বেশি নেই, টেবিল-চেয়ার পাতা হয়েছে ঘন করে, কাজেই পথে অসংখ্যবার 'সরি' আর 'এক্সকিউজ মি' অপব্যয় করতে হলো ওকে।

কাছে গিয়ে এক মেয়েকে দেখে বিস্মিত হলো। মেয়েটিও। এ আর কেউ নয়, সেই শার্লি। টম-কেসির বিয়ের সময় যাকে চার্চে দেখেছে রানা পিঙ্ক স্যুট পরা। শেষবার দেখেছে টমের স্টাডিতে।

'দিস ইজ অ্যান আনএক্সপেক্টেড প্লেজার,' মৃদু হেসে বলল ও। খেয়াল করেছে আজ ওকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। চুল ব্যাকব্রাশ করে হেডব্যান্ড দিয়ে আটকে রেখেছে মেয়েটি। পরেছে সাদা ড্রিল প্যান্ট ও প্যাডেড জ্যাকেট, পায়ে দামী নাইকি কেড্স।

'টম কোথায়?' গম্ভীর হয়ে উঠল শার্লি, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল ওকে দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

অনুমতির তোয়াক্কা না করে ওর মুখোমুখি বসে পড়ল রানা। 'ইনটেনসিভ কেয়ারে। এখান থেকে এই মুহূর্তে কেটে না পড়লে আমাদেরও যেতে হবে ওখানে।'

দু'চোখ বড় হয়ে উঠল সুন্দরীর। 'মানে?'

'মানে টমকে খুন করতে না পারলেও ওর ফাইলের সমস্ত তথ্য ঠিকই মুখস্থ করে গেছে ভিক্টর।'

'কি বলছেন!' চমকে উঠল মেয়েটি।

মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ, ওকে মেরে ফেলার একটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।'

'টম...টম বাঁচবে তো?'

'শিওর। অন্তত এই যাত্রা মরবে না।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শার্লি। 'এবার বুঝলাম।'

'কি?'

'পিছনে তাকাবেন না। বারে কয়েকটা চেনামুখ দেখতে পাচ্ছি, প্রায় আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে। ভিক্টরের লোক ওরা। আপনি যা বললেন, তাতে মনে হয় কে আমার সাথে দেখা করতে আসে, তা দেখার জন্যে এসেছে ওরা।'

'কেবল দেখতে এলে তো চিন্তার কিছু ছিল না, ওরা...' এক অল্পবয়সী ওয়েট্রেস আসছে দেখে চট্ করে থেমে গেল ও।

'হাই, ইয়া'ল, হোয়াট ইয়া'ল হ্যাবিন?' চুইঙ্গাম চিবানোর ফাঁকে প্রশ্ন করল মেয়েটি। অহেতুক ভারী বুক দুলিয়ে হাসল।

'আমার জন্যে বাড উইথ লাইম,' মুখ না তুলে বলল শার্লি।

'আমার জন্যেও তাই,' রানা বলল। দরজার কাছে নড়াচড়া দেখে তাকাল। একসঙ্গে দু'জনকে সেলুনে ঢুকতে দেখল ও, তাদের একজনের সাথে মারিয়ার দেয়া পেরেযের বর্ণনা পুরো মিলে যায়। 'সমস্যা হাজির,' চাপা গলায় শার্লিকে সতর্ক করল ও।

'শিট্!' গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি। 'ওদের একটা ভিক্টরের খাস্ লোক, পেরেয। খারাপ কথা। ফিফটি সেন্টের জন্যে নিজের মায়ের গলায় ছুরি বসাতে বাধবে না, এমন মানুষ ও অন্যটা করার কিছু না থাকলে মাছি ধরে ধরে তার পাখা টেনে ছেঁড়ে।

সঙ্গে অস্ত্র আছে?'

খুক্ করে কাশল রানা, উইন্ডব্রেকারের ফ্ল্যাপ সরিয়ে হোলস্টার ও ওয়ালথার দেখার সুযোগ দিল ওকে। 'তুমি?'

জবাব না দিয়ে সামান্য পিছিয়ে বসল মেয়েটি, তার কোলের ওপর রাখা একটা হ্যান্ডগ্রিপ মডেল ৩৮, ২০ গজ শটগান দেখতে পেল ও।

'দারুণ জিনিস,' মন্তব্য করল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল বারটেন্ডার ইঙ্গিতে ওদের টেবিল দেখাচ্ছে পেরেযকে। 'পিছনদিক থেকে বের হওয়ার পথ আছে?'

'বারের শেষ মাথায় আছে একটা, কিন্তু লাভ নেই। গেটের দুই বাউন্সারের সাথে আরও তিন বাউন্সার মিলে ওখানে পাহারা দিচ্ছে।'

থেমে দ্রুত চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল শার্লি। মাথা ঝাঁকাল, 'আর কোন পথ তো দেখছি না।' পরক্ষণে খাদে নেমে গেল কণ্ঠ। 'আসছে পেরেয। শুনুন, যদি গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়, শুয়ে পড়বেন ফ্লোরে।'

মুখ টিপে হাসল রানা। 'ওয়েল...' আর এগোতে পারল না, পেরেয এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির পাশে। অন্যজন রানার পাশে। এ ব্যাটা বিশাল মোটা। একযোগে মুখ তুলল ওরা।

রানার দিকে তাকাল না পেরেয, শার্লির উদ্দেশে হাসল। 'মিস শেভলিন না? চিনতে পেরেছ আমাকে?'

জবাবে ওর 'না,' ঠাস্ করে চড়ের মত পড়ল ব্যাটার গালে, কিন্তু তাতে মোটেও পিছপা হলো না সে। বরং হাসি আরও চওড়া হলো। 'নিশ্চয়ই পেরেছ! ক'দিন আগেই না...'

উঠে পড়ল রানা, সামান্য পিছিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে পেরেযের বা তার সঙ্গীর যে কোন অ্যাকশন সময়মত ঠেকাতে পারে। পেরেয তখন বলছে, '...জানি তুমি পাইলট, নিজের প্লেন আছে। আমার কয়েকজন বন্ধুর স্পেশাল চার্টার সার্ভিস...'

'আমি চিনি না তাদের,' ফের কড়া গলায় বাধা দিল মেয়েটি। 'সব কাস্টোমারকে চিনে রাখা সম্ভব নয়।'

'ওকে, হানি,' এক পা এগোল পেরেয, ওর বাহু ধরার জন্যে হাত বাড়াল। 'তোমার জন্যে নতুন কাজের এক কন্ট্রাক্ট নিয়ে এসেছি আমি। চলো, বাইরে গিয়ে কথা বলি, কেমন?' বাহু চেপে ধরল সে।

'ও আমার সাথে এসেছে,' মৃদু, তবে দৃঢ় গলায় বলল মাসুদ রানা। ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে পেরেয তো বটেই, শার্লি পর্যন্ত ঘুরে তাকাল।

'চুপ করে থাকো, গ্রিঙ্গো! চাপা গলায় ধমক লাগাল লোকটা 'কেউ তা জানতে চায়নি।' কথাটা শেষ হতে না হতে 'হুঁক!' করে উঠল সে দুই উরুর মাঝে শার্লির শটগানের ব্যারেলের গুঁতো খেয়ে। থাবা দিয়ে টেবিল আঁকড়ে ধরল নিজেকে সামাল দেয়ার জন্যে।

'আমিও বলছি আমি ওর সাথে এসেছি,' ব্যথায় বিকৃত স্প্যানিয়ার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল মেয়েটি 'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

মুখ খোলার কসরৎ করছিল লোকটা, এই সময় বীয়ার নিয়ে হাজির হলো ওয়েট্রেস। 'দেয়ার ইয়ে গো,' আবার বুক দুলিয়ে হাসল। 'সাড়ে তিন ডলার। অবশ্য তোমাদের বন্ধুরা যদি কিছু অর্ডার না করে।'

ব্যথা ভুলে সুযোগটা নেয়ার চেষ্টা করল পেরেয, চট্ করে হাত ভরে দিল পকেটে। 'আমি দিচ্ছি বিল।'

রানার ডান হাত বিদ্যুৎচমকের মত শূন্যে উঠেই আছড়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ের ওপর। এতই দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা যে কারও চোখেই পড়ল না, পেরেযকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখল কেবল। ওর সঙ্গী দ্রুত এগোতে যাচ্ছিল, ঝট্ করে অন্য হাত উঠে এল রানার। বুড়ো আঙুল লোকটার বগলের নিচে ভরে দিল ও, মধ্যমা

তুলে কাঁকড়ার মত আঁকড়ে ধরল শোল্ডার বোন। একটু চাপ পড়তেই বাপের নাম বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

ওদিকে পেরেযকে আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে হাসি মুছে গেল ওয়েট্রেসের মুখ থেকে, চুইঙ্গাম চিবানোও বন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দশ ডলারের একটা নোট তার ট্রে-তে ছেড়ে দিল রানা। 'কীপ দ্য চেঞ্জ, হানি! ওরা প্রচুর গিলে ফেলেছে এরইমধ্যে, দেখছ না?' চোখ নাচিয়ে পেরেযকে দেখাল।

'ওহ্, মাই!' তাকে নয়, বিস্মিত দৃষ্টিতে নোটটার দিকে তাকাল মেয়েটি। তারপর উঁচু বুক আরও উঁচু করে হাসল। 'থ্যাঙ্ক ইয়া'ল! এনি টাইম।'

ও বিদেয় হতে টলটলায়মান স্প্যানিয়ার্ডকে দেখল রানা। অন্য হাতে তখনও ধরে রেখেছে তার অবসর-সময়ে-মাছি-মারা সঙ্গীকে। 'বসে পড়ো,' হুকুম করল ও। 'হাত দুটো টেবিলে রেখে।'

তাই করল পেরেয। অন্যটাও কাঁধে চাপ খেয়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো। 'তেড়িবেড়ি করলে জানে মেরে ফেলব,' চোখ পাকাল রানা।

চুপ করে বসে থাকল ওরা। চেহারা দেখে মনে হয় সবে মায়ের পেট থেকে পড়েছে, কিচ্ছু বোঝে না। 'আপনি কিসে এসেছেন?' জানতে চাইল শার্লি।

'বোটে।' মুখ ঘুরিয়ে সেলুনের মেইন দরজা দেখাল রানা। 'জেটিতে বাঁধা আছে।'

'জেটি ওদিকে নয়,' মাথা দোলাল সে, উল্টোদিক দেখাল। 'ওদিকে। এদের রাস্তা সার্কুলার বলে আমিও প্রথমবার তাই ভেবেছি।'

'তা হবে,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ও। নজর বারের দিকে। কয়েকজন ভিড় ঠেলে এদিকে আসার চেষ্টায় আছে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সাধারণ খদ্দেররা গুঁতোগুঁতি পছন্দ করছে না বলে দেরি হয়ে

যাচ্ছে।

হঠাৎ কাঠ ভাঙার মড়াৎ শব্দ শোনা গেল, পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল কেউ। পেরেযের সঙ্গীদের একজনকে পাঞ্চব্যাগ বানিয়ে এক খদ্দের বক্সিং প্র্যাকটিস করছে দেখে হেসে উঠল রানা। সংক্রমিত হয়ে পড়ল ব্যাপারটা, দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল, হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেল চোখের পলকে।

'এখন একজন পিয়ানিস্ট হলে ভাল হত,' রানা বলল। 'আরও ভাল জমত ব্যাপারটা।'

শার্লি উঠে পড়ল। 'চলুন, এই সুযোগে কেটে পড়ি।'

'হ্যাঁ।' পেরেযের কাঁধে চাপড় মারল ও। 'তোমার অস্ত্রটা বের করো, বাপ। তুমিও বের করো, হাতির বাচ্চা!'

হঠাৎ গুলির শব্দে চাপা পড়ে গেল আর সব। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'হোল্ড ইট!'

ঘুরে তাকাতে এক লোকের ওপর চোখ পড়ল রানার। খুব সম্ভব পেরেযের সঙ্গীদের কেউ হবে, এদিকে অস্ত্র তাক্ করে দাঁড়িয়ে আছে। একদম নীরব হয়ে গেছে সেলুন, নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। নড়াচড়া ভুলে গেছে সবাই।

অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে ওয়ালথার বের করেই গুলি ছুঁড়ল রানা, লাগানোর জন্যে নয়, ব্যাটাকে ভড়কে দেয়ার জন্যে। ইচ্ছে পূরণ হলো, ওর অসম্ভব দ্রুত রিফ্লেক্স দেখে আঁতকে উঠে ডাইভ দিল লোকটা, তিন-চারজনকে নিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। একই মুহূর্তে পিছন ফিরে ফায়ার করল শার্লি, ২০ গজের হেভি ক্যালিবার বুলেটের আঘাতে সেলুনের কাঠের দেয়ালের অনেকখানি উড়ে গেল, মানুষ গলার মত যথেষ্ট বড় এক গর্ত তৈরি হলো ওখানে।

'কামন! লেট'স মুভ!' চেঁচিয়ে উঠল সে, পরক্ষণে এদিকে ঘুরে সিলিং সই করে আবার গুলি করল। প্রত্যেককে বাধ্য করল শুয়ে পড়তে।

'বেরিয়ে যাও!' ওয়ালথার প্রস্তুত রেখে নির্দেশ দিল রানা। 'আমি সামলাচ্ছি এদের।' আড়চোখে মেয়েটিকে ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে দেখে গলা চড়িয়ে বলল, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে ফ্লোর ছেড়ে উঠবে, সে যেন যিশুর নাম নিয়ে তারপর ওঠে। দেখামাত্র গুলি করব আমরা,' বলতে বলতে পেরেযের দিকে তাকাল ও।

কাঠের ফ্লোরে গাল ঠেকিয়ে শুয়ে আছে লোকটা, ওকে ঘুরে তাকাতে দেখে খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে আশঙ্কা করে গাল কোঁচকাল। পিস্তলের নল তার দিকে সই করে ধরল রানা। থমথমে গলায় বলল, 'তোমার হিসেব আজ বাকি রেখে গেলাম, পেরেয। পরে শোধ করব।'

সম্পূর্ণ অচেনা কারও মুখে নিজের নাম শুনে বিস্মিত হলো পেরেয। রানা খেয়াল করল ব্যাপারটা, কিন্তু আর কিছু না বলে একলাফে বেরিয়ে গেল ফাঁক দিয়ে। পিছনে নজর রেখে ছুট লাগাল বোটের দিকে। শার্লি থাকল ওর কয়েক গজ সামনে। কোনাকুনি দৌড়ে বড়জোর দশ গজমত এগিয়েছে, এই সময় গর্তের কাছে পেরেযকে দেখা গেল।

গুলি করল রানা, ঝপ্ করে বসে পড়ল লোকটা, পরক্ষণে হাত বাড়িয়ে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল আন্দাজে। এক মুহূর্ত পর তার সঙ্গী হাতির মুখটা দেখা দিল ওখানে, গুলি করল লোকটা। দাঁতমুখ খিঁচে এঁকেবেঁকে ছুটল ওরা, পেরেয তাড়া করার মত সুযোগ পাওয়ার আগেই জেটিতে উঠে পড়ল। রবার্টর্স বিপদ টের পেয়ে আগেই এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল, ওরা ওঠামাত্র ফুল রিভার্স দিয়ে পিছিয়ে নিল বোট, তারপর মুখ ঘুরিয়ে খোলা সাগরের দিকে ভাগতে শুরু করল।

নিশ্চিন্ত হয়ে ওদের দু'জনের উদ্দেশে মুচকি হাসল যুবক। 'ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড।'

ক্রমে পিছিয়ে পড়তে থাকা জেটির দিকে তাকিয়ে থাকল

রানা-শার্লি। বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে ওখানে, হাত-পা নাড়ছে উত্তেজিত ভঙ্গিতে। কয়েকটা গানফ্ল্যাশও চোখে পড়ল—গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু বোট ততক্ষণে ওদের নাগালের অনেক বাইরে চলে এসেছে। দেখতে দেখতে প্রায় মিলিয়ে গেল জেটি, টিমটিমে কয়েকটা আলো ছাড়া আর সব মুছে গেছে ওয়েস্ট আইল্যান্ডের।

মেয়েটির দিকে নজর দিল এবার মাসুদ রানা। তীব্র বাতাসে পিছনের চুল পতাকার মত উড়ছে ওর। 'তুমি তাহলে পাইলট?'

'হ্যাঁ। ছিলাম একসময়।'

'নিজের প্লেন আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি প্লেন?'

'বীচক্র্যাফট ব্যারন।'

'গুড!'

চোখ কুঁচকে উঠল শার্লির। 'মানে?'

'এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম চার্টার করলে তোমার মত সুন্দরীর প্লেন চার্টার করাই ভাল। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে তাহলে।'

'কি হবে?'

'নেভার মাইন্ড। পেরেয তোমাকে কি করে চিনল?'

'ভিক্টর ইমানুয়েলের ব্যবসায়িক পার্টনাররা মাঝেমধ্যে চার্টার করে আমাকে, ওদের নিয়ে ইসথুমস্ আসা-যাওয়া করি, দেখেছে নিশ্চয়ই।' ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। 'চার্টারের কথা কি যেন বলছিলেন?'

'ঠিক করেছি তোমাকে নিয়ে ইসথুমস্ সিটি যাব।'

'ইসথুমস্ সিটি, কেন! ওখানে কেন যাবেন আপনি?'

'ভিক্টরের সাথে বোঝাপড়া করতে,' বলল ও।

'পাগল হয়েছেন আপনি!' বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল শার্লির। 'কি বলছেন! জানেন, ওখানে কতবড় ক্ষমতাধর মানুষ

সে? বাহামার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকে ওখানে ভিক্টরের কেনা গোলাম। যদি সে কোনমতে জানতে পারে এ খবর, আমাদের কারও একগাছি চুলও খুঁজে পাবে না কেউ, সমস্ত প্রমাণ...'

'সেলুনে তোমাকে খুব সাহসী মনে হয়েছিল বলে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম,' হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল রানা। 'যাকগে, আমি অন্য ব্যবস্থা করে যাব।'

ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে থাকল শার্লি। 'তবু যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

রানার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গলা শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। ফিসফিস করে বলল, 'পাগল নাকি আপনি?' মাথা দোলাল আপনমনে, 'এখন বুঝতে পারছি টম আপনার সম্পর্কে যা যা বলেছে, তার মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছু নেই। আপনি আসলেই...এই জন্যেই আপনাকে এত পছন্দ করে ও।'

কবে, কখন, ওর সম্পর্কে শার্লিকে কি বলেছে টম, জানতে চাইল না রানা। একমনে সিগারেট টেনে চলেছে। ভাবছে কিছু।

ছয়

কী ওয়েস্ট। জেটিতে পা রাখামাত্র লোক দুটোর ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। এবং ওরা কারা, তা-ও বুঝে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। মানুষগুলোর চেহারা, হাঁটার ধরন, নির্বিকার ভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে পরিচয় লেখা আছে পরিষ্কার, অভিজ্ঞ চোখের বুঝে নিতে অসুবিধে

হয় না। ওরা প্রফেশনাল। দু'জনেরই ডান হাত পকেটে।

তবে ওরা যে দু'জন নয়, চারজন, তা টের পেতে একটু সময় লাগল। ততক্ষণে প্রথম দু'জন রানার দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন চাপা গলায় বলল, 'এফবিআই। প্লীজ, আমাদের সাথে আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'কোথায়?' চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

'কাছেই, স্যার,' অন্যজন বলল বিনয়ের সাথে। থুতনি উঁচু করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ি দেখাল। 'ওদিকে চলুন।'

'কেন?'

'জরুরী কাজ আছে। সময় নষ্ট করবেন না, প্লীজ। কারও চোখে পড়ে যেতে পারে।'

'আপনাদের আইডি দেখান,' দৃঢ় গলায় বলল ও।

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই এজেন্ট। ডানদিকের লোকটা শ্রাগ করল। ওর চোখে চোখ রেখে কোটের ভেতরের পকেট থেকে কার্ডটা বের করে ধরিয়ে দিল হাতে। 'দেখুন। এবং দয়া করে তাড়াতাড়ি চলুন।'

সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা, কিন্তু এরা ওর কাছে কি চায় বুঝতে না পেরে আবার প্রশ্ন করল, 'কোথায় যেতে হবে বললেন না?'

'বলেছি তো, কাছেই,' প্রথমজন বলল।

'এক মিনিট, আমার সঙ্গে আরও দু'জন...' জেটির দিকে ফিরে থেমে গেল ও। আরও দুই এজেন্ট রবার্টস ও শার্লির পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, নিচু গলায় আলোচনা চলছে ওদের মধ্যে।

'আমাদের সঙ্গীদের সাথে আসছে ওরা। আপনি আমাদের সাথে চলুন।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'বেশ, চলুন।'

পিছনে উঠল রানা, এজেন্ট দু'জন সামনে। চলতে শুরু করল গাড়ি। পাঁচ মিনিট পর শহরের ব্যস্ত এলাকা ম্যালোরি স্কয়ারে পৌঁছল, হসপিটাল ছেড়ে আরেকটু গিয়ে থেমে পড়ল পেভমেন্ট

ঘেঁষে। কাছেই কোথাও গির্জার ঘড়িতে রাত দশটার ঘণ্টা পড়ল।

'আসুন, প্লীজ,' চালকের পাশেরজন বলতে বলতে নেমে পড়ল। গজ বিশেক দীর্ঘ, সরু প্রাইভেট রোড ধরে বড় একটা বাড়ির দিকে তাকাল। রানাও দেখল বাড়িটা। পুরানো ধাঁচের বাড়ি, দোতলা। গেটের ওপর আধখানা চাঁদের মত বড় সাইনবোর্ডে লেখা: হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়াম, হেমিংওয়ে হাউস।

নিচে সরু চেইনের সাথে ঝুলছে আরেকটা ছোট বোর্ড। ওটায় লেখা আছে: ক্লোজড্।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বাড়ি এটা, জানা আছে ওর। ত্রিশের দশকের শুরু থেকে '৬১ সাল পর্যন্ত এখানে থেকেছেন তিনি। কয়েকটা উপন্যাসও লিখেছেন এখানে বসে।

'আসুন।' ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল দুই এজেন্ট, সামনের প্রকাণ্ড বাগান পেরিয়ে এল, তারপর বড় এক সুইমিংপুল ঘুরে দোতলায় ওঠার চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ওপরে এসে টানা বারান্দা ধরে শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়ে বাঁয়ে ঘুরল, আরও খানিকটা গিয়ে আবার বাঁয়ে। জায়গাটা অন্ধকার।

নিচে সামনের মেইনরোড দেখতে পেল রানা। দেখল আরও একজনকে। ওর হাত দশেক সামনে দাঁড়িয়ে নীরবে সিগারেট টানছে। দীর্ঘদেহী, বয়স্ক। রানার পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল লোকটা, এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি পিটার লেমন্ট, মিস্টার মাসুদ রানা, মায়ামি হেড অভ ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি। নাইস টু মীট ইউ।'

একটা ধাক্কা খেল ও। 'মাই প্লেযার।'

'আপনাকে এভাবে ধরে আনতে হলো বলে আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু উপায় ছিল না। টমের অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে কাল এসেছি আমি। আপনি এখানে আছেন শুনে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু...সে যাক্।' ইঙ্গিতে দুই এফবিআই এজেন্টকে সরে যেতে বললেন ভদ্রলোক।

'কেন খুঁজছেন আমাকে?'

সিগারেট মেঝেতে ফেলে হিল দিয়ে পিষে দিলেন লেমন্ট। 'আমি শুনেছি আপনি ভিক্টরকে ধরার চেষ্টায় আছেন, তাই ভাবছিলাম কতদূর এগিয়েছেন খোঁজ নিয়ে যাই। আপনি চাইলে আমার ডিপার্টমেন্ট আপনাকে সাহায্য করতে পারে, সেই প্রস্তাবটাও দিয়ে যাই।'

চুপ করে থাকল রানা; কি বলবে ভাবছে।

'আপনি অসন্তুষ্ট হননি তো?' সন্দেহ ফুটল তাঁর গলায়।

'না। মোটেই না।'

রাস্তার দিকে নজর দিলেন ভদ্রলোক। 'টম হ্যারিসন আপনার কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি জানি, মিস্টার রানা। এ-ও জানি আপনি একা কাজ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু ভিক্টর ইমানুয়েলের ব্যাপারে তা না করলেই ভাল করবেন আপনি।'

'আপনার প্রস্তাবটা বলুন, মিস্টার লেমন্ট,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করুন, তবে বেশি নয়, প্লীজ। আমি খুব টায়ার্ড।'

'তা-ও জানি, পরপর দু'রাত ব্যস্ত ছিলেন আপনি। কাজ নিশ্চয়ই অনেকদূর এগিয়েছে, আই বিলিভ?'

'কিছুটা।'

'ভিক্টর এখন কোথায় আছে জানেন?'

'ইসথুমস্ সিটিতে।'

'ঠিক। ক'দিন পর ওখানে কম করেও এক কুড়ি মাদক ব্যবসায়ী জড়ো হতে যাচ্ছে...'

'তাও জানি,' বাধা দিল ও। 'সম্মেলন অর্গানাইজ করার কাজে এখন কিছুদিন ব্যস্ত থাকবে ভিক্টর।' খবরটা শার্লি দিয়েছে রানাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মাদক ব্যবসায়ীরা ইসথুমস্ যাবে ভিক্টরের সঙ্গে নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি সই করতে। অর্থাৎ

ভিক্টরের বিস্তৃত সম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হতে যাচ্ছে অল্পদিনের মধ্যে। এই খবর টমকে জানাতেই ব্যারেলহেড গিয়েছিল মেয়েটি।

'অনেক খবরই জেনে গেছেন দেখছি,' হাসলেন পিটার লেমন্ট। 'বাট দেন,' শ্রাগ করলেন। 'আপনার দ্বারা কিছুই যে অসম্ভব নয়, তাও জানি আমি। এখন কি ঠিক করেছেন, ইসথুমস্ যাবেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই আপনাকে।' রানা স্রেফ 'না' করে দিতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, আগে আমার প্রস্তাবটা শুনুন। যদি পছন্দ না হয়, যা করার একাই করবেন। ভিক্টরের শেষ দেখতে চাই আমরা, তা সে যে ভাবেই হোক। আমাদের হয়ে কাজটা কেউ একজন করে দিলে আমরা বরং খুশি হব। কৃতজ্ঞ হব তার প্রতি। তবে আপনার জায়গায় আর কেউ হলে হয়তো এতটা আগ্রহী হতাম না আমি সাহায্য করতে।'

'বেশ, বলুন,' সিগারেট ধরাল রানা।

'আপনার ইসথুমস্ সিটি যাওয়ার চমৎকার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছি আমি। মনে মনে অবশ্য। আপনি রাজি হলে বাকিটা আজ রাতেই সেরে ফেলতে পারব। এতে শুধু ওখানে যাওয়াই নয়, সরাসরি ভিক্টরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা সুযোগও পেয়ে যেতে পারেন আপনি।'

'কি ভাবে?'

বলতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে বলে থামলেন। 'কেমন মনে হচ্ছে?'

'খারাপ নয়,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। সত্যিই মন্দ নয়, দারুণ প্ল্যান এঁটেছেন লেমন্ট। ব্রিলিয়ান্ট। 'তারপর?'

আবার বলতে শুরু করলেন তিনি, এবার বিস্তারিত। দশ মিনিট পর শেষ করে হাসলেন। রানার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন প্ল্যান ওর পছন্দ হয়েছে, তবু বললেন, 'কি মনে হয়?'

'ভালই তো।'

'পছন্দ হয়েছে?'

শ্রাগ করল ও। 'না করার কোন কারণ নেই।'

'ধন্যবাদ। এবার বলুন, আপনি রাজি?'

'হোয়াই নট! কিন্তু ডাকাতি করবে কে?'

'ডোন্ট বদার। সে সব আমি দেখব।' আবার সিগারেট ধরালেন ডিইএ হেড। 'কাল দুপুরের এডিশনে আপনাদের গ্রুপ ছবি আর খবর ছাপানোর ব্যবস্থাও করে রাখব। তারপর আপনাদের ইসথুমস্ যাওয়ার ব্যবস্থা...'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' রানা বলল। 'ইন ফ্যাক্ট সে ব্যবস্থা করে ফেলেছি আমি অলরেডি।'

'ওকে, তাহলে আর কথা কি!'

দু'দিন পর।

ইসথুমস্ সিটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট একেবারে সাগরের তীরে। ইসথুমস্ হারবার পেরিয়ে মাইলখানেক গেলেই রানওয়ের শুরু। নোংরা বস্তি যেমন আছে শহরে, তেমনি আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক আর হোটেলেরও অভাব নেই। দেখলে যে কেউ বুঝবে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে এখানে। খুব গরীব, নয়তো খুবই ধনী। মধ্যবিত্ত বলে কোন শ্রেণী নেই।

টাওয়ারের ক্লীয়ারেন্স পেয়ে ল্যান্ড করল শার্লি, চমৎকার মার্কিং করা রানওয়ে ৩৩-লেফট ধরে দৌড় লাগাল পিচ্চি বীচক্র্যাফট ব্যারন। দৌড় শেষ হতে ট্যাক্সি করে একজিকিউটিভ সেকশনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা লাইট, দামী এয়ারক্র্যাফটের কাছে পার্ক করল। অফ করে দিল জোড়া কন্টিনেন্টাল ১০-৪৭০-এল এঞ্জিন।

'দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বিত্ত-বৈভবের অদ্ভুত মিলনক্ষেত্র এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ড্রাগস্ ব্যারনের মাটিতে

তোমাকে স্বাগতম, মাসুদ রানা, থুড়ি, অ্যালেক উইলসন,' অতিনাটুকে ভঙ্গিতে বলল মেয়েটি।

ফ্লাইট ডেকের ডানদিকে বসা মাসুদ রানা হাসল মুখ টিপে। 'অজায়গায় যদি এইরকম ভুল-টুল করে বসো, তাহলে আমি গেছি।'

শার্লি আর কিছু বলার সুযোগ পেল না, এক অল্পবয়সী গ্রাউন্ড ক্রু উঠে এল, রানার পৃথিবীর সেরা, সবচে দামী লুই ভুইটন লাগেজের ম্যাচিঙ সেট নামিয়ে খুদে এক ট্রাকে তুলল। ওরাও নেমে এল, টারম্যাকে পা রেখে কাছে পার্ক করা এক সাদা রঙের গালফস্ট্রীম টু-র দিকে তাকাল। ওদের সামান্য আগে ল্যান্ড করেছে ওটা। টেইলে সোনালী লোগো: ইসথুমস্ ক্যাসিনো। শেষের 'o' একটা ধাতব মুদ্রা। এঞ্জিন অফ করা হয়নি এখনও।

যাত্রীরা নামছে, সবাই এশিয়ান মনে হলো রানার। দু'জন চীনা, একজন কোরিয়ান, একজন পাগড়িওয়ালা মোছুয়া শিখ। বাকি দু'জনের জাতীয়তা বোঝা গেল না, মালয়েশিয়া, মায়ানমার বা ভিয়েতনাম, যে কোন দেশের হতে পারে।

'কেমন বুঝছ?' চাপা গলায় বলল শার্লি।

জবাব না দিয়ে দলটার দুই সদস্যের অভ্যর্থনা কমিটির দিকে তাকাল রানা। 'ওদের চেনো নিশ্চই?'

'হ্যাঁ। সোনালী চুলের লোকটা আমেরিকান, ক্যারি লোয়েল। ভিক্টরের ফিনান্সিয়াল উইয কিড। ওয়াল স্ট্রীটে জালিয়াতির জন্যে ওকে খুঁজছে দেশের পুলিস।'

'প্লেনটা ভিক্টরের?'

'অবশ্যই! ভবিষ্যৎ ড্রাগস্ লর্ডদের বয়ে আনার ফ্রী সার্ভিস দিচ্ছে।'

এক কাস্টমস অফিসার ও এক আকর্ষণীয় হোস্টেস এসে যোগ দিল ওদের সাথে, সাইড এন্ট্রান্স দিয়ে বের করে নিয়ে এল স্পেশাল কার পার্কে। বেশ কয়েকটা লিমুজিন অপেক্ষা করছে

ওখানে।

'ওর সাথের লোকটা?' প্রশ্ন করল রানা।

'জন ম্যাসন। এক্স গ্রীন বেরেট ক্যাপ্টেন, পরে অবশ্য কুকর্মের জন্যে খুইয়েছে। ভিক্টরের সিকিউরিটি চীফ। ওটাকেও খুঁজছে ব্যুরো।'

রানার বাড়িয়ে ধরা পাঁচশো ডলারের নোটটা নিতে গিয়ে বিনয়ে প্রায় আধশোয়া হয়ে পড়ল কাস্টম্স অফিসার। না দেখেই সীল বসিয়ে দিল পাসপোর্টে।

'লিমোর জন্যে কত?' বলল ও।

'আপনার জন্যে, স্যার?' উজ্জ্বল হাসি দিল অফিসার। 'একশো দিলেই হবে।'

পাঁচ মিনিট পর বিলাসবহুল লিমোয় চড়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা, প্রশস্ত হাইওয়ে ধরে মূল শহরের দিকে চলল। পথের দু'পাশে পুরানো, শ্রীহীন ঘরবাড়ি, ছেঁড়া কাপড় পরা বাচ্চারা রাস্তায় খেলা করছে। বয়স্করা কার্বে বসে আছে–ক্ষুধার্ত, অনিশ্চিত চেহারা। বেকার। বেপরোয়া ভাবভঙ্গি।

গাড়ি যত এগোচ্ছে, শহরের চেহারাও তত বদলাচ্ছে। এক সময় অভিজাত এলাকায় এসে পড়ল ওরা, দু'দিকের ঘর-বাড়ি, দোকানপাট সব ঝকঝকে। সবকিছুতে বিলাসের ছড়াছড়ি। আগে থেকে বলা ছিল, কাজেই সেরা হোটেল এল প্রেসিডেন্টের কার পার্কে প্রায় রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হলো সেনিয়র অ্যালেক উইলসনকে।

হাত কচলানো, ঘন ঘন বো, মাথা চুলকানো আর দাঁত দেখানোর মধ্যে দিয়ে ম্যানেজার নিজে রিসিভ করল। তাদের সেরা স্যুইটে নিয়ে এল গেস্টদের। লাগেজ বয়ে আনতে তিন বেলবয় দরকার হলো। রানাকে স্যুইট ঘুরিয়ে দেখাল ম্যানেজার, জানতে চাইল পছন্দ হয়েছে কি না।

'চলবে,' শ্রাগ করল ও। 'তবে আমি রোজ দু'বেলা তাজা ফুল

চাই সবক'টা রূমে।'

'নিশ্চই, সেনিয়র, নিশ্চই!'

'এবং বোলিঙ্গার-রেসিমেন্ট ডিজর্জ, অবশ্য যদি থাকে।'

দাঁত দেখাল লোকটা। 'অবশ্যই আছে, সেনিয়র। আমরা সবই রাখি মেহ্‌মানদের জন্যে।'

'গুড! এখনই এক কেস পাঠিয়ে দিন। আর হ্যাঁ, একটা রোলস্ রয়েস হায়ার করবেন, আছে তো?'

'নিশ্চই, সেনিয়র!' সবচেয়ে লম্বা বো-টা করল এবার ম্যানেজার। 'শোফারসহ হায়ার করব তো?'

'আপাতত করুন, পরে দেখা যাবে।'

'ভেরি গুড। সেনিয়র...ইয়ে, ভাবছিলাম...যদি রেজিস্ট্রেশন কার্ডে একটা সই...'

চিরতার পানি খাওয়া চেহারা করে পকেট থেকে একশো ডলার বিলের আস্ত এক তাড়া বের করল ও। বেলবয়দের দরাজ হাতে টিপস্ দেয়ার ফাঁকে হাত নেড়ে শার্লিকে দেখাল। 'আমার সেক্রেটারি, মিস পামেলা গ্লেন ওসব দেখবেন।'

লোকগুলো বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। চোখ কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। 'এবার কি?'

'তোমার ছুটি,' লাগেজ স্ট্যান্ডের সবচেয়ে বড় লুই ভুইটন কেসটা খুলল ও। ভেতরে ঠাসা টাকার বান্ডিল প্রায় উপচে পড়ার জোগাড় দেখে দম আটকে এল শার্লির, বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। ওখান থেকে কয়েকটা বান্ডিল নিয়ে ওর হাতে তুলে দিল রানা। 'থ্যাঙ্কস ফর এভরিথিং, ডিয়ার শার্লি। তোমার চাকরি খতম।'

বান্ডিলগুলো নিল সে, দ্বিধাগ্রস্তের মত রানার দিকে তাকাল। 'বলছিলাম, আমি বরং থেকেই যাই। তাতে সুবিধে হবে তোমার।'

এগিয়ে এসে ওর দু'কাঁধে হাত রাখল মাসুদ রানা। 'ব্যাপারটা

বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে, শার্লি। এরা তোমার পরিচয় জেনে গেছে।'

'জানুক না, তাতে কি? চেহারা তো চেনে না। চেনে কেবল পেরেয, সে এখন এখানে নেই। আমি সতর্ক থাকব, যদি দেখি পেরেযও এসেছে, কেটে পড়ব।'

রানাকে নিরুত্তর দেখে উৎসাহ পেয়ে গেল মেয়েটি। 'ভেবে দেখো, আজ না হোক কাল আমার সম্পর্কে ডিটেইলড্ জানবে ভিক্টর, তখন কোথাও পালিয়ে রেহাই পাব না আমি। কাজেই আমার বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ও আমাকে ধরার আগেই ওকে ধরতে তোমাকে সাহায্য করা,' হাসল সে অদ্ভুত মিষ্টি হাসি। 'তাছাড়া এক-আধটু ফাইট আমিও করতে জানি। অতএব আমি থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই কোন। কি বলো?'

বুদ্ধি আছে, ভাবল ও, সঠিক পয়েন্ট ঠিকই ধরেছে। তারওপর যেমন সুন্দরী, তেমনি সাহসী মেয়ে। এরকম এক সঙ্গিনী থাকলে সত্যিই লাভ। ভিক্টরের চ্যালাদের চেনে ও ভালমত, ওটাও একটা প্লাস পয়েন্ট। 'ওকে,' ঝাড়া এক মিনিট পর বলল রানা। 'গ্র্যান্টেড।' আরও একটা বান্ডিল ধরিয়ে দিল। 'এই টাকায় দামী কিছু ড্রেস কিনে ফেলো এখনই। পার্লারে গিয়ে হেয়ার ডু করো।'

'থ্যাঙ্কস,' এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে কড়া চুমু খেল ঠোঁটে।

'এসব কি?' চোখ কোঁচকাল রানা। 'বসের সাথে এ কেমন আচরণ?'

বাঁকা কটাক্ষ হানল শার্লি। 'এ তো কিছু নয়, চাকরি কনফার্ম হওয়ার খুশিতে বকশিশ।'

হাসি ঠেকাতে পারল না রানা। ও বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ডেকে থামাল। 'টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রাখব ভাবছি, কোনটা ভাল হয়? ভিক্টর কোন ব্যাঙ্কে রাখে?'

'কোন ব্যাঙ্কে আবার, এই শহরের সবচেয়ে বড়টায়! ব্যাঙ্কো

ডি ইসথুমস্। ওর নিজের ব্যাঙ্ক।'

এক ঘণ্টা পর, শোফার চালিত সিলভার রঙের রোলস রয়েসে চড়ে হোটেল ছাড়ল ও। বিল্ডিংটা হোটেলের দুই ব্লক দূরে, আকাশছোঁয়া এক ক্লাসিক ভবন। ব্যাঙ্ক নিচতলায়। তার সাইনবোর্ড বিল্ডিঙের একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত বিস্তৃত। সাদার ওপর বিরাট একেকটা সোনালী অক্ষরে লেখা: ব্যাঙ্কো ডি ইসথুমস্। সাদা আর সোনালী মনে হয় ব্যাটার পছন্দের রং, ভাবল রানা। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। সাদা পাউডার বেচে ব্যাঙ্কে সোনার পাহাড় গড়ছে, হবে না-ই বা কেন?

রাজসিক রোলস রয়েস ব্যাঙ্কের মেইন গেটে থামতে না থামতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক ব্যাঙ্ক পোর্টার। সঙ্গে চার বিশালদেহী সিকিউরিটি। নীল প্যান্ট-সাদা শার্টের ইউনিফর্ম পরা, ওপরে চকলেট রঙের লেদার জ্যাকেট। মাথায় বেইস-বল ক্যাপ। জ্যাকেটে সোনালী ইনসিগনিয়া। সবার হাতে একটা করে পাম্প-অ্যাকশন শটগান। একেকজনের যা আকার-আকৃতি, হঠাৎ দেখলে যে কোন সাধারণ মানুষের কলজের পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এবারও ফোন করেই এসেছে রানা, অভ্যর্থনা কমিটিও তাই তৈরি ছিল। বুট খুলে দিল শোফার, দুটো সুটকেস ভেতরে, ওর ইঙ্গিতে দুটোই বের করল পোর্টার, পেতলের তৈরি ঝক্ঝকে হ্যান্ডকার্টে তুলে জানাল, ম্যানেজার সেনিয়রের জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছেন। বিশাল দুই কাঁচের দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরে গিয়ে পথ করে দিল, ভেতরের অসম্ভব সুন্দর মার্বেল পাথরের ডেকো লবি পেরিয়ে এগিয়ে চলল ওদের ছোট মিছিল। ভেতরে প্রচুর কাস্টমার দেখে বিস্মিতই হলো রানা।

ভিক্টর ইমানুয়েলের রেকর্ড সারা পৃথিবী জানে। জীবনের কোন গ্যারান্টি নেই লোকটার। যে কোন মুহূর্তে ফেল মারতে পারে ওর ব্যাঙ্ক, জানা কথা। তবু এত কাস্টমার কোন ভরসায়...। একটা ডাক কানে এল রানার, মনে হয়েছে ওর উদ্দেশেই ছাড়া হয়েছে।

'হাই, অ্যামিগোজ!'

গলা লক্ষ্য করে ঘুরে তাকাতেই ধড়াস করে একটা লাফ দিল কলজে–ভিক্টর ইমানুয়েল! লবির ও প্রান্তের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে হেলেদুলে নেমে আসছে। সাদা স্যুটে মোড়া ব্রোঞ্জের মূর্তির মত লাগছে দেখতে। প্রায় ওরই মত লম্বা, বয়সও কাছাকাছি। চৌকো মুখ, প্রশস্ত, মসৃণ কপাল। ছোট ছোট চুল, খুলি কামড়ে ধরে আছে। কয়লার মত রঙ চোখের। সব মিলিয়ে বেশ সপ্রতিভ ভাব। ঝক্ঝক্ করছে সাদা দাঁত। ভুলটা একটু পরই ভাঙল রানার, ওকে নয়, ওর পিছনে দাঁড়ানো সেই ছয় ওরিয়েন্টালকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে লোকটা। ওদের মধ্যে ভিক্টরের ফিনান্সিয়াল উইয কিড ও সিকিউরিটি চীফও আছে।

বেশি কিছু দেখার সময় হলো না, দলটাকে নিয়ে ওপরে চলে গেল ড্রাগস ব্যারন। ওকে নিয়ে ম্যানেজারের অফিসে ঢুকে পড়ল দলটা। রানার চাইতে ইঞ্চিখানেক লম্বা হবে মানুষটা, ওরই মত দামী স্যুট আর জুতোয় নিপাট ভদ্রলোক। ওকে দেখে ছোটখাট হেলিপ্যাড সাইজের টেবিল ছেড়ে দ্রুত উঠে এল সে। 'সেনিয়র অ্যালেক উইলসন?' হাসল বিনয়ের সাথে। 'আমি ফ্র্যাঙ্কো ডি লোরকা। গুড টু মীট ইউ, সেনিয়র। বসুন, প্লীজ। বলুন, কি সেবা করতে পারি।'

কেস দুটোর ডালা খুলে ভেতরটা দেখাল ও। 'ছোট একটা ডিপোজিট করতে এসেছি আপনার ব্যাঙ্কে।'

সেদিকে তাকাল লোরকা, কিন্তু রানা যা আশা করছিল, তেমন কিছুই ঘটল না। বিন্দুমাত্র বিস্ময়ও ফুটল না তার চেহারায়, বরং ভাব করল যেন ওর মত মক্কেল দু'চারজন রোজই আসে। মৃদু সৌজন্যের হাসি দিয়ে বেল টিপল সে, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল এক যুবতী, তামাটে সুন্দরী। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে রানার মনে হলো ব্যাঙ্কার না হয়ে মডেল হওয়া উচিত ছিল মেয়েটির।

'অ্যাঞ্জেলা, একটু কষ্ট করতে হবে। আমাদের নতুন কাস্টমার,

সেনিয়র উইলসনের টাকাগুলো গুনতে হবে।'

'শিওর!' বলে ক্যাটওয়াকে হাঁটার মত পা ফেলতে শুরু করেছিল মেয়েটি, কিন্তু তিন পা যেতে না যেতে প্রদর্শনীর ইতি টেনে দিল রানা।

'ওখানে একজ্যাক্টলি সাড়ে নয় মিলিয়ন ডলার আছে।'

'থাক্ তাহলে, মাই ডিয়ার,' স্মিত হাসি হাসল ম্যানেজার। 'আর কষ্ট করার দরকার নেই। কেবল ডিপোজিট রিসিটটা তৈরি করে দাও।' রানার দিকে ফিরল। 'আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, সেনিয়র।'

পোর্টার ডেকে টাকা নিয়ে ভল্টের দিকে চলে গেল অ্যাঞ্জেলা। বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড পর দরজায় নক্ হলো, আরেক যুবতী এসে ঢুকল ভেতরে। বহু মূল্যবান সাদা লাইটওয়েট স্যুট পরা, পায়ে মিডিয়াম হিলের সীব্যাগো। চিনতে পারল না রানা, তবে মেয়েটি যে যে-কোন পুরুষের বুকে সেকেন্ডে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো নিজের বুকের অবস্থা টের পেয়ে।

'সেনিয়র লোরকা!' মুখ খুলল মেয়েটি, এবং সঙ্গে সঙ্গে রানা বুঝল ও শার্লি। মনের চোখ কপালে উঠে গেল ওর--আরি সব্বোনাশ! এই সেই মেয়ে? ও তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে দ্রুত এক টুকরো অন অ্যান্ড-অফ হাসি দিল শার্লি।

'ইয়েস সেনিয়রিটা?' মুখে হাজার ভোল্টের আলো জ্বলে উঠল ম্যানেজারের। 'আপনার জন্যে...'

'আমি মিস্টার অ্যালেক উইলসনের একজিকিউটিভ সেক্রেটারি।'

'এক মিনিট, পামেলা,' দ্রুত বলে উঠল রানা। 'বেশি দেরি নেই, হয়ে গেছে আমার কাজ।'

কিন্তু ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে ম্যানেজার। ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটল তার কণ্ঠে। 'সেনিয়র! ইনি আপনার স্টাফ তা আগে বলেননি তো!'

'সরি, কাজের কথা বলতে গিয়ে মনেই ছিল না।' অ্যাঞ্জেলাকে ঢুকতে দেখে উঠে পড়ল ও, রিসিটে এক পলক চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দিল। 'আমার নামে ইসথুমস্ ক্যাসিনোয় দুই মিলিয়ন ক্রেডিট ডিসপ্যাচ করা সম্ভব হলে খুব ভাল হয়, স্যার। গ্যাম্বলিং হচ্ছে আমার এক নেশা, বুঝলেন? তাই...'

'কোন অসুবিধে নেই, সেনিয়র। আমাদের চেয়ারম্যান ওটারও মালিক। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

'বাট, স্যার!' প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল শার্লি। 'জুয়োর বোর্ডে আপনি বড্ডো আনলাকি, আজ পর্যন্ত তেমন জিততে দেখিনি আপনাকে। কেন শুধু শুধু...'

'ওয়েল, সেনিয়রিটা,' হেসে এক পা এগোল ম্যানেজার। 'আমাদের দেশে পুরনো এক প্রবাদ আছে—যে ক্যাসিনোয় আনলাকি, সে বেডরূমে লাকি।' অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু শুরু করতে না করতে ব্রেক কষতে বাধ্য হলো রানা ও শার্লিকে শীতল চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে।

রোলস ক্যাসিনোর সামনে পৌঁছতে রানার বাহু ধরে মৃদু চাপ দিল শার্লি। 'দেখা যাক, ক্যাসিনোয় কি হয়। তার থেকে হিসেব করে বের করা যাবে বেডরূমে কেমন! ওয়াও, ডার্লিং, ইউ লুক গর্জিয়াস!'

ও তাকিয়ে আছে সামনে, মন আর কোথাও। 'থ্যাঙ্ক ইউ। অ্যান্ড ইউ লুক স্টানিং। ব্রাউনটায় ভীষণ মানিয়েছে তোমাকে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। ভিক্টর ইমানুয়েলকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।'

'তাই বুঝি?' হাসল শার্লি। ডোরম্যান এগিয়ে আসছে দেখে দ্রুত বলল, 'কথাটা তোমার বেলায় খাটলে অনেক বেশি খুশি হতাম। আচ্ছা, বাথরূমে অতক্ষণ কি করছিলে বেরোবার আগে?'

সবজান্তার হাসি দিল ও। 'ট্রিক্ অভ দ্য ট্রেড।' গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পোশাক বদলের আগে সত্যিই অনেকক্ষণ বাথরুমে কাটিয়েছে মাসুদ রানা, এবং তার কারণটাও ট্রিক্ অভ দ্য ট্রেড সম্পর্কিত। আজ রাতে ভিক্টর ইমানুয়েলের সাথে বৈঠকে বসার ইচ্ছে রানার, সে জন্যে কিছু প্রস্তুতি নিতে হয়েছে ওখানে বসে। আশা করছে ডাকটা ও তরফ থেকে আসবে।

ক্যাসিনোর ভেতরটা যেমন বড়, তেমনি বিলাসবহুল এবং সুন্দর। লবির পুরো ফ্লোর চকচকে পাথরের। এত চকচকে যে চেহারা দেখা যায় পরিষ্কার। ভেতরের ফ্লোর পুরু লাল কার্পেটে মোড়া। সুবেশী, চটপটে চেহারার ফ্লোর ম্যানেজারদের একজন এগিয়ে এল ওদের দিকে। নড করল সসম্মানে। 'ওয়েলকাম, সেনিয়র উইলসন, সেনিয়রিটা গ্লেন!'

একটা ভুরু তুলল রানা। 'এরমধ্যেই নাম ছড়িয়ে গেছে?'

'অফকোর্স, সেনিয়র। আমাদের এখানে যার টাকার যত ওজন, তার নাম তত দ্রুত ছড়ায়। আসুন, প্লীজ, আমাদের স্যালোন প্রিভি ওপরতলায়।'

দীর্ঘ মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা, উঁচু এক খিলানের মত দরজা পেরিয়ে তিন ধাপ নেমে আরেক বিশাল রুমে ঢুকল। এটাই মূল ক্যাসিনো। চারদিকে শ্বাসরুদ্ধকর জৌলুসের আয়োজন। মানুষ আর টেবিলের ছড়াছড়ি দেখে রানার মনে হলো দুনিয়ার সব ধরনের জুয়োই খেলা হয় এখানে। দীর্ঘ ফ্যান-ট্যান টেবিল ঘিরে প্রচুর মানুষ। ভ্রমরের মত গুঞ্জন করছে অনবরত। অন্যদিকে বাকারে, শেমিন দো ফার, রুলেত ও ব্ল্যাকজ্যাকও চলছে।

এখানেও সেই ছয় ওরিয়েন্টালকে দেখতে পেল ওরা। খেলায় ব্যস্ত। ওরমধ্যে এক চীনাকে চোখ ইশারায় দেখাল রানা। 'ভদ্রলোককে চিনি চিনি মনে হচ্ছে! উনি কে বলুন তো?'

'আমাদের বস্, সেনিয়র ভিক্টর ইমানুয়েলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' গলা খাদে নামিয়ে বলল ম্যানেজার। 'হংকং চাইনিজ, মিস্টার লিউ।'

'ও, না। তাহলে ভুল হয়েছে আমার। যাক্‌গে, আমার জন্যে প্রাইভেট টেবিল অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব? ব্ল্যাকজ্যাক?'

'একশোবার!' একটা সীলড্ প্যাকেট এগিয়ে দিল লোকটা। 'আপনার প্লেকস্, স্যার।'

ওটা হাতে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আজ রাতের জন্যে যথেষ্ট।'

'প্রয়োজন পড়লে আরও জোগাড় করা যাবে যে-কোন মুহূর্তে, সেনিয়র।'

রূমের এক মাথায় দীর্ঘাঙ্গী, সোনালী চুলের এক রূপসী ডিলার ও এক পিট বসের হাতে ওদের তুলে দিল ম্যানেজার। মেয়েটির নিখুঁত টেক্সান অ্যাকসেন্ট শুনে দ্বিতীয়বার তাঁকাল রানা। 'হেইডি ইয়া'ল!'

মাথা ঝাঁকাল ও, প্যাকেট খুলে টেবিলের প্রতিটা ঘরে প্লেক রাখল পাঁচ হাজার করে। হেসে মাথা ঝাঁকাল ব্লন্ড, পিট বসের উদ্দেশে পাঁচ আঙুল দেখাল। তারপর ঘুরে ডীল করতে লেগে পড়ল।

বিশ মিনিট যেতে না যেতে রানার সামনের প্রতিটা প্লেকের টাওয়ারের প্রায় টেবিল ছোঁয়ার দশা হলো। মাথা দুলিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। 'লিমিট ডবল করতে চাই আমি। টেন আ বক্স।'

পিট বসকে দশ আঙুল দেখাল হতভম্ব ডীলার, সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলল লোকটা। দূরে বসে তার কথা শুনতে পেল না মাসুদ রানা, কিন্তু দরকারও হলো না, ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝে ফেলল কি বলছে সে। লিপ রীডিং জানে ও।

'তরতাজা একটাকে পেয়েছি, চীফ,' বলল পিট বস্। পাঁচ গ্র্যান্ডে ফরসা হয়ে এখন দশ গ্র্যান্ডে খেলতে চাইছে।' একটু

বিরতি, মন দিয়ে ও প্রান্তের নির্দেশ শুনে মুখ খুলল আবার। 'আমেরিকানো। টেবিল ওয়ান।' আবার বিরতি। ঠোঁট গোল করে সিলিং দর্শন, তারপর, 'ওকে, চীফ।' মাথা ঝাঁকাল টেক্সানের দিকে ফিরে।

আধঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ পাল্টে গেল পরিস্থিতি, পাঁচ লাখের বেশি খুইয়ে বসেছিল মাসুদ রানা, তা পূরণ হয়ে আরও আড়াই লাখ প্লাস হয়ে গেল। ভিড় জমে গেল ওদের চারদিকে। পিট বসকে আবার রিসিভার তুলতে দেখল রানা। ডীলার ভার্জিন ডেক কল করে সরে গেল টেবিল থেকে, আরেক মেয়ে এল তার জায়গায়। মুখ তুলে তাকে দেখল ও, সেই হংকং চাইনিজকেও দেখল। খেলা ছেড়ে উঠে এসেছে রানার খেলা দেখতে।

নতুন ডীলার অ্যাঞ্জেলা, কয়েক ঘণ্টা আগে মেয়েটিকে ব্যাঙ্কে দেখেছে মাসুদ রানা। ব্যাঙ্কের কর্মচারী প্লাস ক্যাসিনো ডীলার? বাহ্!

'নিউ ডেক,' বলল মেয়েটি। চমৎকার ম্যানিকিওর করা দীর্ঘ আঙুল দিয়ে নতুন এক প্যাকেট কার্ড খুলে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে জোকার দুটো বের করে নিল, শাফল করতে লাগল। কোনদিকে নজর নেই।

মুখ তুলে পাশে দাঁড়ানো শার্লিকে দেখল রানা। 'আমার জন্যে একটা ভদকা মার্টিনি আনবে, প্লীজ?' খেয়াল করেছে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিট বসের চেহারা আমূল বদলে গেছে। স্রেফ হাঁ করে ওকে দেখছে লোকটা, হাত ফোনের রিসিভারের ওপর স্থির। খবর হয়ে গেছে?

'রাইট, স্যার,' ঘুরে দাঁড়াল শার্লি, নিতম্বে মোহনীয় ঢেউ তুলে ওয়েটারের খোঁজে এগোল।

ডীল শেষ করে ওর দিকে সরাসরি তাকাল অ্যাঞ্জেলা। মুখে মধুর হাসি। শুরু হয়ে গেল খেলা। প্রথম দানেই ভাগ্য ডিগবাজি খেল রানার, পুরো পঞ্চাশ হাজার ফরসা হয়ে গেল। 'টোয়েন্টি

ওয়ান,' ঘোষণা করল মেয়েটি। 'হাউস উইনস্।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'ব্যাড লাক। দ্বিতীয় দফা এমনটা ঘটতে দেখলে উঠে পড়তে পছন্দ করি আমি।'

উঠি উঠি করছে ও, পিছনে কয়েক জোড়া পায়ের মৃদু শব্দ শুনে স্থির হয়ে গেল। ডানে একজন এসে দাঁড়িয়েছে দেখে মুখ তুলল। লোকটা এক্স গ্রীন বেরেট, জন ম্যাসন-ভিক্টরের সিকিউরিটি চীফ। অন্যটা লুইজি।

'স্যার,' ম্যাসন বলল মৃদু নড করে। 'যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের ক্যাসিনো মালিক, সেনিয়র ভিক্টর ইমানুয়েল আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে খুব আগ্রহী।'

'ওহ্, হোয়াট আ প্লেজার, অফকোর্স! কোথায় তিনি, নিয়ে আসুন,' ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল রানা।

'ইয়ে, তিনি ওপরে আছেন, স্যার, নিজের অফিসে। বোঝেনই তো, ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। দয়া করে আপনি যদি আসেন আমাদের সঙ্গে, ভীষণ কৃতজ্ঞ হবেন তিনি।'

'আই সী। ওকে, এক মিনিট, আমার সেক্রেটারিকে আসতে দিন,' বলতে বলতে উঠে পড়ল রানা। তখনই ওয়েটার নিয়ে হাজির শার্লি। ওর দিকে কয়েক পা এগোল রানা। 'সরি, মিস প্যাম, আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে জরুরী একটা কাজে যেতে হচ্ছে। তুমি থাকো এখানে, আমার চেকটা কালেক্ট করো, প্লীজ।'

'স্যার, আপনার ড্রিঙ্ক?' ম্যাসন আর লুইজিকে দেখে বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল তার। ঠোঁট না নেড়ে চাপা গলায় বলল, 'কোন সমস্যা?'

'ওটা তুমিই খেয়ে নাও। মনে হয় না,' শেষের কথাটা একইরকম চাপা গলায় বলল ও। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল ম্যাসনের উদ্দেশে। 'চলুন, মিস্টার ম্যাসন। নাকি ক্যাপ্টেন ম্যাসন বলব?'

চাপা বিস্ময় ফুটল লোকটার চেহারায়, দ্রুত লুইজির দিকে

তাকাল একপলক। 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'না। আজ দুপুরে আপনাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মুখে আপনার নাম শুনেছি,' নির্বিকার চিত্তে বলল ও। 'আপনি তখন লাউঞ্জে ছিলেন কয়েকজন বিদেশীর সাথে। আমি ব্যাঙ্কে ছিলাম।'

স্বস্তি ফুটল লোকটার চেহারায়। 'তাই বলুন।'

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এল ওরা। লবির এক মাথায় হালিখানেক ইউনিফর্মড় গার্ড ভিক্টরের ব্যক্তিগত লিফটের পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে, ওটায় চড়ে ওপরে উঠে এল।

সাত

বাইরে পা রাখার আগেই আরও দু'জনকে দেখতে পেল মাসুদ রানা, লিফটের দরজার দু'দিকে দাঁড়িয়ে আছে বুকে হাত বেঁধে। সন্দেহ হলো এদের দেখেছে ও ক্রে কে-তে। ঠিকই সন্দেহ করেছে—ওরা ম্যান আর গুইরো। ওখানে কেউ সামনাসামনি দেখেনি রানাকে, কাজেই কারও মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

'এক মিনিট, স্যার,' পিছন থেকে বলল ম্যাসন। 'আপনার সঙ্গে অস্ত্র থাকলে দিয়ে দিন, ভেতরে অস্ত্র নিয়ে ঢোকার অনুমতি নেই।'

মাথা দোলাল রানা, শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে তুলে দিল লোকটার হাতে। 'এমন কাজ জীবনে কখনও করিনি, আজও করতাম না যদি না যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,

তার নাম ভিক্টর ইমানুয়েল হত।'

'বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ,' আধটুকরো হাসি দিল এক্স গ্রীন বেরেট। হাত তুলে ছোট এক লবির ওপাশের প্রকাণ্ড বন্ধ দরজা দেখাল। 'চলুন।' সে-ও এগোল সঙ্গে, নক্ করে দরজা খুলে ঘোষণা করল, 'মিস্টার অ্যালেক উইলসন, সেনিয়র।'

দরাজ গলায় আহ্বান ভেসে এল ভেতর থেকে, 'সেন্ড হিম ইন, সেন্ড হিম ইন!'

রানা ভেতরে ঢুকতে উঠে দাঁড়াল সোফায় বসা ড্রাগস্ ব্যারন, এগিয়ে এল ব্রোঞ্জ রঙের ডান হাত বাড়িয়ে, 'ওয়েলকাম, সেনিয়র উইলসন!'

'ইট'স মাই প্লেজার,' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল ও। পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে হাসল। 'অধমকে এই অযাচিত অনার করার কারণ কি বলুন তো!'

'এক মিনিট, প্লীজ,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল ভিক্টর। ইঙ্গিতে টিভি দেখাল। 'ভারি ইন্টারেস্টিঙ প্রোগ্রাম, এখনই শেষ হয়ে যাবে, আপনার আপত্তি না থাকলে দেখতে চাই।'

'শিওর।'

'সীট ডাউন, প্লীজ।'

একটা সিঙ্গল সোফায় বসে পড়ল ও। উইয কিডকে দেখতে পেল আরেক সোফায় বসা। ওর সাথে চোখাচোখি হতেই মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে টিভির পর্দায় মন দিল। রানাও তাকাল। দেখা গেল অদ্ভুত রোব পরা দয়ালু চেহারার এক বয়স্ক লোক তার সংগঠন ওএমআই-র নামে দরাজ হাতে দান করার আবেদন জানাচ্ছে কাঁপা কাঁপা গলায়। ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ইনকা টেম্পলের স্টিল ছবি।

'ওএমআই সম্পর্কে শুনেছেন?' ভিক্টর বলল। 'অলিম্প্যাটেক মেডিটেশন ইনস্টিউট। প্রচুর সমাজসেবামূলক কাজ করে ওরা। ফিলসফি, লাইফস্টাইল, প্রাচীন অলিম্প্যাটেক ইন্ডিয়ানদের ধর্ম-

কর্ম নিয়ে রিসার্চও করে।'

'আই সী!'

'উনি হচ্ছেন ওটার পরিচালক, প্রফেসর লং। এই তো, শেষ হয়ে এসেছে।'

মাথা দুলিয়ে চারদিকে নজর বোলাল মাসুদ রানা। ওর বাঁদিকে প্রকাণ্ড এক পিকচার উইন্ডো, ওটা দিয়ে রাস্তার ওপাশের বেশ কিছু বাড়িঘর দেখা যায়। তার সামান্য ডানে বেশ খানিকটা জায়গা অন্ধকার, তবে ঘরবাড়ি আছে ওখানেও। পুরানো বিল্ডিং ওগুলো, পরিত্যক্ত। ডিমোলিশনের অপেক্ষায় আছে। জায়গাটার সাথে এই রূমের দূরত্ব মেপে দেখল রানা মনে মনে, বুঝল স্নাইপারদের জন্যে আদর্শ স্পট হতে পারে ওটা।

ইচ্ছে করলে যেমন-তেমন এক স্নাইপারও ওখান থেকে ঘিলু উড়িয়ে দিতে পারে ভিক্টরের। একে শেষ করা এখানে কত সহজ ভেবে খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়তে সঙ্গে সঙ্গে চুপ্‌সে গেল। উইন্ডোর নিচের দিকে একটা সীল আছে–একটা লোগো। ওখানে লেখা: আর্মারলাইট III।

কাঁচটা যে কোন লাইট ট্যাঙ্কের দেয়ালের মতই মজবুত। আহাম্মক! নিজেকে গাল পাড়ল ও, এই সহজ কথাটা আগেই কেন মাথায় ঢুকল না?

রূমের চারদিকে নজর বোলাল ও। বেশ বড় রূম, রাস্তার দিকের পুরো দেয়াল জুড়ে আছে পিকচার উইন্ডো। কাছেই ভিক্টরের প্রকাণ্ড ডেস্ক, তার পাশে একটা দামী ডিভান। মাঝখানে পুরু কার্পেটের ওপর দুই সেট সোফা। টিভি রূমের এক প্রান্তে।

দু'মিনিট পর প্রোগ্রাম শেষ হলো, ছবি 'মিউট' করে ওর দিকে ঘুরে বসল ভিক্টর। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ, সেনিয়র অ্যালেক উইলসন, নাকি সেনিয়র রবার্ট মিলয়্‌, কোনটা বলব?' এক চোখ টিপল।

মুহূর্তের জন্যে ভুরু কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল ওর, বোকা বোকা হয়ে উঠল চেহারা। 'কি বলছেন বুঝতে পারছি না।'

সামান্য চওড়া হলো লোকটার হাসি। 'আমি কিন্তু পারছি, সেনিয়র। দুনিয়ার কোথায় কি ঘটে, খবর রাখি আমি।'

চুপ করে থাকল রানা, চুরি করতে এসে ধরা পড়ার মত চেহারা। মুখের ভাব আড়াল করার জন্যে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এবার শব্দ করে হাসল ভিক্টর। 'কামন, সেনিয়র, আমার সম্পর্কে নিশ্চই জানা আছে আপনার। আমি নিজের লাইনে জিনিয়াস, অন্য লাইনের জিনিয়াসদের উপযুক্ত কদর জানি।'

তবু ওর মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই দেখে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা, পাশের টি-টেবিলে পড়ে থাকা একটা দু'ভাঁজ করা কাগজ তুলে এগিয়ে দিল ওর দিকে। 'দেখুন তো, ছবির এদের চেনেন কি না!'

ভাঁজ খুলল ও, ছবি দেখে কপালে মৃদু ভাঁজ ফুটল। চোয়াল ঝুলে পড়ল। সামনে একটা আয়না থাকলে পুরো নিশ্চিত হওয়া যেত, তবু, বুঝতে অসুবিধে হলো না যে অভিনয় নিখুঁত হয়েছে। রানার হাতের কাগজটা ফ্যাক্স কপি, দু'দিন আগের মায়ামি হেরাল্ডের লীড নিউজের। রানার সাথে আরও তিনজনের ছবি আছে আলাদা আলাদা।

খবরের হেডিঙ: **টেন মিলিয়ন রবড্**

নিজস্ব রিপোর্টারের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে: আজ খুব ভোরে শহরের লিঙ্কন স্ট্রীটের মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘঠিত হয়। ডাকাতদল সংলগ্ন রাস্তার ম্যানহোল দিয়ে ব্যাঙ্কের ভল্টের মেঝে খুঁড়ে...

এই ডাকাতির সাথে কুখ্যাত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী, বোমা তৈরিতে বিশেষজ্ঞ, আরসনিস্ট ও ফরজার অ্যালেক উইলসন ওরফে রবার্ট মিলস্, ওরফে মাইকেল মিলস্ ওরফে মিখায়েল মিলস্ ও

তার দল জড়িত বলে গোয়েন্দা সূত্র প্রায় নিশ্চিত। উল্লেখ করা যেতে পারে অ্যালেক উইলসনের মা আমেরিকান, বাবা লিবিয়ান। জন্ম ত্রিপোলিতে। ওদেশের সন্ত্রাসীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় অল্প বয়সে বখে যায় সে।

পরে তাকে আমেরিকা নিয়ে আসে মা, জর্জিয়ার এক স্কুলে ভর্তি করে দেয়, কিন্তু কিছুদিন পর দেশ ছেড়ে পালায় সে। মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে একদল সন্ত্রাসীর সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলে। গত প্রায় দেড় দশক ধরে পৃথিবীর নানান দেশে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সপ্তাহখানেক আগে অ্যালেক ও তার তিন সঙ্গীকে জ্যাকসনভিলে দেখা গিয়েছিল বলে দেরিতে পাওয়া খবরে জানা গেছে।

অ্যালেক উইলসনের তিন সঙ্গী হচ্ছে...

পুলিস, এফবিআই এদের ধরতে সাহায্য করার জন্যে...

পড়া শেষ হতে মুখ তুলল মাসুদ রানা। ভিক্টর ও তার উইয কিড একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে কয়েকবার পিট্‌পিট্‌ করল চোখ। 'এই ফ্যাক্স...'

'একটু আগে পেয়েছি,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'খবর অবশ্য দু'দিন আগেই কানে এসেছে আমার। আজ দুপুরে শুনলাম এক আমেরিকান ইসথুমস্‌ সিটি পৌঁছেই সাড়ে নয় মিলিয়ন ক্যাশ জমা রেখেছে ব্যাঙ্কে। অঙ্কটা শুনে খট্‌কা লাগল, আমার মায়ামি কন্ট্যাক্টকে বললাম ফ্যাক্সে খবরটা পাঠিয়ে দিতে।'

শ্রাগ করল সে। 'বুঝতেই পারছেন। এসব নিউজপেপার এদিকে তেমন আসে না বলে এ ছাড়া পথ ছিল না।'

চেহারায় চাপা ক্ষোভ ফুটল ওর। 'কিন্তু আমার পিছনে কেন লেগেছেন আপনি, আমার আসল পরিচয় জেনে আপনার লাভ কি?'

'না না, ভুল বুঝবেন না, প্লীজ,' এক হাত তুলে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল ভিক্টর। 'আপনার পিছনে লাগিনি, আমি কেবল

আপনার সত্যিকারের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেয়েছি।'

'কেন, জেনে কি লাভ আপনার?'

'লাভ তো কিছু নিশ্চয়ই আছে।'

'সেটা কি?'

উইয কিড ক্যারি লোয়েলের দিকে ফিরল ভিক্টর। 'কিছু মনে কোরো না, আমি এঁর সঙ্গে কিছু আলাপ করতে চাই একা।'

'আচ্ছা।' লোকটা বেরিয়ে যেতে আবার রানার দিকে মন দিল সে। কয়লা রঙের চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। হাসি ফুটল মুখে। 'চমৎকার খেলেছেন আজ আপনি। হঠাৎ উঠে এলেন কেন?'

'ভাগ্য কখন আমাকে ছেড়ে যাবে, আগে থাকতে বুঝতে পারি। তাই কেটে পড়েছি সময় মত।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'বিচক্ষণ মানুষ। ব্যাপারটা কেবল ওস্তাদ জুয়াড়ীই টের পায়। আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি?' রানা আপত্তি করতে যাচ্ছে মনে হতে যোগ করল, 'প্লীজ?'

শ্রাগ করল ও, তুলে দিল বইটা। অনেকক্ষণ ধরে ওটার সবগুলো পাতা দেখল ভিক্টর, সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'ওয়েল ট্র্যাভেলড ম্যান।'

সিগারেট বের করল রানা, একই মুহূর্তে বেল্টের নিচে গুঁজে রাখা দুটো লিসনিং ডিভাইসের একটা। জিনিসটা খুবই ছোট, পাতলা সলিউশন দিয়ে মোড়া। কাঠ, প্লাস্টিক, কাঁচ, যে কোন সারফেসে খুব সহজে আটকে যায়। সিগারেটের ছাই ফেলার ভান করে ওটা সেন্টার টেবিলের নিচে লাগিয়ে দিল রানা।

সন্তুষ্ট হয়ে চোখ তুলল ভিক্টর। 'আপনার এখানে আসার কোন বিশেষ কারণ আছে?'

'হ্যাঁ, দুটো কারণ আছে।'

'কি কি জানতে পারি?'

'প্রথম হচ্ছে এটা ফ্রী সিটি, টাকা খরচ করতে দেখলে পুলিস

তাড়া করবে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইচ্ছেমত খরচ করার মাধ্যম এখানে প্রচুর। খেয়ে, পান করে, মৌজ করে কাটাতে পারব যতদিন খুশি। তারপর জীবন পানসে হয়ে আসলে চলে যাব।'

দুই হাঁটুতে ভর রেখে ঝুঁকে বসল ড্রাগস্ ব্যারন। 'যদি পান্সে না হয়?'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'কি?'

'বলছি, জীবন যদি পানসে হয়ে না ওঠে, তাহলে কি করবেন?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আমি এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারি না, সেনিয়র। ঘন ঘন জায়গা বদল করি, বিশেষ করে টিকটিকির ভয়ে। তাছাড়া স্কুল জীবন থেকে পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে ওটা এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। স্বর্গে গেলেও বেশিদিন থাকতে পারব বলে মনে হয় না আমার।'

'দ্যাট ডিপেন্ডস্!' জুতোর ডগা দিয়ে কার্পেট ঠুকে সিধে হলো ভিক্টর। 'এক অভ্যেস মানুষের চিরদিন থাকে না।'

'মনে হচ্ছে আমার অভ্যেস পাল্টাবার চিন্তায় আছেন আপনি, কারণটা বলবেন দয়া করে?'

হঠাৎ মূড বদলে গেল ভিক্টরের। গম্ভীর হয়ে উঠল। 'সেনিয়র মিলস্, আজ আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন। পরিচয় হলো, আলাপ হলো, এই পর্যন্তই থাক আজ। বাকি সব দুয়েকদিন পর হবে। বাই দ্য ওয়ে, আপনার পাসপোর্টটা আপাতত থাকুক আমার কাছে, পরে ফেরত পাবেন। আপনার অস্ত্রটাও। এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ, ওসব সঙ্গে না রাখলেও চলবে।'

রানা কিছু বলার সুযোগ পেল না, তার আগেই বেল টিপে দিয়েছে ভিক্টর। দরজা খুলে ম্যাসন উঁকি দিতে আরেকদিকে তাকিয়ে বলল, 'সেনিয়রকে ক্যাসিনোয় পৌঁছে দিয়ে এসো। হ্যাভ আ নাইস স্টে, সেনিয়র!'

রানা ভান করল যেন তর্ক করতে যাচ্ছে, তবে করল না শেষ পর্যন্ত। বেরিয়ে এল রুম ছেড়ে। চাপা উত্তেজনায় টগবগ করে

ফুটছে মনে মনে। পাসপোর্ট কেন রেখে দিয়েছে লোকটা, অনুমান করতে পারে ও। নিশ্চই ওর ভুয়া ব্যাকগ্রাউন্ড চেক্ করে দেখবে। দেখুক, কোথাও কোন ফাঁক রাখেননি পিটার লেমন্ট, কোন খুঁত নেই।

রানাকে উনি যার জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন, সেই অ্যালেক উইলসন ভুয়া নয়, সত্যি। গা ঢাকা দিয়ে আছে ইরানে। ভিক্টর যদি তাকে মরিয়া হয়ে ট্রেস করতে চায়, হয়তো পারবে, কিন্তু কম করেও পনেরো দিন সময় লাগবে। অত সময় দেবে না মাসুদ রানা। তার আগেই ওকে পিষে ফেলবে, ধ্বংস করে দেবে ওর আখড়া।

ক্যাসিনোয় এসে নিজের টেবিলের দিকে এগোল ও। একা শার্লি বসে আছে, ডীলার বা পিট বস্, কেউ নেই। রানাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তি ফুটল মেয়েটির চেহারায়। 'ওহ্, গড, কী দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম!'

'চলো, যাওয়া যাক।'

উঠে পড়ল ও। 'দাঁড়াও, এক মিনিট। চেকটা নিয়ে নিই।'

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

দুমিনিট পর বেরিয়ে এল ওরা, পার্ক থেকে বেরিয়ে এল রোলস, নিঃশব্দে গড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। কার্বে সেই প্রকাণ্ডদেহী লিউকে এক মেয়ের সাথে দেখল রানা, সম্ভবত গাড়ির অপেক্ষায় আছে। ওদের গাড়ি সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকাল লিউ, অনেকদূর পর্যন্ত অনুসরণ করল চোখ দিয়ে।

'লোকটা কেন ডেকেছে তোমাকে, রানা?' জানতে চাইল শার্লি। 'ওপরে কি দেখলে?'

'দেখলাম দু'ইঞ্চি পুরু আর্মার্ড কাঁচের জানালার আড়ালে থাকে ও। নিজের রুমে গেস্টকেও অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে দেয় না, আর রুমের বাইরে সর্বক্ষণ অন্তত দু'জন বডিগার্ড মজুত রাখে।'

'আচ্ছা! কি বলল?'

'সরাসরি কিছু বলেনি, তবে বলবে দুই-একদিনের মধ্যে।'
'মানে?' চোখ কুঁচকে উঠল মেয়েটির। 'কি বলবে?'
'সে সব শুনে তোমার কাজ নেই।'

পরের দু'দিন উল্লেখ করার মত কিছু ঘটল না, খাওয়া-ঘুম, জুয়া আর শপিং, এই করে কাটিয়ে দিল মাসুদ রানা। ভিক্টরের ক্যাসিনো অফিসে এই ক'দিন যত আলোচনা হয়েছে, লিসনিং ডিভাইসের সাহায্যে তার সবই রেকর্ড হয়ে গেছে রানার ওয়াকম্যান সেটের মত পিচ্চি ভয়েস-অ্যাকটিভেটেড রেকর্ডারে। ওটা নির্ভয়ে সঙ্গেই রাখে ও ক্যাসিনোয় যাওয়ার সময়, পাছে কেউ হোটেল রূম সার্চ করে, সেইজন্যে। ডিভাইসটা অনেক সাহায্য করেছে, প্রচুর তথ্য পেয়ে গেছে ও। হোটেলে ফিরে বাথরূমে বসে ওসব শোনে রানা। ট্রিক্ অভ দ্য ট্রেড। ভিক্টরের তলব এল না, এমনকি তার দেখা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। ব্যস্ত। এই দু'দিনে কম করেও দশজন নতুন অতিথি এসেছে তার, একজন কেবল ইওরোপীয় তার মধ্যে, ইয়োগোস্লাভিয়ান, আর সবাই এশীয়।

ভিক্টরের ফাইভ স্টার হোটেলে বিনে পয়সায় থেকে-খেয়ে মৌজে আছে ব্যাটারা। ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে ভেবে সবক'টার চেহারা খুব ভাল করে মনের পর্দায় এঁকে নিয়েছে রানা, নাম-জাতীয়তাও যথাসম্ভব জেনে নিয়েছে কায়দা করে। তৃতীয় দিন সন্ধের পর আবার ওর ডাক পড়ল ভিক্টরের অফিসে।

ক্যাসিনোয় ব্ল্যাকজ্যাক খেলছে তখন রানা। চেহারা দেখে বোঝা গেল যথেষ্ট খোশ মেজাজে আছে লোকটা। 'হাই অ্যামিগো!' চওড়া হাসি দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। 'কেমন কাটছে দিন, কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'একটু অস্বস্তি লাগছে আর কি, নইলে আর সব ঠিক আছে।'

'অস্বস্তি কেন?' ওকে বসতে ইঙ্গিত করল সে।

'পিস্তল আর পাসপোর্ট আমার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,

কোনদিন এক সেকেন্ডের জন্যেও হাতছাড়া করিনি। এখানে তাই করতে হয়েছে বলে কেমন কেমন লাগছে যেন। মনে হচ্ছে কেউ জোর করে লোকজনের সামনে কাপড়-চোপড় খুলে নিয়েছে আমার।'

হা-হা করে হেসে উঠল ভিক্টর ইমানুয়েল। 'ইজ দ্যাট সো? আইয়্যাম সরি, অ্যামিগো। কিন্তু এর দরকার ছিল। যা হোক, যে জন্যে নিয়েছিলাম সে কাজ শেষ, আজ সব ফেরত পাবেন আপনি।'

'ধন্যবাদ। জানতে পারি ওগুলো কেন নিয়েছিলেন?' সিগারেট ধরাল রানা, লোকটা কোনও ফাঁক আবিষ্কার করতে পারেনি বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত। 'আমার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে?'

শ্রাগ করল ভিক্টর।

'কি দেখলেন?'

'সামহোয়াট কোয়াইট আউটস্ট্যান্ডিং!' কয়লা কালো দু'চোখে কেমন এক দ্যুতি খেলে গেল লোকটার। ধীরেসুস্থে উঠল, ডেস্কের ড্রয়ার থেকে ওয়ালথার ও পাসপোর্ট বের করে এগিয়ে দিল ওর দিকে। 'জন ম্যাসনকে চিনলেন কি করে?'

মুচকে হাসল রানা, জিনিস দুটো জায়গামত রেখে বলল, 'আপনার মত আমিও অন্য লাইনের প্রতিভাদের খবর রাখি।'

'দারুণ! দেখা যাচ্ছে আমাদের দু'জনের কাজের ধারা একইরকম।' একটু বিরতি। 'আমার সম্পর্কেও সবই জানেন তাহলে?'

'কিছু কিছু।'

'যদি আমার সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব করি আপনাকে, করবেন?'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'কি কাজ?'

'ওয়েল!' শ্রাগ করল সে। 'ইউ নো।'

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ও। 'আগেই বলেছি এক জায়গায়

বেশিদিন থাকতে পারি না আমি, একঘেয়েমিতে পেয়ে বসলে মন পালাই পালাই করে। তাছাড়া জীবনে কখনও অন্যের অধীনে কাজ করিনি, দরকার হয়নি। আমি নিজেই যথেষ্ট রোজগার করি।'

'তা জানি। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি, তাতে জান বাঁচাতে হলে আপাতত কয়েক মাস এমনিতেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আপনাকে। সবগুলো মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা উঠেপড়ে লেগেছে আপনাকে ধরার জন্যে।'

হেসে উঠল ও। 'সে আশঙ্কা তো সবসময়ই আছে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে কাজ হয় নাকি?'

'হয় না, বুঝি। তবু নিরাপত্তার স্বার্থে কোন না কোন ব্যবস্থা তো নিতে হবে। আমার কথাই ধরুন, বহুদিন ধরে...'

'আমি জানি।'

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। সে যাক, আমার প্রস্তাবটা নিয়ে একটু ভাবুন। বসেই তো আছেন, এই ফাঁকে কিছু রোজগার হলে মন্দ কি? আমি আপনাকে কর্মচারীর মত ট্রীট করব না, টাকাও যথেষ্ট পাবেন। সবচেয়ে বড় কথা আপনার মত একজন হরফুন মৌলা আমার খুব প্রয়োজন।'

শেষ হয়ে আসা সিগারেট ফেলে যথেষ্ট সময় নিয়ে আরেকটা ধরাল ও। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি আমার সম্পর্কে খুব একটা জানতেন না আপনি। তাহলে কোন্ ভরসায় এই প্রস্তাব করছেন? যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি?'

হাসি বেঁকে গেল ভিক্টরের। শীতল গলায় বলল, 'এই ব্যাপারে আপনাকে আমি হান্ড্রেড পার সেন্ট গ্যারান্টি দিতে পারি, সেনিয়র মিলস, আমার সাথে বেঈমানী করে কেউ কোনদিন পার পায়নি, পাবেও না। তাছাড়া আপনি তো এমনিতেই আমার মুঠোয় আছেন, বেঈমানী...'

সিগারেটে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল রানা। 'মুঠোয় আছি মানে?'

'ভুলে গেলেন টাকাগুলো আপনি আমার ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন?'

'ও,' যেন আর কিছু বলার পাচ্ছে না, এমন ভাব করল রানা। 'অর্থাৎ আপনি আমাকে বাধ্য করতে চাইছেন?'

'না না, আমি বলতে চাইছি টাকা যতক্ষণ ব্যাঙ্কে আছে, ততক্ষণ যাচ্ছেন কি করে আপনি!'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল ও। চোখ কুঁচকে সিগারেট টানার ফাঁকে কিছু ভাবছে, যেন সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে।

'ভেবে দেখুন, বাইরের পৃথিবীতে বিলাস, আনন্দ-বিনোদনের যে সমস্ত আয়োজন আছে। ইসথুমসেও তার সব আছে। ওখানে কাজ করতে প্রতিবারই প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে হয় আপনাকে। এখানে কোন ঝুঁকি ছাড়াই কাজ করতে পারবেন, অথচ রোজগার হবে অকল্পনীয়। ঝুঁকি একেবারেই নেই তা বলছি না। আছে, তবে অনেক কম। আর ঝুঁকি ছাড়া জীবন কোন জীবন নাকি? মেয়েমানুষের জন্যে হলে হতে পারে, পুরুষের জন্যে নয়।

'আপনার মত একজনের জন্যে তো অবশ্যই নয়, কাজেই সেরকম কোন কাজের প্রস্তাবও আমি করছি না। আমি বলতে চাইছি এখানে ঝুঁকি কম, টাকা বেশি। শুধু বেশি নয়, অনেক বেশি।'

'তা বুঝতে অসুবিধে হয় না,' মাথা দোলাল রানা।

উৎসাহ পেয়ে গেল ভিক্টর, ফের বক্‌বক্‌ শুরু করে দিল। 'আমি অনেক বড় এক অর্গানাইজেশন পরিচালনা করি, সেনিয়র মিলস। দু'দিন পর এখানে আমার নতুন বিদেশী পার্টনারদের সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে, ওটা শেষ হলে আপনার মত জানতে চাইব। আশা করছি এরমধ্যে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন।'

দুম্‌ করে 'আচ্ছা' বলে বসা উচিত হবে না, ভেবে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল ও, 'যদি সেটা "না" হয়, আপনি আমাকে বাধ্য করবেন?'

দ্রুত মাথা দোলাল ভিক্টর। 'প্রশ্নই আসে না। আপনি না

করতে চাইলে নেই। কাউকে বাধ্য করে এসব কাজ করানো যায় না।' মৃদু হাসি ফুটল তার মুখে। 'অন্য কেউ হলে এমন প্রস্তাব দিতামই না, আপনাকে দিয়েছি কারণ আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনার সামহোয়াট, কি বলব, ডিভাস্টেটিং রেপিউটেশন মুগ্ধ করেছে আমাকে। দ্যাট'স হোয়াই।'

'থ্যাঙ্কস। আর যদি "হ্যাঁ" হয়, মাসে কত দেবেন বললেন না?'

'ফিফটি থাউজ্যান্ড,' বলে তাকিয়ে থাকল লোকটা, বোঝার চেষ্টা করছে রানা অঙ্ক শুনে কতখানি অভিভূত হয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই দেখে সেখান থেকে ষাট, তারপর একলাফে পঁচাত্তরে উঠে গেল। 'সেভেনটি ফাইভ গ্র্যান্ড তাহলে, ওকে?'

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'নিশ্চই নিশ্চই!'

ধীরপায়ে পিকচার উইন্ডোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও, নিচের আলো ঝলমলে রাজপথের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। চমৎকার!

'এদিকে দেখুন,' বলে হাত বাড়িয়ে ডেস্কের গায়ে সেট করা একটা সুইচ টিপে দিল ভিক্টর। মৃদু আওয়াজের সাথে পিকচার উইন্ডোর উল্টোদিকের দেয়াল সরে গেল, এই রুমের দ্বিগুণ বড় একটা রুম দেখা দিল ওপাশে।

কম করেও বিশ ফুট লম্বা এক কাঁচের টেবিল আছে ওখানে, ঝক্‌ঝকে পালিশ করা, ওটাকে ঘিরে আছে অনেকগুলো চেয়ার। প্রতিটার সামনে সুন্দর করে সাজানো আছে লিগ্যাল প্যাড, সুঁচলো পেন্সিল, কলম, ব্লটার ইত্যাদি।

'আমার বোর্ডরুম।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, পায়ে পায়ে ভেতরে চলে এল। ভিক্টরও এল ওর সঙ্গে। 'কেমন দেখছেন?'

'হুঁম! এখন বোঝা যাচ্ছে আপনি সত্যিই বড় কোন

অর্গানাইজেশনের পরিচালক। ইট'স ইমপ্রেসিভ!'

'থ্যাঙ্কস, অ্যামিগো।'

ততক্ষণে দ্বিতীয় লিসনিং ডিভাইস সেট করে ফেলেছে ও টেবিলের তলায়। লাগাবার জায়গা না পেয়ে সেদিন ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওটা। বোর্ডরুম থেকে বের হয়ে ভিক্টরের অফিসরুমে এল রানা, বিদেয় নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ডেস্কের ওপর কিছু একটা দেখে থেমে গেল আচমকা।

একটা ছবির ফ্রেম। মারিয়ার ছবি বাঁধানো আছে ওতে। কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখল ও, কপালে মৃদু কুঞ্চন ফুটল। 'কে মেয়েটা, চিনি চিনি মনে হচ্ছে?'

'ওর নাম মারিয়া, মারিয়া ডি রন্ডা। গত বছরের স্টার বিউটি কুইন।'

'রিয়েলি?' চোখ কুঁচকে তাকাল ও।

'শিওর!' এক পা এগোল ভিক্টর।

'কিন্তু আমি একে কোথাও দেখেছি।'

হাসল লোকটা। 'হতে পারে, পত্র-পত্রিকায় হাজারো ছবি...'

'উঁহুঁ,' বাধা দিল রানা। 'ছবিতে নয়, সামনাসামনি দেখেছি। রিসেন্টলি। কিন্তু এর ছবি আপনার কাছে কেন?'

'ও আমার বান্ধবী।'

'আই সী!' বলে ফের চিন্তায় ডুবে যাওয়ার ভান করল ও, টোকা মারল কপালের পাশে। নিজেকে প্রশ্ন করল, 'কোথায় দেখলাম?'

'রিসেন্টলি দেখেছেন বলছেন?' ভিক্টর প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো, বড়জোর তিন-চারদিন আগে।'

হেসে উঠল লোকটা। 'তাহলে আর কাউকে দেখেছেন, ওকে নয়।'

ছবিটা ভাল করে দেখার ভান করল রানা, তারপর জোরে জোরে মাথা দোলাল। গম্ভীর। 'হতে পারে না, একেই দেখেছি

আমি। জাস্ট আ মিনিট! এই মেয়ে আপনার বান্ধবী?'

'হ্যাঁ!' অধৈর্য হয়ে ওঠার লক্ষণ ফুটল ভিক্টরের মধ্যে। 'এবং ওকে নয়, আর কাউকে দেখেছেন আপনি। মারিয়া গত ক'দিন থেকে কী ওয়েস্টে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ট্রমা সেন্টারে আছে, চিকিৎসা চলছে ওর।'

'চিকিৎসা, কিসের? অবশ্য আপনি যদি একে ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনর্থক...'

'দ্যাট'স অলরাইট!' মাথা ঝাঁকাল ড্রাগস ব্যারন। 'ও অসুস্থ। হঠাৎ এক অ্যাক্সিডেন্টে...' রানাকে গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে থেমে গেল। 'কিন্তু...ব্যাপার কি বলুন তো?'

'না, কিছু না।' যদিও চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল কিছু একটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে ও। 'কিছু হয়নি।' ঘুরে আবার ছবিটা খুঁটিয়ে দেখল।

'আপনি কিছু চেপে যাচ্ছেন, সেনিয়র মিলস্,' ভিক্টরও গম্ভীর হয়ে উঠল। 'ব্যাপার কি?'

'না, কিছু না। তাহলে হয়তো ভুলই দেখেছি, হয়তো...'

'কিন্তু আপনার চেহারা দেখে এখন তা মনে হচ্ছে না আমার, সেনিয়র। বরং উল্টোটা মনে হচ্ছে।' কয়লা কালো দু'চোখ ভীষণরকম স্থির, শীতল হয়ে উঠল লোকটার, চেহারায় বন্ধুত্বের লেশমাত্রও নেই। উবে গেছে। 'আসল কথাটা কি, বলবেন দয়া করে?'

'ইয়ে, তেমন কিছু না,' আমতা আমতা করে বলল রানা। পরক্ষণে যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন অপ্রীতিকর তথ্য ফাঁস করবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে, এমন ভঙ্গি করে বলল, 'দেখুন, আপনার টেবিলে এটা দেখে বোঝা যায় এ মেয়ে আপনার কতখানি ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, তাই...' নাটকীয় ভঙ্গিতে থেমে গেল।

'তাই কি?' ভিক্টরের গলা থমথমে।

'আপনার সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি কে?'

নীরবে তাকিয়ে থাকল লোকটা। মুখের একটা পেশীও কাঁপছে না, মনে হচ্ছে ভেতরে প্রাণ নেই। 'কেন?'

'একটা দুঃসংবাদ আছে আপনার জন্যে,' নিচু গলায় বলল ও। 'আপনার বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আপনার সঙ্গে।'

'কথাটার অর্থ?'

'মারিয়া কোন ট্রমা সেন্টারে নয়, আপনার বন্ধুটির সঙ্গে আছে। ব্যালাস্ট কী নামে এক দ্বীপে। এখানে আসার আগে পুরো একদিন সাগরে কাটিয়েছি আমি পুলিসের ভয়ে, ফিশিং বোটে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন এই মেয়েকে দেখেছি আমি। ফিলিপ ছিল এর সাথে, আমি অবশ্য ওকে চিনতাম না, আমার সঙ্গীদের একজন চিনিয়ে দিয়েছে।'

ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। বুঝতে অসুবিধে হয় না লোকটার ভেতরে কি চলছে। 'আপনি একেই দেখেছেন, শিওর?' দূরাগত বজ্রপাতের মত গমগমে কণ্ঠে বলল সে।

'কোন সন্দেহ নেই,' মাথা দোলাল রানা। 'অবশ্য মনে হয়েছে মারিয়ার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটেছে ব্যাপারটা, ওখানকার জেটি থেকে কয়েকজনে মিলে প্রায় ঘেরাও করে ওকে বিরাট এক বাংলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল দেখেছি।' শ্রাগ করল। 'অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মাথা ঘামাইনি, তাছাড়া নিজের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম, তাই খুব একটা মাথা ঘামাইনি ব্যাপারটা নিয়ে।'

পিকচার উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ইমানুয়েল, বাঁ চোখের পেশী তিরতির করে কাঁপছে। 'ব্যালাস্ট কী?' বলতে গিয়ে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল।

'সরি। আপনার মন খারাপ করে দিলাম বোধহয়।'

জবাব দিল না ভিক্টর।

গভীর, এলোমেলো চিন্তায় তলিয়ে আছে ভিক্টর ইমানুয়েল, মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব। তার বহুদিনের পুরনো

বিশ্বস্ত বন্ধু ফিলিপ ইস্টউড। মারিয়াকে ভিক্টর কত ভালবাসে, তা খুব ভাল জানে সে। শেষ পর্যন্ত সে-ই কি না...! ভিক্টরের সাপ্লাই করা কোকেইন আর হেরোইন বিক্রি করে ফিলিপ আজ মাল্টি বিলিওনিয়ার, আর সেই মানুষই কি না এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সাথে?

গত কয়েকদিনের কথা ভাবল। হঠাৎ করে টম হ্যারিসনের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় মারিয়ার দিকে নজর রাখার সুযোগ পায়নি সে। রাখবে কি করে, নিজের জান নিয়েই তো টানাটানি তখন! বহু কষ্টে গ্যাঁড়াকল থেকে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে ভিক্টর, তার আগে ফিলিপকে বলে এসেছে যেন মারিয়াকে ইসথুমস্ পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে।

করেনি সে। হসপিটাল থেকে বের করে এনেছে ঠিকই, কিন্তু 'জরুরী চিকিৎসা' দরকার বলে নিজের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে রেখেছে ওকে। ভিক্টর আপত্তি করেনি, ভেবেছে দুয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ করে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু দেয়নি। ওর কথা জানতে চাইলে এটা-ওটা বলে কাটিয়ে দিয়েছে। ভিক্টর তেমন গুরুত্ব দেয়নি, এ নিয়ে অন্য কিছু চিন্তা তার মাথাতেই ঢোকেনি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ফিলিপের নোংরা উদ্দেশ্য ছিল এরমধ্যে।

মিলস্ লোকটা ওদের সম্পর্কে কিছুই জানে না, কাজেই এসব মিথ্যে হতে পারে না। তাছাড়া ব্যালাস্ট কী ফিলিপের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ওটার কথাও তার জানার কথা নয়–তার মানে এসব সত্যি। নির্মম সত্যি! এবং তা বুঝতে পেরে ভিক্টরের মাথার ভেতরটা কিছু সময়ের জন্যে গুলিয়ে গেল।

নিজেকে একটু একটু করে ফিরে পেল সে। বুকের মধ্যে অসহ্য ক্রোধ ফেনিয়ে উঠতে শুরু করল। 'ঠিক আছে, সেনিয়র, আপনি এখন যান,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল। 'এনজয়।'

নীরবে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। হাসছে মনে মনে।

আট

ক্যাসিনোয় এসে ওর টেবিল খালি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ডীলার নেই, পিট বস্ নেই, শার্লিও নেই। একদম ফাঁকা। কোথায় গেল শার্লি? ওকে দেখে অ্যাঞ্জেলা এগিয়ে এল। 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি, সেনিয়র।' একটা চিরকুট দিল ওকে। 'সেনিয়রিটা শার্লি দিয়ে গেছেন।'

'থ্যাঙ্কস।' ওটা খুলে পড়ল রানা। ও লিখেছে, একা একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না, তাই চলে যাচ্ছে। কিছু কেনাকাটা সেরে হোটেলে চলে যাবে। কাগজ বিনে ফেলে রানাও ফিরে চলল। আজ আর খেলার মূড নেই। তার চেয়ে বরং 'ডাকাত সঙ্গীদের' সাথে দেখা করে আসা যাক। অন্য হোটেলে আছে ওরা–অ্যান্ডি রবার্টস, মার্ক গর্ডন ও আরেকজন, রিচার্ড ডাভি। প্রয়োজন পড়তে পারে ভেবে ওদের নিয়ে এসেছে রানা, প্রস্তাবটা অবশ্য ডিইএ চীফ পিটার লেমন্টের।

কার্বে গাড়ির অপেক্ষায় থাকার ফাঁকে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। হঠাৎ কিছু একটা চোখে পড়তে ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। ক্যাসিনো বিল্ডিঙের ওপরতলায়, বাঁ দিকের একটা জানালায় দু'জনকে দেখতে পেয়েছে ও, দু'জনেই পরিচিত। একজন শার্লি, অন্যজন জন ম্যাসন। কথা বলছে ওরা।

ম্যাসনকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে, ঘন ঘন হাত নাড়ছে, শার্লি কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে তাকে। বোকার মত তাকিয়ে থাকল

রানা। একটু পর শান্ত হলো ভিক্টরের সিকিউরিটি চীফ, শার্লির বাড়িয়ে ধরা একটা খাম নিল ইতস্তত ভঙ্গিতে। চোখ কুঁচকে উঠল রানার—এর অর্থ কি?

ম্যাসনের সাথে কি সম্পর্ক শার্লির? শোফারের তৃতীয় ডাকে সংবিৎ ফিরল ওর, শেষবারের মত আরেকবার জানালার দিকে তাকিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। ওরা তখন সরে গেছে জানালার সামনে থেকে। রানার আধঘণ্টা পর হোটেলে ফিরল শার্লি। ওকে দেখে হাসল মিষ্টি করে। 'কখন এসেছ তুমি? তোমার জন্যে বসে থেকে থেকে বোরড্ হয়ে পড়েছিলাম।'

মাথা দোলাল ও। 'তাই বুঝি দেখা করতে গিয়েছিলে ম্যাসনের সাথে?' নির্বিকার গলায় বলল।

বাথরুমের দিকে এগোতে যাচ্ছিল মেয়েটি, দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল। 'তুমি জানো?'

'সরি। উইন্ডো শপিং করতে গিয়ে চোখে পড়ে গেল,' বলল রানা। ধরা পড়া সত্ত্বেও মেয়েটির চেহারায় অপরাধবোধ ফুটল না দেখে অবাক হলো। হাসছে উল্টে।

'টম হ্যারিসনের ইনফর্মার ছিলে তুমি, কাজেই আমি বিশ্বাস করি না তুমি ডাবল এজেন্ট হতে পারো। তাড়াতাড়ি বলে ফেলো ভেতরে কি আছে, কি দিয়েছ তুমি ম্যাসনকে।'

ওকে পিস্তল তুলতে দেখে আঁতকে উঠল শার্লি। 'আরে, করো কি, করো কি! আলাপ শুরু না হতেই...' ওর অবিচল, স্থির চাউনি দেখে মুখ বুজে ফেলল। 'তুমি দেখছি খুব সিরিয়াস হয়ে উঠেছ।'

'আমি সবসময়ই সিরিয়াস, শার্লি। এ মুহূর্তে হাজারগুণ। দয়া করে অনর্থক সময় নষ্ট কোরো না। বলো, কি মেসেজ পাস করেছ তুমি।' কথাগুলো রানা যত কড়া গলায় বলতে চাইল, তত কড়া হলো না, এখনও মেয়েটির মুখের হাসি অমলিন দেখে দ্বিধা দূর হচ্ছে না ওর।

'কোন মেসেজ নয়, ম্যাসনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি ছিল ওটা।'

'ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'ম্যাসনের নিরাপত্তা!'

'হ্যাঁ।'

'কিসের?'

ধীরে ধীরে সোফায় বসে পড়ল মেয়েটি। রানার চেহারা দেখে হাঁটু কাঁপছে, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে বলে ভরসা হচ্ছে না। 'টম-কেসির বিয়ের দিন টমের স্টাডিতে যখন এসেছিলে তুমি, টম তখন আমাকে একটা খাম দিয়েছিল, মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা ছিল সেই খাম।'

'কিন্তু ম্যাসনকে কেন টম...'

'বলছি, শেষ করতে দাও। তার আগে দয়া করে ওই জিনিসটা নামাও, আমার ভয় করছে।'

পিস্তল নামাল রানা, ওর মুখোমুখি বসল।

'দ্যাট'স বেটার!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল শার্লি। 'সেদিন ম্যাসন সম্পর্কে তোমাকে কি বলেছি মনে আছে?'

'ম্যাসন এক্স গ্রীন বেরেট, ইউএস ল ব্যাটাকে খুঁজছে।'

'হ্যাঁ। ব্যাপার হচ্ছে, আমি আর ম্যাসন অনেক বছর থেকে পরস্পরের পরিচিত। ও জানত আমি টমের ইনফর্মার, তাই গোপনে আমার সাথে দেখা করে ও কিছু দিন আগে। প্রস্তাব দেয় ভিক্টরের একটা গোপন, ভাইটাল তথ্য সে টমকে জানাবে, যদি টম নিশ্চয়তা দেয় যে দেশে ফিরে গেলে ওকে জেলে ভরা হবে না। তথ্যটা কিছুদিন আগে জানিয়েছে সে, ওয়াদামত টমও...'

'তথ্যটা কি?' অস্ত্র হোলস্টারে ভরে রাখল ও। বুঝে গেছে শার্লি মিথ্যে বলছে না।

'কন্ট্রাদের কাছ থেকে ভিক্টর চারটে হ্যান্ডহেল্ড মিজাইল কিনেছে ডিইএ-কে ঠেকাতে। ওরা যদি তাকে ধাওয়া করে বেড়ানো বন্ধ না করে, বিনা নোটিসে আমেরিকার যে কোন

এয়ারলাইনারের ওপর আক্রমণ চালাবে সে ওগুলো দিয়ে।'

'কি মিজাইল? স্টিংগারস্, ব্লোপাইপস্?'

মাথা দোলাল শার্লি। 'ওসব কোনটাই নয়, নতুন জিনিস, প্রোটোটাইপ। এখন পর্যন্ত নামও ঠিক হয়নি। কন্ট্রা ভিক্টরকে ওগুলো দিয়েছে ওদের হয়ে ফিল্ড টেস্ট করার শর্তে। তাতে কাজ ওদেরও হবে, এরও হবে।'

'টম রাজি হয়েছে ম্যাসনকে নিশ্চয়তা দিতে?'

'হ্যাঁ। যে খাম আমি ওকে দিয়েছি, তার মধ্যে ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেলের সেই গ্যারান্টি লেটার আছে।'

'আই সী!'

'আলভারেযকে শিক্ষা দিতে ভিক্টর যে ঘাঁটি ছেড়ে বের হচ্ছে, সে খবর টম আমার মাধ্যমেই পেয়েছিল।'

'ম্যাসন জানিয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ। তবে ভিক্টর পালিয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে নিজের ভূমিকা ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবে, সোজা জানিয়ে দেয় আর কোন সম্পর্ক রাখবে না আমার সাথে।'

'তারপর?' বলল রানা।

'তারপর আর কি?' শ্রাগ করল শার্লি। 'গত তিনদিন পটিয়ে-পাটিয়ে আজ আবার লাইনে এনেছি ব্যাটাকে। এসব আজ এমনিতেই তোমাকে জানাতাম আমি।'

'মিজাইলগুলো কোথায়?'

'অলিম্প্যাটেক মেডিটেশন ইনস্টিটিউটে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ও-ও এমন কিছুই অনুমান করেছিল। সেদিন মারিয়া বলেছে ওই ইনস্টিটিউট সম্পর্কে, ওটাকে কেন্দ্র করেই নাকি ভিক্টরের মাদক ব্যবসা পরিচালিত হয়। কিন্তু কিভাবে, তা বলতে পারেনি। ও নিজেই জানে না কিভাবে। এ প্রসঙ্গে ভিক্টর কোন কথাই বলে না।

তবে মাসুদ রানা এখন জানে কি ভাবে। গত ক'দিন ধরে

ওদের আলোচনা শুনে শুনে বুঝে গেছে প্রফেসর লং হচ্ছে ওদের মাধ্যম। টিভিতে ইনস্টিটিউটের নামে সাহায্য চাইবার ছলে ভিক্টরের উপকূলীয় কাস্টমারদেরকে প্রতি সপ্তাহের মালের দর জানায় সে আসলে, সাঙ্কেতিক ভাষায়। ইনস্টিটিউটের কাজের গুণ-কীর্তন করার ফাঁকে ফাঁকে সে সব আওড়ায় লোকটা, ভিক্টরের যারা পার্টি, তারা ঠিকই বুঝে নেয়। এবং ঠিকানাবিহীন ডোনেশনের আড়ালে বুকিং দেয়। সে সমস্ত পার্টি 'ডোনেট' করে না, ধরে নেয়া হয় তাদের মালের প্রয়োজন নেই।

টিভিতে সপ্তাহে একবার করে সাহায্যের আবেদন জানায় প্রফেসর। রানা যেদিন প্রথম ভিক্টরের সাথে দেখা করতে যায়, সেদিন ছিল সেই বিশেষ দিন। ও চলে আসার পর ভিক্টর ও তার ফিনান্সিয়াল উইয কিডের রেকর্ড করা আলোচনা শুনে জানা গেছে সেদিন ছয়টা মেজর আমেরিকান বায়ার 'ডোনেট' করেছে। এটাও জানা গেছে, ওর ওপর ভিক্টর ইমানুয়েলের সত্যিকারের নেক নজর পড়েছে। রানাকে দলে ভেড়াতে এক পায়ে খাড়া সে।

আরেকটা ভাবনা খেলে গেল রানার মাথায়। মিসাইলের ব্যাপারে টমের স্টেট চীফ ওকে কিছুই বলেননি কেন। ভদ্রলোক ওগুলোর কথা জানতেন না? তা কি করে হয়? আর জেনেও ওকে সতর্ক করেননি, সেটাই বা কি করে সম্ভব?

টেলিফোনের শব্দে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল মাসুদ রানার। রিঙের আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র বুঝে ফেলল কে করেছে ফোন। তাই সত্যি হলো। 'ইয়েস?'

'সেনিয়র মিলস্?' ভিক্টর ইমানুয়েলের গম্ভীর গলা ভেসে এল। 'আপনাকে ডিসটার্ব করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, উপায় ছিল না।'

'কি হয়েছে?'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন, বেরুতে হবে। আমি আসছি।'

'বুঝলাম না।' আসলে ঠিকই বুঝেছে ও, প্রথম চাল কাজে লেগেছে বুঝতে পেরে মনে মনে উল্লাসও বোধ করছে। 'বেরুতে হবে মানে?'

'কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাইরে যাচ্ছি আমি,' একঘেয়ে সুরে বলল লোকটা। 'আপনিও যাবেন আমার সাথে।'

'কিন্তু...'

থামিয়ে দিল সে, কিছুটা অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'সেনিয়র, আমার সমস্ত বন্ধু, পার্টনার, কর্মচারী, প্রত্যেকে আমার প্রতি হান্ড্রেড পার সেন্ট বিশ্বস্ত, অন্তত এতদিন তাই বিশ্বাস করতাম আমি। আপনি আজ আমার সেই বিশ্বাসের ভিতে খুব বড় এক ফাটল ধরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমি চাই ফাঁকটা মেরামত করার সময় আপনিও আমার সঙ্গে থাকবেন।'

'ও,' মনে মনে হাসল রানা। 'আপনি ব্যালাস্ট কী যেতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, আমি খোঁজ নিয়েছি। আপনার কথাই ঠিক, গত পাঁচদিন ধরে ওখানে আছে মারিয়া।'

'সেনিয়র ভিক্টর, আপনি কি করতে যাচ্ছেন আমি জানি না,' ব্যাটাকে আরেকটু রাগিয়ে তোলার জন্যে সুপারিশের ভঙ্গিতে বলল ও। 'তবে আমার মনে হয় মাথা গরম অবস্থায় এখনই ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না আপনার। হাজার হোক ফিলিপ আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, না হয় ভুল করে একটা কাজ...'

'ভুল আর অপরাধ, দুটোয় আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে,' আগের থেকেও শান্ত গলায় বলল লোকটা। 'এবং সেটা কি, তা আমি বুঝি। প্লীজ, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি করুন।'

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'আপনি তাহলে যাবেনই?'

'আমি রেডি। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ওকে।'

পনেরো মিনিট পর এয়ারপোর্টে পৌঁছল রানা, ভিক্টর, ম্যাসন,

লুইজি ও ম্যান। বড়সড় এক বীভার ১ সী প্লেন অপেক্ষা করছিল, ওরা উঠে বসতে না বসতে উড়াল দিল।

জায়গাটা কোথায় জানা নেই রানার, তা নিয়ে মাথাও ঘামাল না, চোখ বুজে ঝিম্ মেরে থাকল। ভিক্টর পূর্ণ সজাগ, সামনের দিকে তাকিয়ে মূর্তির মত বসে আছে, চেহারা দেখে মনের অবস্থা বোঝার উপায় নেই। তবে তার তিন স্যাঙাতের প্রত্যেকে উত্তেজিত। স্থির নয় কেউ, ঘন ঘন নড়ছে, বসার ভঙ্গি বদলাচ্ছে।

একটানা চল্লিশ মিনিট চলার পর প্লেনের আওয়াজ পাল্টে গেল, নামছে সী প্লেন। বাইরে তাকিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না রানা। কয়েকটা বাম্প করে ফ্লোটে ভর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটল প্লেন। কয়েক মিনিট পর দূরে অনেকগুলো আলো দেখা গেল, ওদিকেই চলেছে। ক্রমে একটা জেটি ফুটল চোখের সামনে, তারপর উঁচু দেয়ালঘেরা বেশ বড় এক বাড়ি। অত্যাধুনিক ডিজাইনের। প্রচুর আলো জ্বলছে ওটার চারদিকে।

দক্ষতার সাথে কাঠের জেটির গায়ে প্লেন ভিড়াল পাইলট, একে একে নেমে পড়ল সবাই। নুড়ি বাঁধানো চমৎকার রাস্তা ধরে দ্রুতপায়ে বাড়িটার দিকে এগোল। ম্যাসন সবার আগে, লুইজি ও ম্যান ভিক্টরের দু'পাশে। রানা পিছনে। একটুপর বাড়ির ভেতর থেকে একটা কুকুরের ডাক ভেসে এল। পরক্ষণে মানুষের হাঁক, কাকে যেন ডাকছে কে।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সচকিত হয়ে উঠল ব্যালার্ট কী। কয়েকটা কুকুর হাঁক ছাড়ছে একযোগে, সেই সাথে কয়েক জোড়া সবুট পায়ের ধুপধাপ, ধমক আর কথাবার্তার আওয়াজ। আচমকা রাতকে দিন করে দিল একটা শক্তিশালী ফ্লাডলাইট, সোজা ওদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার বীম।

'হল্ট! হু কাম্স্ দেয়ার!' চেঁচিয়ে বলল এক সেন্ট্রি।

'সেনিয়ার ভিক্টর ইমানুয়েল!' ম্যাসন খেঁকিয়ে উঠল। 'আলো নেভাও উজবুকের দল!'

জাদুমন্ত্রের মত কাজ করল নামটা, যেমন জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দপ্ করে নিভে গেল আলো। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে চোখে কালিগোলা আঁধার দেখল ওরা। স্টীলের গেট খুলে দিল হতভম্ব গার্ডদের একজন, ঘুম ভাঙা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে ভিক্টরকে দেখল। 'সেনিয়র! আপনি!!'

'সেনিয়রিটা কোথায়?' সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল সে।

'ওপরে, সেনিয়র। ঘুমাচ্ছেন।'

'ফিলিপ?'

'উনি তো শিপে।'

মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর, ভেতরে ঢুকে পড়ল। দু'মিনিটের মধ্যে জাগানো হলো মারিয়া ডি রভাকে। এত লোক দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিতে বেশি সময় লাগল না ওর। দুটো প্রশ্ন করল তাকে ভিক্টর, তুমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে এসেছ এখানে? হ্যাঁ। আটকে রাখা হয়েছে তোমাকে? এবারও হ্যাঁ। 'ওকে, লেট'স মুভ।'

পাঁচ মিনিটে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি, সুরসুর করে ভিক্টরের পিছন পিছন এগোল। এরমধ্যে একবার মাত্র চোখাচোখি হয়েছে ওর রানার সাথে, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছে মারিয়া, না চেনার ভান করেছে। একটু পর পানি ছাড়ল বীভার, কয়েক মিনিট পর দূরে সীহর্সের আলো দেখা দিতে আবার নেমে পড়ল।

আন্তর্জাতিক পানি সীমায় 'রিসার্চ করছে' ওটা। আসলে অ্যালিবাই তৈরি করছে ফিলিপ, তীরে পৌঁছলে যদি পুলিস তার ওয়্যারহাউস নিয়ে কোন প্রশ্ন করে, 'আমি কিছু জানি না' বলার ফিল্ড তৈরি করছে। রানার জানা আছে, ও আর রবার্টস ওখান থেকে ঘুরে আসার পরই ওয়্যারহাউস 'ক্লীন' করে ফেলেছে লোকটা, কাজেই বিশ্বাস করুক আর না করুক, তার কথা মেনে নেয়া ছাড়া পুলিসের কিছু করার থাকবে না।

সীহর্সের কাছে গিয়ে থামল প্লেন, জন ম্যাসন লাউড হেইলার নিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'আহোয়, সীহর্স! দিস ইজ কর্নেল ম্যাসন, স্ট্যান্ড বাই টু রিসিভ দ্য গেস্টস্।'

জবাব দিল রিসার্চ শিপ, জ্যাকব ল্যাডার ফেলা হলো ওপর থেকে। ম্যাসন একা উঠে গেল, পাঁচ মিনিট পর স্টার্নের ডক থেকে বেরিয়ে এল আন্ডার ওয়াটার স্লেজ। রানার দিকে ফিরল ভিক্টর। 'আসুন।'

'আসতেই হবে?' নিরীহ মুখভঙ্গি করে বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল সে। 'একটা গ্লেয়ারিং একজাম্পল সেট্ করতে যাচ্ছি, না দেখলে বুঝবেন কি করে বেঈমানদের সঙ্গে কি আচরণ করি আমি?'

কয়েক মিনিট পর সীহর্সের ডকে পৌঁছল স্লেজ, মারিয়াকে ওখানেই ম্যানের জিম্মায় রেখে আপার ডেকে উঠে এল ভিক্টর, রানা ও লুইজি। ম্যাসন অপেক্ষা করছে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ফিলিপ ইস্টউডের সাথে। চেহারা ফোলা লোকটার, হতভম্ব চাউনি। এই প্রথম তাকে সামনাসামনি দেখল রানা। ছয় ফুটের একটু বেশিই হবে সে লম্বায়, চওড়া কাঁধ। বাদামী রঙের কোঁকড়া চুল। খাড়া নাক, চোখের রং হালকা নীল। বাঁ চোখের পাশে একটা শুকনো কাটার দাগ।

ভিক্টরকে দেখে এগিয়ে এল সে হাসির ভঙ্গি করে। 'হ্যালো, ভিক্টর! তুমি নিজে শিপে আসবে চিন্তাই করিনি আমি।'

'আমিও জানতাম তুমি করবে না,' কাটা জবাব দিল ড্রাগস্ ব্যারন। 'তাই তোমাকে চমকে দিতে এলাম। চমক তো তুমিও ইদানীং কম দেখাচ্ছ না।'

'কিসের কথা বলছ?'

খেয়াল করল না ভিক্টর। 'তাছাড়া অনেক দিন হলো মারিয়াকে দেখি না। ওদিকে কাল সম্মেলন শুরু হচ্ছে, বিদেশী মেহমানরা সবাই প্রায় এসে পড়েছে। এই সময়ে ও আমার পাশে না থাকলে

ভাল দেখায় না। তাই নিয়ে যেতে এলাম। কোথায় মারিয়া?'

ওদের কয়েক গজ দূরে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, কড়া নজর রেখেছে পরিস্থিতির ওপর। ফিলিপের অবস্থা দেখে করুণাই হচ্ছে ওর।

'মারিয়া? ও তো...'

'এখনও ক্লিনিকে?'

'অ্যাঁ? না, ইয়ে...' আমতা আমতা করতে লাগল ফিলিপ, এলোমেলো হয়ে গেছে সব। নিজের তৈরি গল্প নিজেই খেয়ে বসেছে ভিক্টরকে দেখে। সেদিন রাতে লোকটার গলায় যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল, আজ তার বিন্দুমাত্রও দেখল না রানা।

'কি?' মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর, বুক টান করে পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়াল এক পায়ে ভর রেখে। 'হোয়াট'স দ্য প্রবলেম, অ্যামিগো?'

'ওদিকে আমার ওয়্যারহাউস নিয়ে বেশ সমস্যা হচ্ছে। ওদিকে নজর দিতে গিয়ে ঠিকমত...'

'সো হোয়াট? কয়েক বছরে সাধারণ এক মানুষ থেকে তোমাকে মাল্টি বিলিওনিয়ার বানিয়েছি আমি, তা কিসের জন্যে? সময়মত টাকা ছড়ালে সমস্যা হয় কি করে? এটা কোনও এক্সকিউজ হোলো না। তুমি আমাকে সম্পূর্ণ হতাশ করেছ, ফিলিপ।'

'এর মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে, ভিক্টর,' আবেদনের সুরে বলল লোকটা, এত মানুষের সামনে ছোট হতে হচ্ছে দেখে লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়।

'তাই নাকি? কি সেটা?'

'আমার কেবিনে চলো, বলছি।'

মাথা দোলাল ভিক্টর। 'এখানে বলো। আমার সঙ্গীরা শুনতে আগ্রহী।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই, বলো।' আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল লুইজির

উদ্দেশে, ধীরপায়ে স্টার্নের দিকে চলে গেল লোকটা।

এদিকে ফিলিপ 'ঘটনা' বলতে শুরু করল। কিন্তু খানিকটা এগিয়েই ব্রেক কষতে বাধ্য হলো, আহাম্মক হয়ে গেল আড়াল থেকে মারিয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখে। পুরো ঝুলে পড়ল চোয়াল। 'কি হলো, থামলে কেন, কথা শেষ করো। বলো, কি করে পালাল?'

কথা নেই ফিলিপের মুখে, ঠোঁট চাটছে, অন্যরাও জায়গায় জমে গেছে। ফিলিপের কয়েকজন ক্রু দূরে দাঁড়িয়েছিল, ব্যাপার টের পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকগুলো। ভিক্টর নড়ে উঠল, পলকে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে। একই মুহূর্তে ম্যান-লুইজি ও ম্যাসনের হাতেও দেখা দিল যার যার অস্ত্র। সীহর্সের ক্রুদের কাভার করছে ওরা। 'খবরদার, কেউ নড়বে না!' ম্যাসন হুমকি দিল।

ফিলিপ আঁতকে উঠল সশব্দে। 'শোনো, ভিক্টর...!'

'আর কিছু শোনার নেই। বিশ্বাসঘাতক আলভারেযকে কি শাস্তি দিয়েছি নিশ্চয়ই জানো? তোমার ব্যাপারেও তেমন কিছু ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ব্যাড লাক, সময় নেই। এখনই ফিরতে হচ্ছে আমাকে।'

'ভিক্টর!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, দু'হাত তুলে মুখ আড়াল করে পিছিয়ে যাচ্ছে। 'প্লী-ই-জ, আমি...'

'সরি। বেঈমানের কোন ক্ষমা নেই আমার কাছে, তুমি তা ভাল করেই জানো।' গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পরিবেশ। পুরো ম্যাগাজিন লোকটার বুকে খালি করল ভিক্টর। কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকল নিথর ফিলিপের দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল। মাথা নাড়ছে আপনমনে।

নয়

ইসথুমস্ ফেরার পথে কেউ কোন কথা বলল না। সবাই ডুবে থাকল যে যার চিন্তায়। মেয়েটা ঘাবড়ে গেছে প্রেমিকপ্রবরের হিংস্রতা দেখে। ভেতরের আবছা আলোতেও ওর অস্বস্তি, একটু পরপর নড়াচড়া খেয়াল করল মাসুদ রানা। যেন কোনভাবেই বসে আরাম পাচ্ছে না।

আইলের উল্টোদিকে বসা রানার দিকে তাকাচ্ছে থেকে থেকে। একসময় ব্যাপারটা খেয়াল করল ইমানুয়েল। ভাবনার গর্ত ছেড়ে উঠে এসে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে? এত ছটফট করছ কেন?'

'কই!' দ্রুত জবাব দিল মারিয়া ডি রন্ডা। 'না। এমনিই।'

একটুপর রানার দিকে ফিরল ড্রাগস ব্যারন। তার ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখতে পেল ও। 'থ্যাঙ্কস, অ্যামিগো। দলে যোগ দেয়ার আগেই আমার অনেক বড় এক উপকার করলেন আপনি। কথাটা মনে থাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল ও। মনে মনে বলল, আরও অনেক উপকার করতে যাচ্ছি, সবুর করো।

ইসথুমসে যখন ল্যান্ড করল ওরা, তখন সূর্য উঠি উঠি করছে। টারম্যাকে পা রেখে রানার দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল ইমানুয়েল। 'একটু পর আরেক সফরে যাব আমরা, সেনিয়র।'

'কোথায়?' সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন করল ও।

'কাছেই,' মারফতি হাসি দিল লোকটা। 'শর্ট ট্রিপ। আমার কাজকর্মের কিছু নমুনা দেখতে পাবেন ওখানে। আমার কিছু বিদেশী সম্ভাব্য এজেন্ট এসেছে, ওদের জন্যে একটা ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। আপনারও থাকা উচিত। আফটার অল, আপনিও...' থেমে শ্রাগ করল সে।

হোটেলে ফিরে ঘণ্টা দুয়েক সময় পেল মাসুদ রানা। শাওয়ার-শেভ সেরে নাস্তা খেয়ে প্যামের সাথে মিনি কনফারেন্সে বসল। ওকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল ভাল করে, কি করতে হবে তা-ও। তারপর তৈরি হয়ে ইমানুয়েলের ডাকের অপেক্ষায় থাকল।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় হোটেল ছাড়ল ইমানুয়েলের গাড়ির বহর। প্রথমে থাকল একটা পিক-আপ ট্রাক। ম্যান চালাচ্ছে ওটা। সঙ্গে আছে তিন সশস্ত্র গার্ড—অস্ত্র প্রদর্শন করতে করতে চলেছে। তারপর বহরের প্রথম লিমুজিন। ইমানুয়েলের উইয কিড চালাচ্ছে ওটা, চারজন চীনা এজেন্ট আছে সাথে। ওটার পর ইমানুয়েলের প্রাইভেট লিমো। চালাচ্ছে শোফার। অন্যরা সবাই আছে ওটায়—হোস্ট ছাড়া।

বহরের শেষে আছে একটা হুডখোলা জীপ। ড্রাইভ করছে পেরেয। তার পাশে রানা। ওদের পিছনে বসেছে আরও দুই অস্ত্রধারী গার্ড। সুইটের জানালা দিয়ে ওদের যাত্রা দেখল প্যাম, ইমানুয়েল নেই কেন ভেবে পেল না। এমন তো কথা ছিল না। মেইন হাইওয়ে ধরে উত্তরে রওনা হয়ে গেল ওরা।

সরে আসতে যাচ্ছিল প্যাম, এমন সময় একটা কপ্টারের আওয়াজ শুনে উঁকি দিল গলা বাড়িয়ে। বাড়ছে আওয়াজ, মাথার ওপর চলে আসছে। হঠাৎ করে পলকের জন্যে দেখা দিয়েই উঁচু দালানকোঠার আড়ালে চলে গেল ওটা। তবে ওর মধ্যেই যা দেখার দেখে নিয়েছে ও। ওটার বডিতে ইসথুমস্ ক্যাসিনোর সোনালী ছাপ আছে—তার মানে, ওটায় করে চলেছে ড্রাগস ব্যারন।

আর দেরি করল না প্যাম। তৈরি হয়েই ছিল, দ্রুত বেরিয়ে

পড়ল। সোজা ছুটল এয়ারপোর্টের দিকে। দেরি হয়ে যাবে ঠিকই, তবে সমস্যা নেই। মাসুদ রানার সাথে বীপার আছে, এবং ওটাকে লোকেট করার ডিভাইস আছে প্যামের কাছে, কাজেই ওদের খুঁজে বের করা সমস্যা হবে না। অবশ্য ওরা আওতার বাইরে চলে গেলে হবে।

প্যাম বা রানা জানে না, ইমানুয়েল ন'টার সময়ই এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে। তার সিকিউরিটি চীফ ছিল সাথে, আর ছিল ইমানুয়েলের ওয়েস্ট আইল্যান্ড কন্ট্যাক্ট, পেরেয। শেষেরজন তখনই পৌঁছেছে ইসথুমসে। ওদের সঙ্গে আছে চারটে ফুট পাঁচেক লম্বা ক্যানিস্টার। ওগুলোর এক মাথায় দু'দিকে এক ফুট করে বেরিয়ে আছে টি-শেপড্ হ্যান্ডেল। হ্যান্ড-হেল্ড পোর্টেবল মিসাইল ওগুলো।

নিজের বীচক্র্যাফট জায়গামতই আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল প্যাম, নগদ পাঁচ লাখ ডলার ভর্তি ব্রীফকেসটা নিয়ে ছুটল সেদিকে। রানা হোটেল ছেড়ে বের হওয়ার আগে টেলিফোনের মাধ্যমে টাকাগুলো ব্যাঙ্কো ডি ইসথুমস্ থেকে আনিয়ে রেখে গেছে। ওর অনুপস্থিতিতে ওর সেক্রেটারি 'এটা-ওটা কেনাকাটা করবে,' তাই।

বীচক্র্যাফটের কাছে এসে মস্ত এক হোঁচট খেল প্যাম। এয়ারপোর্টের ছাপওয়ালা কভারল পরা একদল মেকানিক ঘিরে আছে ওটাকে, এঞ্জিনের প্রতিটা পার্ট খোলা। সব টারম্যাকে বিছানো টার্পুলিনের ওপর রেখে 'ওভারহল' করছে তারা।

'এসব কি হচ্ছে?' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল প্যাম। 'কে বলেছে আপনাদের আমার প্লেনের এঞ্জিন ডাউন করতে?'

'সেনিয়র ইমানুয়েল,' জবাব দিল তাদের একজন। ক্লিপবোর্ডে সাঁটা একটা তালিকার নিচের সই দেখাল।

'কখন!' হতভম্ব চেহারা হলো ওর।

'আজ সকালে, সেনিয়রিটা।'

আর কথা না বাড়িয়ে সরে এল প্যাম। এখন কথা বলে নষ্ট করার মত সময় নেই, যা হোক কিছু একটা করতে হবে, এবং দ্রুত। অস্থির হয়ে এদিক ওদিক তাকাল ও। খানিকটা দূরের গ্যাস পাম্পের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খুদে এক সেসনার ওপর চোখ পড়ল। ক্রপ-ডাস্টার ওটা, ফসলের খেতে পোকা মারার ওষুধ ছিটায়। গম্বুজের মত এক আসনের পিচ্চি ককপিট। উইংরুটের সাথে ক্লিপে ঝুলছে স্প্রেইং ক্যানিস্টার।

ওটার কাছে কেউ নেই দেখে দ্রুত এগোল প্যাম। শেষবারের মত চারদিকে নজর বুলিয়ে চট্ করে উঠে পড়ল উইঙের ওপর, চাবি ইগনিশন স্লটে ঝুলছে দেখে খুশি হয়ে উঠল। দেরি করলে চলবে না, কাজেই ককপিটে ঢুকে পড়ল ঝটপট। সুইচ অন করে চোখ বুলিয়ে নিল ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। ফুয়েল ট্যাঙ্ক, স্প্রেইং ক্যানিস্টার, দুটোই ভর্তি।

প্লেক্সিগ্লাস ডোম টেনে লক করে দিল প্যাম, সীট বেল্ট বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। ইয়ারফোনে ভেসে আসা টাওয়ারের চেঁচামেচি অগ্রাহ্য করে মেইন রানওয়ের দিকে ছুট লাগাল। কোন ইনবাউন্ড বা আউটবাউন্ড প্লেনের সাথে মুখোমুখি হয়ে পড়ার ভয় নেই নিশ্চিত হয়ে থ্রটল ওপেন করল। ইয়ারফোনের চেঁচামেচি অসহ্য হয়ে উঠতে থাবা দিয়ে ওটা দূরে সরিয়ে দিল।

শেষ মুহূর্তে হলুদ রঙের এক ট্রাক সেসনার পথরোধ করার চেষ্টা করল, তেড়ে এল সামনের দিক থেকে। পাত্তা দিল না প্যাম, কারণ ততক্ষণে গ্রাউন্ড স্পীড প্রায় সত্তরে উঠে গেছে সেসনার, এবং ট্রাক তখনও যথেষ্ট দূরে। সংঘর্ষ ঘটার ঠিক আগমুহূর্তে ওটার ক্যাব ঘেঁষে কোনাকুনি শূন্যে উঠে গেল প্যাম। সাতশো ফুট উঠে উত্তরে নাক ঘোরাল লোকেটিং ডিভাইসের নির্দেশমত।

আরও উঠল। পনেরো মিনিট লাগল ওর কনভয় লোকেট করতে–চার লেনের ধুলোমোড়া মসৃণ হাইওয়ে ধরে ছুটছে মাঝারি গতিতে। আরও সামনে, দিগন্তে সবুজ গাছগাছালি দেখতে পেল

প্যাম। মাটি সমতল ওখানকার, লাল। জোরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি, কোন সমস্যা ছাড়াই রানাকে লোকেট করা গেছে দেখে সন্তুষ্ট।

আরও খানিকটা এগোতে ইমানুয়েলের কপ্টার দেখতে পেল, বহরের আগে আগে সবুজের দিকে এগোচ্ছে। রোদের আলোয় থেকে থেকে চিকচিক করছে ওটার সোনালী লোগো। সতর্ক হওয়া দরকার, ভাবল প্যাম, একেবারে সরাসরি অনুসরণ করা হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ করে বসতে পারে কেউ। ১৮০ ডিগ্রী বাঁক নিল ও, ডাইভ দিয়ে কিছুটা নেমেই ফের উঠতে শুরু করল, সেই সাথে আরেক ১৮০ ডিগ্রী বাঁক সম্পন্ন করল। কেউ যদি নজর রেখে থাকে, ধোঁকাটা কাজে লাগবে।

ক্রমে এগিয়ে আসছে সবুজ, গাছপালা সব আলাদা করে চেনা যায় এখন। খানিক পরই সন্দেহটা জাগল ওর মনে। বুঝল ওগুলো কনিকার, এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীর মত করে বিশেষভাবে লাগানো হয়েছে। কপ্টার ও গাড়ির বহর সরাসরি সেদিকেই চলেছে। ভুরু কুঁচকে উঠল প্যামের–কিসের নিরাপত্তা বেষ্টনী? ডানে ঘুরল প্যাম।

দূরে কিছু ফার্ম বিল্ডিং দেখে সেদিকে চলল। কোনাকুনি। একটু কাজ দেখানো দরকার ভেবে নেমে এসে গমের মাঠে স্প্রে করতে শুরু করল। আর যা-ই হোক, চাষীরা অন্তত অসন্তুষ্ট হবে না এতে। বরং বিনে পয়সার সার্ভিস পেয়ে খুশিই হবে। খানিক পর আবার উঠে পড়ল প্যাম, এরমধ্যে বেষ্টনীর বেশ কাছে এসে পড়েছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভেতরটা।

যা দেখল তাতে সেসনা প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল ও শূন্যে। বেষ্টনীর মধ্যিখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় গোল, বিশাল এক ভবন। উচ্চতা গাছগুলোর সমান। লাল ব্লকের তৈরি। মিনারের মত সরু সরু অজস্র চূড়া আছে, সবগুলোর চোখা মাথা সোনালী রঙের–চকচক করছে। আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সম্মোহনী শক্তি আছে ওটার, চোখ ফেরাতে পারছে না প্যাম।

তবু জোর করে সরাতে হলো, সেসনা ঘুরিয়ে সরে এল। মিনিটখানেক স্প্রে করে আবার উঠল। তার আগেই বেষ্টনীর মধ্যে নেমে গেছে কপ্টার। প্রথমবার ভবনটা চেনা চেনা মনে হলেও প্যাম বুঝে উঠতে পারছিল না কোথায় দেখেছে। এবার বুঝল। টিভিতে দেখেছে সে ওটাকে—অলিম্প্যাটেক মেডিটেশন ইন্সটিটিউট ওটা। অলিম্প্যাটেক ইন্ডিয়ান টেম্পলের রেপ্লিকা। ভিক্টর ইমানুয়েলের মাদক সামগ্রীর কেনা-বেচা, দরদাম, সাপ্লাই ইত্যাদির প্রাণকেন্দ্র।

বেষ্টনীর মুখের ব্যারিয়ারের সামনে গাড়ির বহর দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখল প্যাম। কয়েকজন গার্ড ব্যারিয়ার তুলছে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে। ওদিকে কপ্টার ল্যান্ড করছে ভেতরের বড়, গোলাকার পাকা উঠানে। না, ঠিক উঠানে নয়—প্যামের বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের সামনে মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল উঠান, ক্রমে সরে গেল দু'দিকে। বেরিয়ে পড়ল বিশাল এক গর্ত। সোজা ওর মধ্যে নেমে গেল কপ্টার।

তাক্ লেগে গেল প্যামের। এক ডানা মাটিতে প্রায় ঠেকিয়ে সেসনা ছোটাল ফার্ম বিল্ডিংগুলোর দিকে। মোটামুটি সমতল খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখে হুড়মুড় করে ল্যান্ড করল। ককপিট থেকে বেরিয়েই আধাবয়সী এক হতভম্ব কৃষকের মুখোমুখি হলো ও। লোকটা স্প্যানিশে অভিনন্দন জানাল প্যামকে। 'তুমি ভুল মাঠে স্প্রে করেছ, সেনিয়রিটা। বিল চুকানোর পয়সা নেই আমার,' বলল সে।

'পয়সা দিতে হবে না,' ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে লোকটাকে আশ্বস্ত করল ও। 'আপনার পিক্-আপে করে আমাকে ওই ইনস্টিটিউটের কাছে পৌঁছে দিন শুধু, তাতেই চলবে।'

চোখ কুঁচকে উঠল কৃষকের। 'ওখানে...?'

ব্রীফকেসটা দোলাল প্যাম। 'আমার বস্ কিছু টাকা ডোনেট করতে চেয়েছেন ইন্সটিটিউটকে। কিন্তু উনি এ মুহূর্তে বিদেশে,

তাই আমি...'

'আহ্, সি সি!' হাসল কৃষক। 'আসুন। আপনি এত সাহায্য করলেন, আর আমি এই সামান্য সাহায্য করব না?'

ওদিকে ব্যারিয়ার অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়ল কনভয়। মাসুদ রানার নজর ছিল সামনে, ভবনটা দেখামাত্র বুঝে ফেলল ওটা কি। দুটো বাঁক নিয়ে ইন্সটিটিউটের প্রকাণ্ড এক কাঠের ঝকঝকে পালিশ করা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িগুলো। নেমে পড়ল সবাই। উইয কিডকে অনুসরণ করে ভেতরে চলল দল বেঁধে। রানাও এগোল। অনুমান মিথ্যে হয়নি দেখে মনে মনে ভারি সন্তুষ্ট।

ইমানুয়েলের সম্ভাব্য এজেন্টদের ছবি তুলছে মনের ক্যামেরায়–কে জানে, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয় যদি! সেই শিখ আর পাকিস্তানীর ছবি খুব স্পষ্ট উঠল, কারণ ব্যাটারা ঠিক ওর সামনেই রয়েছে। পরেরজন যে তার ক্যামেরায় আগে থেকে ফুটে থাকা রানার ছবি মনে করার চেষ্টা করছে, খেয়ালই করল না। আড়চোখে বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে পাকিস্তানী। চেনার চেষ্টা করছে। অন্যদের চেহারাও এমনভাবে ফুটিয়ে তুলল ও, যাতে দশ বা বিশ বছর পরও এক পলক দেখেই চিনে নিতে পারে। ওদের প্রত্যেকের হাতে ব্রীফকেস।

একদল সশস্ত্র গার্ড অনুসরণ করছে দলটাকে। প্রত্যেকে সদাসতর্ক। অনেক উঁচু সিলিংওয়ালা করিডর ধরে কিছুদূর এগোল দলটা, তারপর উইয কিডের দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে তাদের সবাইকে একে একে দেখে নিল সে। মুখে স্মিত হাসি।

'নিতান্তই গোপনীয়তার স্বার্থে এই জায়গাটা ব্যবহার করি আমরা,' অমায়িক কণ্ঠে স্বাগত ভাষণের ভূমিকা পাড়ল উইয কিড। 'একে এটা হান্ড্রেড পার সেন্ট নিরাপদ, তারওপর এর

পরিচালক, ফাদার জো, সব কাজে সাহায্য করে থাকেন আমাদের। আসলে তাঁর জন্যেই আমাদের ব্যবসা এত নিপুণভাবে চলে।

'সে যাক্, এবার আমরা আমাদের মেইন ল্যাবে ঢুকব। তবে তার আগে আপনাদের সবাইকে মাস্ক পরে নিতে হবে। ইউ নো, আমাদের প্রোডাক্টের যে ডাস্ট, যে কাউকে তা খুব সহজেই অ্যাডিক্টে পরিণত করতে পারে। আমরা চাই না আমাদের সম্ভাব্য অংশীদাররা ব্যবসা শুরু করার আগেই বদ অভ্যেসটা রপ্ত করে বসেন।'

গার্ডদের এগিয়ে দেয়া ডাস্ট ফিল্টার মাস্ক পরে নিল সবাই। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'এবার আসুন, প্লীজ।'

একটা ছোট দরজা দিয়ে লম্বা এক টানেলে ঢুকে পড়ল সবাই। মৃদু, নীলচে আলো জ্বলছে টানেলে। দু'দিকের দেয়ালে খানিক পর পর জ্বলছে ওগুলো, স্বচ্ছ আবরণের পিছনে। দেহের ঝোঁক সামনের দিকে অনুভব করে বুঝল রানা, ওরা ক্রমে নিচের দিকে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ঝোঁকটা কমে এল, তারপর নেই হয়ে গেল আচমকা। সমতল মেঝেতে এসে পড়েছে ওরা।

দশ-বারো কদম এগোতে আরেক বন্ধ দরজা পড়ল–চকচকে স্টীলের। ওটা খুলতেই ওপাশের জোরাল আলোর ঝাপ্টায় ভেসে গেল টানেল। চোখ পিট্পিট্ করে তাকাল মাসুদ রানা। বুঝতে অসুবিধে হলো না এটাই ইমানুয়েলের ল্যাবরেটরি। কিন্তু ভেতরের ঝকঝকে, বিশাল সমস্ত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দেখে ওর মনে হলো ল্যাব নয়, এটার নাম ফ্যাক্টরি হওয়া উচিত ছিল।

এক বিশাল গ্যানট্রির ওপর এসে দাঁড়াল ওরা সবাই। ফ্লোরের বেশ ওপর থেকে ল্যাবের চারদিক ঘিরে আছে ওটা। এখান থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যায়। এখানে ওখানে নিরেট দেয়াল তুলে সেকশন ভাগ ভাগ করা আছে। কোনটার মধ্যে কি আছে, মুহূর্তে দেখা হয়ে গেল ওর। যদিও কোন মেশিনের কি কাজ বুঝল না।

অনেক উঁচু সিলিং থেকে ছোঁড়া জোরাল আলোয় দিনের মত ঝলমল করছে প্রকাণ্ড হল। সাদা পাউডারের মত মিহি ধুলো উড়ছে সর্বত্র। রানার ঠিক নিচে মাস্ক এবং সাদা কোট পরা একদল অ্যাসিসট্যান্ট কাজে ব্যস্ত। কোকেনের অসংখ্য বড় বড়, নিরেট চৌকো ব্লক একে একে ঠেলে চওড়া এক কনভেয়র বেল্টে তুলে দিচ্ছে লোকগুলো। ধূসর সাদাটে রঙের ব্লক। বেল্ট ওগুলোকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশাল এক পালভারাইজিং প্ল্যান্টের দিকে। ওখানে ওগুলোকে গুঁড়ো গুঁড়ো করবে ব্লেন্ডার মেশিন।

দর্শকদের একটা ব্লক পাউডার হওয়া দেখার সুযোগ দিল ইমানুয়েলের উইয কিড। চমক লেগে গেল সবার চোখের সামনে ওটাকে ধপধপে সাদা, মিহি পাউডারে রূপান্তরিত হতে দেখে। এরপর প্রশস্ত ভ্যাকিউম টিউব দিয়ে শুষে নেয়া হলো ওগুলো, গড়িয়ে গিয়ে পড়ল হলদেটে তরল পদার্থ ভর্তি এক ব্লেন্ডিং ভ্যাটে। ওই সেকশনের পুরোটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা।

এরপর ল্যাবের শেষ সেকশন–বিশাল এক গ্যারাজ। বড় বড় অয়েল ট্যাঙ্কার দাঁড়িয়ে আছে ওর মধ্যে। ভ্যাট থেকে পাইপের সাহায্যে সোজা ওগুলোর পেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে পাউডার মেশানো তরল পদার্থ। শেষের এই ব্যাপারটা ধাঁধায় ফেলে দিল দর্শকদের, এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল তারা। তাই দেখে ঝলমলে হাসিতে ভরে উঠল উইয কিডের চোখমুখ।

'এই হচ্ছে আমাদের স্পেশালিটি, ইউ সী!' বলল সে। বুক চিতিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হবে বুঝি বিশ্ব জয় প্রায় করে এনেছে, আর কয়েক পা এগোলেই হয়।

'আমরা বলেছি কারও বাপেরও সাধ্য নেই আমাদের প্রোডাক্ট ডিটেক্ট করে, এই হচ্ছে তার প্রমাণ। ইউ সী, জেন্টলমেন, এই ইন্সটিটিউটের এয়ারক্র্যাফটের রিজার্ভ ট্যাঙ্কে ভরে আমরা এগুলো নিয়মিত সাপ্লাই করে থাকি আমেরিকায়। ছয়টা ক্র্যাফট আছে ইন্সটিটিউটের, এমুহূর্তে সবগুলো ইসথুমস্ এয়ারপোর্টে প্রস্তুত।

এইসব ট্যাঙ্কার থেকে লিকুইড কোকেন লোড হলেই রওনা হয়ে যাবে।'

লোকটার ব্যাখ্যা শুনে অবাক না হয়ে পারল না রানা। এই পদ্ধতিতে মাদক পাচারের কাহিনী এই প্রথম শুনল, কাজেই বাকিটুকু আরও ভাল করে শোনার জন্যে ওয়াকওয়ের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। একই মুহূর্তে চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। ঘুরে তাকাতে গ্যানট্রির আরেক মাথায় দাঁড়ানো ইমানুয়েলের ওপর চোখ পড়ল। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রধান ও পেরেযকে নিয়ে এদিকেই আসছিল লোকটা, হঠাৎ আস্তিনে পরেরজনের মৃদু টান খেয়ে ঘুরে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে জোর এক লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ড। গলা-বুক শুকিয়ে উঠল মুহূর্তে। পেরেযকে চিনে ফেলেছে। ও ব্যাটাও কি...?

ওদিকে ইমানুয়েলের ভুরুর নাচন দেখে নিচু গলায় পেরেয প্রশ্ন করল, 'ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওই লোকটা, কে ও, সেনিয়র?'

'কোন লোকটা?'

'ওই যে, রেলিঙে ভর দিয়ে আছে?'

'ওহ্, ওই লোক?' মৃদু হাসি ফুটল ড্রাগস ব্যারনের তামাটে হ্যান্ডসাম মুখে। 'পরে পরিচয় করিয়ে দেব তোমার সাথে। ভারি কাজের লোক।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল পেরেযের। 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না, সেনিয়র।'

'মানে?' ঝট্ করে ঘুরে তাকাল সে। 'কেন?'

'কারণ ওকে আমি বিমিনিতে দেখেছি।'

'হোয়াট!'

'ইয়েস, সেনিয়র। ও-ই ইনফর্মার মেয়েটাকে নিয়ে ভেগে গিয়েছিল। বলেছি আমি আপনাকে সে কথা। ওর জন্যেই সেদিন হারামজাদীকে ধরতে পারিনি।'

ধীরে ধীরে ইমানুয়েলের চেহারা বদলে যেতে শুরু করল। হয়ে গেছে, বুঝে নিল মাসুদ রানা। এবার নিশ্চই ওর ভিটেয় ঘুঘু চরাবার আয়োজন করবে ভিক্টর ইমানুয়েল।

'তুমি শিওর, পেরেয?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করল ব্যারন।

'একশোবার, সেনিয়র।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ইমানুয়েল। 'ঠিক আছে, দল থেকে আলাদা করে ফেলো ওকে। তারপর বাকি ব্যবস্থা করা যাবে। ওকে?'

'ওকে, সেনিয়র।' কঠোর হাসি ফুটল পেরেযের মুখে। আস্তে ধীরে ডান হাত কোটের পকেটে ভরে নিজের এইচকে ফোর অটোম্যাটিকের বাঁট পেঁচিয়ে ধরল। গ্যানট্রি ঘুরে রানার দিকে এগোতে শুরু করল।

প্যামকে ইন্সটিটিউটের মেইন গেটে পৌঁছে দিল কৃতজ্ঞ কৃষক। বিনে পয়সায় তার মাঠে স্প্রে করে দেয়ার জন্যে পথে বহুবার ধন্যবাদ জানিয়েছে সে, আরও একবার জানাল ও নেমে যাওয়ার সময়।

হাত নেড়ে লোকটাকে বিদেয় জানাল ও, ব্যারিয়ারের কাছের ছোট গার্ডহাউসের দিকে এগিয়ে গেল। নীল ইউনিফর্ম পরা এক গার্ড হাসল ওকে দেখে। বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে, সেনিয়রিটা?'

ব্রীফকেসটা দু'হাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধলল ও। 'প্রফেসর জো-র সাথে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'দুঃখিত, এ সপ্তায় কোন ভিজিটরকে দেখা দিচ্ছেন না উনি। ব্যস্ত, ইউ নো? অন্য কাজে ব্যস্ত উনি।'

'ওহ্, মাই লর্ড!' চেহারায় চরম হতাশা ফুটিয়ে তুলল প্যাম। 'কিন্তু আমি যে সেই আইদাহো থেকে এসেছি ওঁর জন্যে...আই মীন ইন্সটিটিউটের জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে!' কেস নাচাল। কিন্তু

অল্পবয়সী গার্ড ওটার নয়, ওটার চাপ খেয়ে ফুলে ওঠা প্যামের আধখোলা, ফর্সা বুকের নাচন দেখল কেবল। ঠোঁট চাটল।

'ইয়ে সী, স্যার,' বলে চলল প্যাম। 'আমাদের ওখানে প্রচুর ভক্ত আছে প্রফেসরের, এই ইন্সটিটিউটের। তারা সবাই মিলে চাঁদা তুলে...' থেমে কেসের ডালা তুলে ধরল ও। '...এই যে, এই দেখুন না, এগুলো পাঠিয়েছে। টু হান্ড্রেড থাউজ্যান্ড, সী? বারবার বলে দিয়েছে একমাত্র প্রফেসর ছাড়া কারও হাতে না দিতে।'

ডালা বন্ধ করল প্যাম। 'কিন্তু...দেখা করা না গেলে তো...' থেমে পড়ল গার্ডকে ব্যস্ত হয়ে ফোনের রিসিভার তুলতে দেখে। একটা ডিজিট টিপে ফিস্‌ফিস্‌ করতে আরম্ভ করেছে ব্যাটা। তিন মিনিট পর দুই গার্ড হাজির হলো। ওদের দেখিয়ে প্রথম গার্ড বলল, 'যান, সেনিয়রিটা। আপনার ভাগ্য ভাল, প্রফেসর রাজি হয়েছেন সাক্ষাৎ দিতে।'

'ও মাই গুডনেস!' আনন্দে অধীর হয়ে উঠল যেন ও, স্কার্টের নিচে প্রবল ঢেউ তুলে প্রায় লাফাতে-লাফাতে ছুটল ওদের পিছন পিছন।

ওকে নিয়ে টেম্পলের এক ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল দুই গার্ড। বিশাল এক রিসেপশন এরিয়ায় নিয়ে এল। অবিশ্বাস্য! ভাবল প্যাম, বাইরে থেকে বোঝার উপায়ই নেই ভেতরে এত শানদার রিসেপশন থাকতে পারে। ঠিক মাঝখানে আছে বড়সড় এক পুল, টলটল করছে পানি। মধ্যিখানের কোথাও থেকে সূক্ষ্ম পানির কণা স্প্রে করছে ঝরনা, কিন্তু ওটা যে কোথায়, ভেবে পেল না ও। শুধু কণাই দেখা যায়। যেন শূন্য থেকে ঝরছে।

'চমৎকার দৃশ্য, তাই না?' ওর পিছন থেকে বলে উঠল কেউ। 'ইন্ডিয়ানদের হাজার বছরের পুরনো প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি করিয়েছি আমি। এতে বোঝা যায় ওরা অতীতে কত সুসভ্য ছিল।'

গলাটা কার বুঝে নিতে দেরি হলো না প্যামের। ঘুরল ধীরে ধীরে। একেবারে প্রফেসরের প্রসারিত দুই বাহুর মধ্যে। ওকে

আলিঙ্গন করল লোকটা, প্রয়োজনের তুলনায় পিঠে চাপ একটু বেশিই অনুভব করল প্যাম।

'ওয়েলকাম, মাই চাইল্ড!' দু'কাঁধ ধরে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল প্রফেসর।

হাসি ফুটল প্যামের সুন্দর, কমনীয় মুখে। চেহারা ঝলমল করে উঠল, যেন প্রফেসরকে দেখে জনম সার্থক হয়েছে। খুব দামী এক রোব পরে আছে লোকটা–ডিজাইনার রোব হবে নিশ্চয়ই। সাদার ওপর সোনার কারুকাজ করা, গর্জিয়াস। কোমরে দড়ির বেল্ট দিয়ে বাঁধা। ওটা পরলে নিজেকে কেমন দেখাবে ভাবল ও। নিঃসন্দেহে বহুগুণ আকর্ষণীয় লাগবে। কোন ডিনার পার্টিতে পরে গেলে নিশ্চয়ই ওই রোবই হবে সবার আলোচনার মূল বিষয়, অবশ্য যদিও আজকের পর সে সুযোগ ওর জীবনে আর কখনও আসবে কি না, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

'ওহ্!' আনন্দে কয়েক মুহূর্তের জন্যে জবান বন্ধ হয়ে গেল ওর। 'ওহ্, প্রফেসর জো, সত্যি আপনি! ও মাই গুডনেস!' বাচ্চা মেয়ের মত খানিক লাফাল। কয়েকটা হাততালি দেয়া গেলে জমত ভাল, কিন্তু ব্রীফকেসের কারণে তা সম্ভব হলো না।

হাসি চওড়া হলো লোকটার, তারপর আচমকা উধাও হয়ে গেল। ছোট ছোট দুই তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি স্থির হলো কেসটার ওপর। 'গিফট ওর মধ্যে আছে, মাই চাইল্ড?'

'ওহ্, গোলি! ইয়েস, ফাদার, ইয়েস! সেই বয়সী, আইদাহো থেকে হিচহাইক করে...ইউ নো!'

'বয়সী? আইদাহো? সত্যি ইন্টারেস্টিং! ওখান থেকে আগেও একবার এসেছিল এক লোক, আমার মনে আছে। কাম, চাইল্ড,' হাত বাড়িয়ে ওর নরম বাহু চেপে ধরল লোকটা। 'আমার সঙ্গে এসো। আগে তোমাদের ওখানকার গল্প শুনব, তারপর ইন্সটিটিউট ঘুরিয়ে দেখাব তোমাকে, কেমন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলুন।'

মৃদু আলোকিত প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা। একের পর এক চমৎকার সাজানো গোছানো রুম পেরিয়ে এক বন্ধ দরজার সামনে থামল লোকটা। কোমরের দড়ি-বেল্টে ঝোলানো চাবি দিয়ে ওটা খুলল। পুরো মেলে ধরল ভারী দরজা।

'এই হচ্ছে আমার থাকার জায়গা, বা স্যাংচুয়ারিও বলতে পারো,' হাত ধরে মৃদু টান দিল সে প্যামকে। 'এসো।'

ভেতরের বিশাল বিছানা আর আয়নার সিলিঙ দেখে তাজ্জব হয়ে গেল ও। গোড়ালি ডোবানো পুরু কার্পেটে আবার দুটো লাফ দিল। 'কী সুন্দর! আপনার প্রাইভেট মেডিটেশন সেন্টার?'

'ইয়েস, মাই চাইল্ড,' অমায়িক হাসি হাসল প্রফেসর। 'মূল মন্দিরের পবিত্র পাথরের তৈরি। সাউন্ডপ্রুফ।' দরজা লাগিয়ে লক্ করে ঘুরল। 'অতএব কিছুই "আমাদের" পার্সোন্যাল মেডিটেশনে বাধা দিতে পারবে না।'

ব্রীফকেসটা বিছানায় রেখে পাশে বসল প্যাম, এমনভাবে পায়ের ওপর পা তুলল যাতে স্কার্ট বাধাহীনভাবে কোমরের দিকে গুটিয়ে আসতে পারে। যেন ফর্সা, লোভনীয় উরুর খানিকটা চোখে পড়ে প্রফেসরের। খানিকটা নয়, অনেকটাই দেখতে পেল লোকটা। ঢোক গিলল।

'কি দেখছেন, প্রফেসর?'

'তোমাকে, চাইল্ড,' উরু থেকে চোখ না সরিয়ে বলল লোকটা। 'চমৎকার ফিগার তোমার।'

'ওহ্, এ আর এমন কি। আরও দেখবেন?'

'নিশ্চই! দেখাও,' দু'পা এগোল সে দ্রুত। তারপর আচমকা ব্রেক কষল ওর উরুর সাথে বাঁধা হোলস্টার দেখে। ভেতরের অটোম্যাটিকটা এক লাফে উঠে এসেছে প্যামের হাতে। রোমান্স উবে গেল লোকটার।

'ওকে, ডার্লিং প্রফেসর,' কড়া গলায় বলল ও। 'কোমরের চাবির রিংটা আমাকে দাও, আর মুখ বন্ধ রাখো। নইলে আগে

তোমার বীচি দুটো ফাটাব, বোঝা গেছে?'

চোখ কপালে উঠল লোকটার, ঝুলে পড়েছে চোয়াল। 'কে তুমি?'

'চাবির রিং!' ধমকে উঠল প্যাম। 'ছুঁড়ে নয়, আস্তে করে মেঝেতে রাখো, তারপর লাথি মেরে এদিকে পাঠিয়ে দাও।'

নীরবে ওর নির্দেশ পালন করল সে। 'গুড, এবার এসে বিছানায় বোসো। হাত মাথার ওপরে রেখে। গট দ্যাট?'

জায়গা বদল করল প্যাম। বের হওয়ার আগে বাইরের পরিস্থিতি বুঝে নেয়ার জন্যে পীপ হোল দিয়ে বাইরে তাকিয়েই জমে গেল। সাদা রোব পরা একদল মেয়ে-পুরুষ হেঁটে যাচ্ছে দরজার সামনে দিয়ে। 'ওরা কারা?'

চোখ কোঁচকাল প্রফেসর। 'মানে?'

'বাইরে একদল মেয়ে-পুরুষ, রোব পরে...'

'ওহ্, ওরা? ওরা সাধারণ দর্শনার্থী। প্রায়ই দল বেঁধে আসে অলিম্প্যাটেক ইন্ডিয়ানদের কালচার স্টাডি করতে।'

ঠোঁট বেঁকে গেল প্যামের। 'এখানে ভাল কাজও হয় তাহলে?'

'নিশ্চয়ই!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। 'তবে কি তুমি ভেবেছ মন্দ কাজ হয়? তুমি জানো না এটা কত পবিত্র...'

'আলবত জানি!' বাধা দিল ও। 'একশোবার জানি,' বলতে বলতে দেয়ালে ঝোলানো এক সাদা রোব নামিয়ে দ্রুত পরে নিল। 'আমিও একটু বেরুচ্ছি তোমাদের "ভাল" কাজের নমুনা দেখতে, প্রফেসর। কিন্তু মনে রেখো, যদি বিছানা থেকে নেমেছ, দরজায় শব্দ করেছ কি আর কিছু, ফিরে এসে...' কথাটা শেষ করল না ও, অস্ত্র দুলিয়ে নীরব হুমকি দিল।

এক মিনিট পর বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে দ্রুত পায়ে দলটাকে ধরে ফেলল প্যাম। তাল মিলিয়ে হেঁটে চলল। পিস্তল রোবের দীর্ঘ স্লিভের তলায়, নজর মেঝেতে।

দশ

ওদিকে তথাকথিত ল্যাবে ভাষণ শেষ হয়েছে ইমানুয়েলের উইয কিডের। গ্যাসোলিনে মেশানো কোকেন ট্যাঙ্কারে ভরার কাজও শেষ, এয়ারপোর্টের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ওগুলো।

এক কোরিয়ান হাত তুলে আমেরিকানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'গ্যাসোলিন থেকে প্রোডাক্ট আলাদা করা হবে কি করে?'

ইমানুয়েল হাসিমুখে এগিয়ে এল। 'আপনি দেখছি এজেন্ট না হতেই আমাদের সমস্ত সিক্রেট জেনে ফেলতে চাইছেন!' রানার দিকে একবারও তাকাল না লোকটা। এমন ভাব করছে যেন কিছুই হয়নি। 'ঠিক আছে, এদের রুম থ্রীতে নিয়ে চলো। দেখিয়ে দাও কি ভাবে কি হয়,' কয়েক গজ দূরে গ্যানট্রি সংলগ্ন বন্ধ এক দরজা দেখাল সে উপদেষ্টাকে।

'আসুন,' হবু এজেন্টদের আহ্বান জানাল সে। 'ওটা আমাদের চীফ কেমিস্টের ল্যাব। ওখানে দেখতে পাবেন...' বলতে বলতে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সে। পাল্লা মেলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।'

ওদিকে পেরেয ভিড় ঠেলে রানার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছে। কিন্তু ও সুযোগ দিচ্ছে না, যেন কিছু না বুঝেই করছে, এমনভাবে ঘন ঘন জায়গা বদল করে চলেছে। ওরা যেদিকে যায়, রানা যায় তার উল্টোদিকে। নজর সতর্ক।

লুকোচুরির ফাঁকে ল্যাবের ওপর নজর বুলিয়ে নিল ও। বেশ

বড়ই এটা, অত্যাধুনিক। মাস্ক ও সাদা কোট পরা ছোটখাট এক লোক কাঁচের রিটোর্ট, বীকার, ফ্লাস্ক, ফানেল ও টিউবের জটিল এক গোলকধাঁধার পিছনে কাজে ব্যস্ত। তার পিছনে বুনসেন বার্নার জ্বলছে শোঁ-শোঁ করে, ওপরের আরেক লম্বা রিটোর্টের ভেতরের কি এক তরল পদার্থ তাপ পেয়ে টগবগ করে ফুটছে।

'এই হচ্ছে আমাদের আসল কর্মক্ষেত্র,' আড়চোখে রানার অবস্থান দেখে নিয়ে বলে উঠল ইমানুয়েল। 'কি ভাবে গ্যাসোলিন থেকে কোকেন আলাদা করা হয়, তা এখানে দেখানো হবে আপনাদের। তবে এখনই নয়, আমাদের দু'পক্ষের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর।'

'হ্যাঁ,' তাকে সমর্থন জানাল উইয কিড। 'জেন্টলমেন, আমাদের প্রধান শর্ত আমি আরেকবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। হস্তান্তরযোগ্য একশো মিলিয়ন ডলারের বেয়ারার বন্ড চাই আমরা প্রত্যেক নতুন এজেন্টের কাছ থেকে। যদি রাজি থাকেন বলুন, প্রসেসটা এখনই দেখাব আমরা। তার আগে আরেকটা কথাও বলে রাখি, কোকেন ব্যবসার এত নিরাপদ, এত চমৎকার কৌশল বিশ্বে কেবলমাত্র আমরাই দিয়ে থাকি। আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করলে আপনার পুঁজি হারানোর কোনরকম আশঙ্কা একেবারেই নেই।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল দলের মধ্যে। মাসুদ রানা খেয়াল করল পেরেয নেই তার জায়গায়, গায়েব হয়ে গেছে। সেই কোরিয়ানটা দল ছেড়ে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে, হাতের ব্রীফকেস ওটার ওপর রাখল। 'আমি রাজি আছি আপনাদের শর্তে।'

অন্যরাও খুব দ্রুত অনুসরণ করল তাকে। 'এবার প্রসেসটা দেখান,' কেউ একজন বলল।

কেমিস্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর ইমানুয়েল, চেহারায় গভীর সন্তুষ্টি। মুখ খুলল সে। 'খুব সহজ কাজ এটা, জেন্টলমেন।' বড় এক কাঁচের বীকার তুলে ধরল সে, ভ্যাট থেকে তুলে আনা

হলদেটে তরল পদার্থে চারের তিন ভাগ ভর্তি ওটার। 'এরমধ্যে আছে গ্যাসোলিন ও কোকেন বা খাঁটি হেরোইনের আইডিয়াল কম্বিনেশন। বিরাশি পার সেন্ট গ্যাসোলিনের মধ্যে আঠারো পার সেন্ট প্রোডাক্ট। দেখুন, সম্পূর্ণ গলে গেছে, ধরার কোন উপায় নেই।'

মাথা ঝাঁকাল সবাই–সত্যিই তাই।

'জায়গামত পৌঁছার পর এর মধ্যে থেকে কোকেন আলাদা করতে হবে,' বলল সে। 'কি করে? এই যে সে প্রশ্নের জবাব।' আরেকটা বীকার তুলে ধরল। 'এর মধ্যে আছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড। এর খানিকটা ঢালুন গ্যাসোলিনে, সঙ্গে সঙ্গে ফল দেখতে পাবেন।'

কথার সাথে হাতও চলছে কেমিস্টের। প্রথমটার মধ্যে পরেরটার খানিকটা ঢেলে দিতেই প্রত্যেকের নজর স্থির হয়ে গেল–রঙ বদলে যেতে শুরু করেছে গ্যাসোলিনের। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের ফলে ওপরদিকে ভেসে উঠতে আরম্ভ করেছে ধপধপে সাদা কোকেন। একটা ফানেলের সাহায্যে ওগুলো ফিল্টার করে দেখাল সে সবাইকে।

হাততালি দিয়ে উঠল কেউ কেউ, উত্তেজিত গলায় আলোচনা জুড়ে দিয়েছে। ঠিক তখনই বাঁ পাঁজরে শক্ত এক খোঁচা খেল রানা, কানের কাছে নিচু গলায় বলে উঠল পেরেয, 'অনেক দেখিয়েছ, গ্রিংগো। আজ তোমার খেলা শেষ।' অস্ত্রের খোঁজে ওর দেহ হাতড়াতে লাগল ব্যাটা, গা থেকে ভুরভুর করে রসুন আর তেলের গন্ধ বের হচ্ছে। 'এখানে কোন ঝামেলা চাই না, পরে বুঝব তোমার সাথে।'

এদিকের ঘটনা আঁচ করে সন্তুষ্টি ফুটল ইমানুয়েলের চেহারায়। ল্যাব প্রদর্শনের ফাঁকে আরও কি নাটক চলছে, রানা-পেরেয ছাড়া একমাত্র সে-ই জানে।

'ফিলিং বে-তে যে পাঁচটা ট্যাঙ্কার দেখতে পাচ্ছেন,' বলে

চলেছে আমেরিকান। 'ওগুলোয় আছে আপনাদের প্রথম কনসাইনমেন্ট। বিশ টন কোকেন।'

রানা নড়ছে না। বুঝতে পারছে অধিবেশন এখনও শেষ হয়নি। তার মানে ওরও সুযোগ আছে প্রাণ বাঁচানোর কিছু না কিছু উপায় খুঁজে বের করার, কাজেই ব্যস্ত হলো না।

'আপনাদের মাসিক চালান নিয়মিত জাহাজে যাবে,' বলে চলেছে উইয কিড। 'তবে মাঝেমধ্যে প্লেনেও পাঠাব আমরা। যখন আপনাদের কুইক ডেলিভারি প্রয়োজন হবে। তাছাড়া প্রোডাক্ট রিকনভার্শনে যদি কোনরকম সমস্যা দেখা দেয়, আমাদের চীফ কেমিস্ট নিজে গিয়ে তার সমাধান করে দিয়ে আসবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ভিক্টর ইমানুয়েল এগোল এবার, চীফ কেমিস্টের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রানার থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে। দলটার দিকে তাকিয়ে গভীর আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসল লোকটা। একে একে সবাইকে দেখে নিয়ে মুখ খুলল, 'প্রোডাক্টের সাথে যে গ্যাসোলিন থাকছে, সেটা আপনাদের জন্যে ফাও হিসেবে দিচ্ছি আমরা। বোনাস।'

'তবে,' একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালল সে নাটুকে ভঙ্গিতে, প্রথম বীকারটা টেবিলের মাঝখানে রেখে আরেক দফা হাসল। 'যদি কাস্টমসে কোন সমস্যা হয়, যদি ওরা কিছু সন্দেহ করে বসে, তাহলে,' থেমে জ্বলন্ত কাঠি বীকারের ভেতর ছুঁড়ে মারল। দপ্ করে আগুন ধরে গেল ওটায়। 'ব্যস্, মামলা খতম। কোন প্রমাণ রইল না আর।'

আগুনে দ্রুত গ্যাসোলিন পুড়ে যাচ্ছে দেখে আনন্দে ষোলোখানা হয়ে উঠল নব এজেন্টরা, হাততালিতে গরম করে তুলল ল্যাব। নড়ে উঠল মাসুদ রানা—ডান পা খানিকটা পিছনে নিয়ে ভেতরের কিনারা দিয়ে পেরেযের ডান পায়ের বাইরের দিকে মেরে বসল ধাঁই করে। চোখের পলকে দু'পা শূন্যে উঠে গেল ব্যাটার. ডান

কনুই আর কাঁধ দিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সশব্দে।

তার আগেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত হেনেছে রানা চোখের পলকে, পড়ন্ত লোকটার নাকমুখ সই করে ঝেড়ে দিয়েছে শক্ত এক ব্যাক কিক্। পরমুহূর্তে অস্ত্র ধরা হাতের কব্জি সোজা জুডো চপ। ওর অকল্পনীয় রিফ্লেক্স দেখে চরম বিস্মিত হলেও তা প্রকাশের সময় পেল না পেরেয, চুরমার হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত নাক সামাল দিতে ব্যস্ত। অন্য হাতে খসে পড়া অটোম্যাটিক খুঁজছে অন্ধের মত।

কাজ সেরেই ঝাঁপ দিল রানা, জ্বলন্ত বীকার তুলেই গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল বার্নারের ওপরকার বড় রিটোর্টের ওপর। চুরমার হয়ে গেল ওটা, ভেতরের ফুটন্ত কেমিক্যাল দপ্ করে জ্বলে উঠল, আগুনের তাপে আতঙ্কিত হয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল হবু এজেন্টরা। কে কার আগে দরজার কাছে পৌছতে পারে, সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল।

ওদিকে উইয কিড অন্য কাজে ব্যস্ত, সবার ব্রীফকেস খুলে বেয়ারার বন্ডগুলো টপাটপ্ নিজের কেসে ভরছে সে। আগুন ততক্ষণে অনেক বেড়ে গেছে, আরও বাড়ছে হু-হু করে। এ আগুন সহজে নেভার নয় বুঝতে পেরে ভারি সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা।

অন্য দিকে ইমানুয়েল চ্যাঁচাচ্ছে ষাঁড়ের মত, একে-তাকে নির্দেশ দিচ্ছে রানাকে ধরার। এরইমধ্যে অর্ধেক আত্মবিশ্বাস গায়েব হয়ে গেছে লোকটার চেহারা থেকে। ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু হলো না, নিজের অবস্থার কথা ভুলে ওর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পেরেয। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, পরমুহূর্তে পিছন থেকে আরেকজন পাকড়াও করল ওকে। লোকটা জার্মান, ম্যান।

টেনে-হিঁচড়ে রানাকে গ্যানট্রিতে নিয়ে এল ওরা দুজন, ইমানুয়েলের নির্দেশে ডানে এগোল। পিছনে তখন ভয়াবহ

আওয়াজ করছে আগুন। কখন যে চীফ কেমিস্টের গায়ে ধরে গেছে, রানা খেয়ালই করেনি। পড়ে গেছে লোকটা, তার মরণ চিৎকার ও একদঙ্গল মানুষের উল্টোপাল্টা দৌড়-ঝাঁপে পরিবেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। ইমানুয়েলের সিকিউরিটি চীফকে দেখা গেল কয়েকজন ফায়ার ফাইটারকে নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসতে। তাদের ভারে থরথর করে কাঁপছে গ্যানট্রি। 'সেকশন ওয়ানে নিয়ে যাও ওকে!' চেঁচিয়ে বলল ইমানুয়েল।

'এসো, বাছাধন,' দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল পেরেয। কোটের আস্তিন দিয়ে নাকমুখের রক্ত মুছল। 'শাস্তির মাত্রা অনেক বাড়িয়ে ফেলেছ তুমি, এবার দেখবে মজা।'

ওদের ঠেকানোর কোন চেষ্টা করল না রানা। জানে লাভ নেই। অন্তত এখনই কোন সুযোগ ওকে দেবে না ব্যাটারা। কাজেই ভেজা বেড়ালের মত সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকল।

লোহার সিঁড়িতে খটাং খটাং আওয়াজ তুলে নিচে নেমে এল ওরা, সেকশন ওয়ানে। এখানে আছে পালভারাইজারমুখী কনভেয়র বেল্ট। ওপর থেকে যতটা মনে হয়েছে, নিচে এসে জায়গা তারচেয়ে অনেক বেশি মনে হলো রানার। চারদিকে অনেকগুলো এন্ট্রি ও এক্সিটওয়েও আছে।

'স্টপ!' ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল ড্রাগস ব্যারন। তর্জনী তাক্ করে রেখেছে রানার দিকে। 'কে তুমি, গ্রিংগো?'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু পাকিস্তানী মাদক ব্যবসায়ীটিকে ইমানুয়েলের আস্তিন খামছে ধরে উত্তেজিত গলায় কিছু বলতে দেখে থেমে গেল। সে-ও কিছু বলল, সঙ্গে সঙ্গে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে শুরু করল পাকিস্তানী। চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'ব্যাঙ্ক ডাকাত! ও? মিথ্যে কথা, অসম্ভব!'

চোখ কুঁচকে উঠল ব্যারনের। 'মানে?'

'ওকে আমি চিনি! দেখার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না কোথায় দেখেছি। এখন চিনেছি!'

পালা করে রানা ও পাকিস্তানীকে দেখল ইমানুয়েল। 'কে ও?'

'ও-ওর নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশী স্পাই। একবার দিল্লিতে এইভাবে আমাদের প্রিন্সিপালের ফ্যাসিলিটিজ ধ্বংস করে...'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' বাধা দিল ভিক্টর। 'স্পাই! মাসুদ রানা!' মাথা দোলাল আপনমনে। 'আচ্ছা, এইবার বুঝলাম...!' পিছনে আগুনের হুঙ্কার বাড়ছে শুনে একবার তাকাল। চুক-চুক শব্দে আফসোস প্রকাশ করে রানার মুখোমুখি দাঁড়াল এসে। 'ভারি দুঃখ পেলাম, অ্যামিগো! তুমি স্পাই হতে পারো, কখনও কল্পনাই করিনি। কার হয়ে আমার পিছু নিয়েছ তুমি বলো দেখি!'

'জলদি!' পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল সিকিউরিটি চীফ। 'আগুন কন্ট্রোলের বাইরে...' জোরাল বিস্ফোরণের শব্দে চাপা পড়ে গেল তার গলা, ফের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল হবু এজেন্টদের মধ্যে। নিচে দাঁড়িয়েও আগুনের কড়া তাপ অনুভব করল রানা। খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন। ল্যাবের দরজা দিয়ে লক্‌লকে জিভ বের করে দিয়েছে, পিছিয়ে আসছে ফায়ার ফাইটাররা।

আবার ঘটল বিস্ফোরণ, হুপ্ করে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আগুন। আতঙ্কিত দুই ফাইটার চেঁচিয়ে উঠল, দ্রুত পিছাতে গিয়ে রেলিঙের সাথে উল্টে গেল, ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল নিচের মিক্সিং ভ্যাটের ওপর। ব্যাঙের ছাতার মত লাফিয়ে উঠল আগুন আর ধোঁয়ার মেঘ।

রাগে দাঁতে দাঁত পিষল ইমানুয়েল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মেরে বসল রানার অরক্ষিত গালে। 'কথা বলবে না তাহলে, কেমন? বেশ, বোলো না। পেরেয, কনভেয়র বেল্টে নিয়ে ফেলে দাও একে, কুচিকুচি করে ফেলো ব্লেন্ডারে দিয়ে। কুইক!'

নির্দেশ দিতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জোড়া হাত চ্যাংদোলা করে শূন্যে তুলে ফেলল ওকে, দড়াম করে আছড়ে ফেলল চওড়া বেল্টের ওপর। ঢালু বেল্টের নিচের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, বুঝতে পেরেছে বাঁচার আর পথ নেই। একবার যদি

চলতে শুরু করে এটা, কোকেনের ব্লক ধরে রাখার ধাতব দেয়ালের মধ্যে আটকে যাবে ও। নিচে বিদ্যুৎগতিতে ঘূর্ণায়মান তীক্ষ্ণধার ব্লেডের তলায় পড়ে...শিউরে উঠল ভাবতে গিয়ে।

সিকিউরিটি চীফ ছুটে এল ইমানুয়েলের দিকে। ঘেমে অস্থির। 'ট্যাঙ্কারগুলো সব বাইরে নিয়ে গিয়েছি, ইমানুয়েল,' হড়বড় করে বলল সে। 'ল্যাব বাঁচানোর আর কোন পথ দেখছি না।'

অনিশ্চিত শ্রাগ করল সে। 'ভুলে যাও, কর্নেল। আমাদের গাড়িও রেডি করো, ওগুলোকে নিয়ে আমরাই যাব। আর দেখো চেষ্টা করে, টেম্পল দর্শনার্থীদের ওদের বাসে তুলে দিতে পারো কি না। তবে সবার আগে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো, গো!'

'কি বলছ!' বিস্মিত হলো কর্নেল। 'এই ল্যাবের পিছনে দশ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এত জলদি হাল ছেড়ে দেবে?'

'যা বলি তাই করো!' ধমকে উঠল ইমানুয়েল। 'অনেক কাজে লাগিয়েছি এটাকে, নাউ ইট'স্ ওভার। একটু আগেই ওর দশগুণ টাকা হাতে পেয়েছি আমরা, পাইনি? তারওপর ট্যাঙ্কারে আরও বিশ টন কলাম্বিয়ান পিওর আছে। অতএব চিন্তা কি?'

'সে কি! তাহলে পার্টিদের কি অবস্থা হবে?'

'নিজেদের ছেড়ে পার্টির সমস্যা নিয়ে কবে থেকে মাথা ঘামাতে শুরু করেছ তুমি, কর্নেল?' তীক্ষ্ণ গলায় বলল ইমানুয়েল। অবশ্য ও পক্ষের কারও কানে যাতে না যায়, সেদিকেও খেয়াল আছে। 'জলদি যাও, যা বলছি করো। আর হ্যাঁ, কর্নেল, "ওগুলোকে" আমার বুটে তুলে ফেলো।'

'রাইট,' হন্তদন্ত হয়ে ছুটল লোকটা।

এদিকে পেরেয ও ম্যান রানাকে ঠেসে ধরে রেখেছে বেল্টের ওপর। কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যায় ভয় পেয়ে গেছে ওরা আগুনের ভয়াবহতা দেখে, এক্ষুণি জায়গা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু নড়তে পারছে না বস্ নির্দেশ দিচ্ছে না বলে।

রানার দিকে ঝুঁকে এল ব্যারন। 'তুমি তাহলে এভাবেই মরবে

ঠিক করেছ, মাসুদ রানা? নাকি মুখ খুলবে? কে পাঠিয়েছে তোমাকে? কে তৈরি করেছে তোমার এত নিখুঁত ব্যাকগ্রাউন্ড, কেন? তোমার দেশে আমার কোন এজেন্ট নেই, তবু কেন বাংলাদেশের স্পাই আমার পিছনে? কেন?'

লম্বা করে দম নিল রানা। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি এ মুহূর্তে তোমার কোন সমস্যা নই, ইমানুয়েল, বরং তোমার বিশ্বস্ত অনুচরেরাই এখন তোমার জন্যে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার সেদিকে নজর দেয়া উচিত।'

'কি বলতে চাও?' চোখ কোঁচকাল লোকটা।

'তোমার ওয়াল স্ট্রীট বিশেষজ্ঞ কোথায়?' প্রশ্ন করল ও। 'দেখতে পাচ্ছ তাকে কোথাও?' লোকটাকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে মাথা দোলাল। 'নেই সে। খোঁজ নিয়ে দেখো এতক্ষণে তোমার নতুন এজেন্টদের সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়েছে! ভেবো না ও টাকা তুমি ফেরত পাবে।'

'বাজে বকছ তুমি!'

'তা বটে! আর তোমার কর্নেল, সে-ই বা কোথায় গেল মিসাইল নিয়ে? তুমি জানো ওগুলোর কথা লোকটা ফাঁস করে দিয়েছে মায়ামি ডিইএ-র কাছে?'

চোখ স্থির হয়ে গেল ইমানুয়েলের। 'হোয়াট!'

'হ্যাঁ। লোকটা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ভিক্টর। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সব বলে দিয়েছে ওদের। আর হ্যাঁ, ইসথুমসের আপোষহীন পুলিস ক্যাপ্টেন, নেলসন রোহাসকে তো তুমি নিশ্চয়ই চেনো। আইনের প্যাঁচে ধরতে পারলে নিজের বাপকেও ছাড়ে না। অনেকদিন থেকে তোমাকে লটকাবার তালে ছিল লোকটা, ডিইএ এ খবর তাকেও জানিয়ে দিয়েছে। আসছে সে, তৈরি হও। আমি আসার আগে তাকে খবর দিয়ে এসেছি।'

কথাগুলো মিথ্যে বলেনি মাসুদ রানা। প্রায় সবই সত্যি,

একটা পয়েন্ট বাদে। সেটা হলো তার সিকিউরিটি চীফ মিসাইল সম্পর্কে রোহাসকে কিছু বলেনি, যা বলার শুধু প্যামকেই বলেছে।

কাজ হলো। বাকি আত্মবিশ্বাসও উবে গেল ড্রাগস ব্যারনের। চোখে-মুখে দ্বিধা আর সন্দেহের মেঘ ছায়া ফেলল। এই সময় হোঁচট খেতে খেতে ভেতরে ঢুকল গুইরো, চোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে ধোঁয়া লেগে।

'জলদি করুন, সেনিয়র!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা। 'যে কোন মুহূর্তে পুরো ল্যাব উড়ে যাবে।'

'ক্যাপ্টেন কোথায়?' থমথমে গলায় জানতে চাইল সে।

'মিসাইল গাড়িতে তুলতে গেছে, সেনিয়র।'

'ওর ওপর নজর রাখো, যাও। চোখের আড়াল হতে দেবে না, আমি এখনই আসছি।' লোকটা ছুটে বেরিয়ে যেতে রানার দিকে ফিরল ইমানুয়েল। 'তাহলে, মিস্টার স্পাই, রোহাস আসছে?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ় স্বরে বলল ও।

'ধন্যবাদ, খবরটা দিয়ে অনেক উপকার করলে। সময় থাকতে কেটে পড়াই তাহলে ভাল হবে আমার জন্যে। কি...'

'তুমি পালাতে পারবে না, ভিক্টর। সে পথ বন্ধ।'

'বন্ধ পথ খুলে নিতে জানি আমি, মাসুদ রানা। এখন কথা হচ্ছে তুমি পারো কি না!' বলেই দড়াম করে ওর নাকমুখ সই করে প্রচণ্ড এক ঘুসি চালাল লোকটা। ঝাঁকি মেরে মাথা সরিয়ে নিতে চাইল রানা, লাভ হলো না তেমন, চোয়ালে পড়ল আঘাতটা।

মাথা ঘুরে উঠল বন্‌বন্‌ করে। আধা অজ্ঞান হয়ে পড়ল ও। ধূসর মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। অবশ্য তার মধ্যেও টের পেল নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে বেল্ট। কে যেন অনেক দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'জাহান্নামে যাও তুমি, মাসুদ রানা!'

একই সাথে নিজের ভেতর থেকে অন্য কেউ খোঁচাতে লাগল ওকে—জেগে উঠতে নির্দেশ দিচ্ছে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে বলছে।

কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুনছে না সে সব। খোঁচা বাড়ছে, নির্দেশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, জোরাল হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি করতে বলছে।

অনেক কষ্টে সামান্য নড়ল মাসুদ রানা, জুতোর গোড়ালি দিয়ে বেল্ট ঘষে নিজেকে ওপরে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা শুরু করল। নড়াচড়ার ফলে ধোঁয়াটে ভাবটা দ্রুত কেটে যেতে লাগল। মাথা তুলে পায়ের দিকে তাকাল ও, শ্যুট বেয়ে পালভারাইজারের দিকে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে গড়িয়ে চলেছে দেহ। পায়ের সামনে তিনটে মাত্র কোকেন ব্লক, ওগুলো শেষ করে ওর পা ধরবে ওটার চকচকে স্টীলের দাঁত।

প্রথম ব্লক কাটা পড়তে আরম্ভ করল, তারপর দ্বিতীয়টা। শেষটা ধরে ধরে, এই সময় থাবা দিয়ে ডানদিকের স্টীলের গাইডিঙ রেইল ধরে বসল রানা। টানের চোটে তালুর চামড়া জ্বলে উঠল, পিছলে গেল, কিন্তু ছাড়ল না ও। মরিয়া হয়ে ঝুলিয়ে রাখল নিজেকে, রেলিঙ টপকে ওপরে ওঠার সংগ্রামে পূর্ণ শক্তি দিয়ে লাগল।

খানিকটা ওঠা গেছে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। আরও উঠল। পা ক্রমাগত পিছনদিকে স্লিপ করছে বলে কোনমতেই সুবিধে করতে পারছে না, কিন্তু তাই বলে বিরতি দিল না মুহূর্তের জন্যেও। চালিয়ে গেল অসম লড়াই, এবং অবশেষে কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখল। বগলের তলায় রেলিঙ বাধিয়ে লটকে থাকল।

ততক্ষণে চতুর্দিকে আগুন ধরে গেছে। ফড় ফড় শব্দে পুড়ছে গোটা ল্যাব, ধোঁয়ায় আর গরমে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। একটু দম নিয়ে আবার ওপরে ওঠার সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখনই চোখের কোণে আবছা এতটা নড়াচড়া দেখতে পেয়ে ঘুরে তাকাল।

পেরেয! দাঁত বের করে হাসছে। একটু আগে ইমানুয়েলের সাথে চলে গিয়েছিল ব্যাটা, রানা ভাবল, আবার ফিরে এল যে!

ওর হাতে ওটা কি, ছুরি? হ্যাঁ, তাই—প্রমাদ গুণল ও।

'হ্যালো, অ্যামিগো!' দু'পা এগোল সে। 'দেখতে এলাম এদিকের কাজ ঠিক ঠিক এগোচ্ছে কি না। তাছাড়া ভাবলাম, সেদিন বিমিনিতে যা অপদস্থ করেছ তুমি, সুযোগ যখন পেয়েই গেলাম, তার খানিকটা শোধ অন্তত তুলে নিয়ে যাই। পটল তোলোনি দেখে খুশি হলাম, অ্যামিগো। ধন্যবাদ!'

লম্বা ফলার ছুরিটা ঝট্ করে মাথার ওপর তুলল পেরেয, আগুনের আভায় চকচক করছে ওটা। ঢোক গিলল মাসুদ রানা, বিস্ফারিত চোখে ছুরির দিকে তাকিয়ে আছে। হাতের তালু ঘামে ভিজে উঠেছে, পিছলে যেতে শুরু করেছে দেহ।

'গুড বাই, মাসুদ রানা!' চেঁচিয়ে বলল লোকটা, হাত আরেকটু তুলল। পরমুহূর্তে নামতে শুরু করল সবেগে। সভয়ে চোখ বুজল রানা, অপেক্ষায় আছে কখন খচ্ করে বেঁধে ছুরি।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। তার বদলে বিকট এক বিস্ফোরণের আওয়াজ উঠল। তাকাল রানা। দেখল শূন্যে স্থির হয়ে আছে ছুরি, বিস্ময়ে আর যন্ত্রণায় হাঁ হয়ে আছে পেরেয, চাউনি বিস্ফারিত। এক সেকেন্ড পর ফের একই আওয়াজ উঠল, জোর এক ঝাঁকি খেল লোকটা, হুড়মুড় করে ধসে পড়ল ওর পায়ের কাছে, বেল্টের ওপর। হাতের ছুরি টং-টং আওয়াজ তুলে ছিট্কে দূরে সরে গেল। কয়েক গজ পিছনে সাদা রোব পরা প্যামকে দেখে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না ওর।

'সরি, রানা,' পিস্তল নামাল মেয়েটি। 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

কথা বেরু হলো না ওর মুখ দিয়ে। হাঁ করে পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের সামনে পেরেযের মাথাটাকে গা ঘুলানো খচ্-খচ্ শব্দে কাটা পড়তে দেখে শিউরে উঠল ও। পলকে নেই হয়ে গেল ওটা। রেলিঙে অজান্তেই আরও জোরে চেপে বসল রানার মুঠো। রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে।

সাদা পাউডারের মত কোকেন দেখতে দেখতে টকটকে লাল

হয়ে উঠল। চোখ ঘুরিয়ে নিল রানা। এই সময় ঝাঁকি খেয়ে থেমে পড়ল কনভেয়র বেল্ট। এই সামান্য সময়ের মধ্যে পেরেযের কোমর পর্যন্ত নেই হয়ে গেছে।

বেল্টের নাইফ-সুইচ অফ করে এগিয়ে এল প্যাম। রানা উঠে দাঁড়াল, অল্প অল্প কাঁপছে। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, প্যাম,' কোনমতে বলল। 'অনেক ধন্যবাদ।'

'তোমার কোথাও লাগেনি তো?' অকৃত্রিম উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল মেয়েটির কণ্ঠে।

'না,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ও। 'ভিক্টর?'

'বলতে পারি না। বাইরে মহাহুলস্থুল চলছে।'

'পুলিস পৌঁছে গেছে?'

চোখ কুঁচকে উঠল প্যামের। 'তুমি জানলে কি করে পুলিসের কথা? তুমিই তাহলে...'

'হ্যাঁ,' দ্রুত ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'কখন পৌঁছেছে ওরা?'

'এই তো, একটু আগে।'

'ইমানুয়েলকে ধরতে পেরেছে?'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'না মনে হয়।'

'তার মানে হারামজাদা পালিয়েছে!' নিজেকে শুনিয়ে বলল রানা। 'কনভয়? ট্যাঙ্কারগুলো, ওগুলোকে ঠেকাতে পেরেছে?'

'কিসের ট্যাঙ্কার?'

দরজার উদ্দেশে দৌড় শুরু করল রানা। 'পাঁচটা গ্যাসোলিন ট্যাঙ্কার নিয়ে পালাচ্ছে ইমানুয়েল। এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে। ওদের ঠেকাতে হবে। তোমার প্লেন কোথায়?'

'আমারটা আনতে পারিনি,' ছুটতে ছুটতে বলল প্যাম। 'অন্য একটা এনেছি, ক্রপ ডাস্টার।'

'জলদি এসো! ওদের ধরতে হবে।'

'বাকিটা পুলিসকেই করতে দাও, রানা। অনেক করেছ তুমি।'

'না, প্যাম। ইমানুয়েলকে আমার নিজের জন্যে দরকার।'

রোবের জন্যে ওর ছুটতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে থেমে পড়ল রানা, দ্রুত হাতে খুলে ফেলে দিল ওটা। 'এবার এসো।'

লম্বা করিডর পেরিয়ে এল ওরা, সামনের দরজা খোলা দেখে লাফিয়ে পড়ল বাইরে। ঠিক তখনই পিছনে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ ঘটল, ভেতরদিকে ধসে পড়ল ফ্যাক্টরির আস্ত ছাদ। চতুর্দিকে ছোটাছুটি করছে রোব পরা ভীত সন্ত্রস্ত দর্শনার্থীরা, তাদের মধ্যে দিয়ে পথ করে ছুটল রানা। খোলা জায়গায় একটা ফর্ক-লিফট ট্রাক দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকাল। একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ওটার সামনে—ইমানুয়েলের সিকিউরিটি চীফের।

এই ট্রাকে করেই সম্ভবত মিসাইলগুলো নিয়ে বের হয়েছিল লোকটা, রানা ভাবল। গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুযোগ পায়নি। চীফের নির্দেশে আগেই তাকে খতম করে দিয়েছে গুইরো।

'মাই গড! এ কি!' আঁতকে উঠল প্যাম।

ওকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে হাত ধরে টান দিল রানা । 'কিছু না, এসো। কানাগলিতে ঢুকে ফেঁসে গিয়েছিল ও, তার মাসুল দিতে হয়েছে এইভাবে।'

দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হলো ও। তা হচ্ছে, এক. ওর সমস্ত কথাই বিশ্বাস করেছে ভিক্টর ইমানুয়েল, এবং দুই. মিসাইলগুলো সঙ্গে নিয়েই পালাতে পেরেছে সে। পথে যদি সমস্যায় পড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই ওগুলো ব্যবহারও করবে লোকটা। কোন সন্দেহ নেই।

'কোথায় তোমার প্লেন?'

'এক-দেড় মাইল দূরে।'

'সেরেছে,' থেমে পড়ল রানা। হন্যে হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। 'অতদূর ট্রান্সপোর্ট ছাড়া পৌছতে দেরি হয়ে যাবে। কিছু একটা...ওই যে!' লাফিয়ে উঠল একটা ইলেক্ট্রিক গলফ কার্ট চোখে পড়তে। শ'দুয়েক গজ দূরে একটা গাছের নিচে

দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

'ফুল চার্জ করা থাকলে ভাল,' বলে উঠল প্যাম। পরক্ষণে তিড়িঙ করে ছাগলের বাচ্চার মত লাফাতে লাফাতে ছুটল ওটার দিকে। রানার আগে পৌঁছল ও, একলাফে ড্রাইভিং সীটে বসেই স্টার্ট দিল। 'গুড, চলবে।'

রানা চড়ে বসতে ছেড়ে দিল কার্ট, এলোপাতাড়ি ছোটাছুটিরত দর্শনার্থী ও গাছপালা বাঁচিয়ে ফার্ম বিল্ডিংগুলোর দিকে দৌড় শুরু করল। রানার মন অন্যদিকে ব্যস্ত বলে সময়মত খেয়াল করতে পারল না ব্যাপারটা, একেবারে শেষ মুহূর্তে কার্টের সামনেই একটা রোব পরা, ব্রীফকেস হাতে কাঠামো দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান! অ্যাক্সিডেন্ট...'

আর কিছু বলার সময় পেল না, কার্টের গুঁতো খেয়ে ষষ্ঠাঙ্গে আছড়ে পড়ল মানুষটা, গুঙিয়ে উঠল। এক পা বের করে ঝুঁকে তার ব্রীফকেসটা কেড়ে নিল প্যাম। মধুর হাসি হেসে বলল, 'গুড লাক, প্রফেসর। তোমার মত অপাত্রকে এ টাকা দিইনি আমি। যে জন্যে দিয়েছিলাম, তার দফারফা হয়ে গেছে। কাজেই নিয়ে গেলাম এগুলো। ওকে?'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তার নাকের সামনে দিয়ে সাঁ করে কার্ট ছোটাল প্যাম। ব্যাপার বুঝতে পেরে মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে।

এগারো

বিশ মিনিট লাগল ওদের ক্রপ ডাস্টারের কাছে পৌঁছতে, তারপর ওটা নিয়ে আকাশে ওঠা ও ভিক্টর ইমানুয়েলের কনভয় স্পট করতে আরও পনেরো মিনিট।

ডাস্টারের ককপিট অতিরিক্ত ছোট, দু'জন বসার উপায় নেই। তবু ওর মধ্যেই শার্লির পিছনে কোনমতে দলা পাকিয়ে বসেছে রানা, দু'পা মেয়েটির কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে ছড়ানো। মাথা ককপিট ডোমের নিচের কিনারা সামান্য ওপরে জেগে আছে, এই অবস্থায় নিচে কিছু স্পট করা কঠিন, তবু সময়মত ওটাকে ঠিকই দেখল ও দু'হাজার ফুট ওপর থেকে।

ওর ধারণা ছিল এই অবস্থায় কোন ডিরেক্ট রুট দিয়ে যাবে না লোকটা, শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। প্রথমেই ইমানুয়েলের কারের ওপর চোখ পড়ল, সামনের একটা ফুটহিল বেয়ে ঝড়ের বেগে উঠছে। ওপর থেকে রাস্তাটা খুব সরু মনে হচ্ছে, পাহাড়ে উঠে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, ঘন ঘন বাঁক খেয়ে ক্রমে আরও ওপরে উঠে এসেছে। কোথাও কোথাও ইউ-র মত বাঁক খেয়ে, ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু হয়ে যেতে যেতে মিশে গেছে দিগন্তে।

কারের অনেক আগে, প্রায় দুই মাইল পথ জুড়ে ছুটছে ট্যাঙ্কার বহর। প্রথম ট্যাঙ্কারের এক মাইল আগে রয়েছে একটা জীপ। ইমানুয়েলের গাড়ি বহরের লেজে, সবশেষে পিক-আপটা।

'কারের ওপরে থাকো,' চেঁচিয়ে বলল রানা। 'ক্যানোপি খুলছি আমি, শেষ ট্যাঙ্কারের ওপর নামব।'

'ওকে,' মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে মন দিল শার্লি। 'সাবধানে, রানা!'

অনেক উঁচু দিয়ে ইমানুয়েলের লিমুজিন অতিক্রম করল ডাস্টার, ক্যানোপি পিছনে সরিয়ে উঠে পড়ল রানা, বের হওয়ার জন্যে সংগ্রাম শুরু করে দিল। বাতাস এত জোরে বইছে যে ওর বাড়তি ওজনের ধাক্কা সামলাতে গতি পড়ে গেল খুদে প্লেনের, ওটাকে বশে রাখতে রাডারের সঙ্গে রীতিমত কুস্তি করতে লেগে গেল শার্লি।

উইং ধরে নিচের দিকে মন দিল রানা, অনেক কষ্টে, প্রচুর সময় নষ্ট করে ফিউজিলাজের ফুট হোল্ড ধরল সতর্কতার সাথে, তারপর এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, উইং স্ট্রাটসের মধ্যে দিয়ে আন্ডারক্যারিজে নেমে এল। পুরোটা সময় তটস্থ রাখল ওকে প্রচণ্ড বাতাস। সমান্য একটু ভুল কি অসতর্কতা মুহূর্তে ছেঁড়া কাগজের মত উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে রানাকে।

উচ্চতা কমাতে শুরু করল শার্লি। বাতাসের তোড়ে আধবোজা চোখে বহরের শেষ ট্যাঙ্কারটা দেখতে পেল রানা, প্রতি মুহূর্তে বড় হচ্ছে। আন্ডারক্যারিজ হুইল স্ট্রাট দু'পায়ে পেঁচিয়ে ধরে সময়ের অপেক্ষায় আছে ও। বাতাসের হুঙ্কার এবং নিচে ট্যাঙ্কারের আওয়াজ অসহ্য লাগছে। এবড়োখেবড়ো পথ ধরে বেদম ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে ওটা, ঝন্-ঝন্ ঠন্-ঠন্ নানান রকম আওয়াজ করছে স্টীলের বডি।

ডাস্টার আরেকটু নামতে নতুন এক যন্ত্রণা দেখা দিল, ধুলোয় একাকার হয়ে এল চারদিক। কিছু সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল ট্যাঙ্কার। তারপর, মুহূর্তের জন্যে আচমকা বদলে গেল পরিস্থিতি, ওটার ঠিক ওপরে নিজেকে ভাসতে দেখল রানা। একেবারে নাগালের মধ্যে রয়েছে ট্যাঙ্কারের রঙধনু আকৃতির পিঠ।

সমান তালে ছুটছে দুই যন্ত্রযান।

রানার দিকের উইং আরও নিচু করল শার্লি, সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রাট ছেড়ে ঝাঁপ দিল ও। কন্টেইনারের ওপর পড়েই ঝাঁকি খেয়ে পিচ্ছিল গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে যেতে শুরু করেছিল, অনেক কষ্টে ঠেকাল। চার হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল বুক-পেট আর উরুর নিচে দমাদম ঝাঁকি সহ্য করে।

কাত হয়ে একপাশে সরে গেল ডাস্টার, উঠে যেতে আরম্ভ করল। ট্যাঙ্কারের ঝাঁকির সাথে তাল রেখে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে ক্যাবের দিকে এগোল রানা প্রকাণ্ড এক টিকটিকির মত। ফোর-হুইল ডিটাচেবল্ প্রাইম মুভার ইউনিট ওটা। শেষ মাথায় পৌঁছে কন্টেইনার ও ক্যাবের মাঝখানের ফাঁকে চোখ বোলাল রানা, কাপলিং এবং মুভার ইউনিটের সাথে জোড়া ট্যাঙ্কের হাইড্রলিক টিউব দেখতে পেল।

ক্যাবের পিছনের সরু জায়গায় পা রেখে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা, এমন সময় পিছন থেকে পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ কানে এল। কানের পাশ দিয়ে গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল বুলেট। ঝট্ করে পিছনে তাকাল ও, দেখল তুমুল গতিতে ছুটে আসছে ইমানুয়েলের লিমুজিন, মাঝখানের ব্যবধান খুব দ্রুত কমে আসছে।

শোফারের পাশে বসে আছে লোকটা, স্পষ্ট দেখতে পেল ও। বাঁ হাত-কাঁধ আর মাথা জানালার বাইরে, হাতে একটা উজি সাব-মেশিনগান। রাগে চেহারা বিকৃত। পিছনের সীটে ক্যারি লোয়েলকে দেখল ও। দেরি করার উপায় নেই, অতএব সামনে মন দিল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাবের সরু লেজ লক্ষ্য করে। একটু কাত হয়ে লাফ দিল, ডান পা আড়াআড়ি পড়ল ওখানটায়, পরক্ষণে বাঁ পা তুলে কন্টেইনারের সাথে ঠেকাল।

একই মুহূর্তে পরপর কয়েকটা গর্তে পড়ল ক্যাব, প্রবল ঝাঁকিতে বাঁ পা ছুটে যাচ্ছে বুঝতে পেরে জানের পানি শুকিয়ে গেল

ওর। আতঙ্কিত চোখে নিচে তাকাল—হু-হু করে পিছিয়ে যাচ্ছে রাস্তা, কন্টেইনারের সামনের ও ক্যাবের পিছনের চাকা বন্-বন্ করে ঘুরছে। ওগুলোর চাপে পথে পড়ে থাকা পাথরের কণা উড়ছে, ছিটকে উঠে ঠুং-ঠাং বাড়ি খাচ্ছে ধাতব দেহে।

সাঁৎ করে বাঁ হাত বাড়িয়ে নিজেকে ঠেকাল রানা, পিছলে যাওয়া পা সুবিধেমত জায়গায় রেখে বুক ভরে বাতাস টেনে নিল। হয়েছিল আরেকটু হলে, ঠোঁট গোল করে বাতাস ছেড়ে ভাবল ও। পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাবে পৌঁছার জন্যে। ইমানুয়েলের গাড়ি কতদূরে আছে কে জানে?

ভীষণরকম নর্তন-কুর্দন করতে থাকা ক্যাবের প্রান্ত ধরে প্রচুর সময় নিয়ে এক পা এক করে এগোল ও, এক হাতে কন্টেইনার ধরে ধরে। কিনারায় পৌঁছে উঁকি দিয়ে পিছনে তাকাল। না, এখনও দেখা নেই ইমানুয়েলের। ক্যাবের ছাতের 'ইউ' আকৃতির ড্রেন চার আঙুলে ধরে বাইরের দিকে ঝুলে পড়ল রানা, অন্য হাত বাড়িয়ে ঝট্‌কা মেরে খুলে ফেলল ক্যাবের প্যাসেঞ্জারস ডোর।

তখনই আবার গুলির শব্দ হলো, ক্যাবের প্যাডেড দরজায় দুপ্ দাপ্ করে কয়েকটা বুলেট বিঁধল। প্রথম পশলা থামার অপেক্ষায় থাকল রানা, তারপর শূন্যে বাঁদরের মত পাক্ খেয়ে অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে ঢুকে পড়ল ক্যাবে। ওকে অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি হয়েই ছিল ড্রাইভার, প্রচণ্ড রাগে দুর্বোধ্য চিৎকার ছেড়েই বড় এক ম্যাশেটি তুলল কোপ মারার ভঙ্গিতে।

ঝট্ করে বাঁ হাত তুলে আঘাতটা কোনমতে ঠেকাল ও, চোখের কোণ দিয়ে কাছেই ক্লিপে ঝোলানো প্রাইম মুভারের খুদে ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখতে পেয়ে ছুটিয়ে আনল একটানে। গাড়ি সামলে ফের কোপ মারতে যাচ্ছিল ড্রাইভার, কিন্তু সময় পেল না। তার আগেই বাড়ি মেরে এক্সটিংগুইশারের প্লাঞ্জার ভেঙে লোকটার চোখমুখ সই করে ফোম স্প্রে করে দিয়েছে ও।

অন্ধ হয়ে গেল ড্রাইভার. গুঙিয়ে উঠে ছোরা-হুইল দুটোই

ছেড়ে চোখ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল, ঘুরে যেতে শুরু করল নিয়ন্ত্রণহীন ট্যাঙ্কার। এই সুযোগে এগিয়ে এল রানা, ভারী এক্সটিংগুইশার দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল লোকটার মাথার পাশে। পরক্ষণে ওটা ফেলে হুইল ধরল, একইসঙ্গে ড্রাইভার'স ডোর খুলে ধাক্কা মারল লোকটাকে। পড়ল না ব্যাটা, আধা ঝুলন্ত অবস্থায় গোঙাচ্ছে মাথা চেপে ধরে।

উইলের সাথে কুস্তি করে ট্যাঙ্কার পথের ওপর ফিরিয়ে আনল ও, তখনই বাইরের বড় উইং মিররে ইমানুয়েলের গাড়িটাকে দেখতে পেল। ক্যাবের একেবারে কাছে এসে পড়েছে, বাঁ দিক থেকে ওভারটেক করার চেষ্টায় আছে। ওটাকে ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। ড্রাইভারকে আবার ধাক্কা দিতে গিয়ে ভুলটা বুঝল, সেফটি হার্নেসে বাঁধা আছে বলে পড়ছে না ব্যাটা। ওটা খুলে ফেলল রানা, গড়িয়ে লিমুজিনের বনেটের ওপর পড়ল আধা অজ্ঞান ড্রাইভার।

বিচ্ছিরি আওয়াজটা কানে যেতে গাল কুঁচকে উঠল ওর আপনাআপনি। তবে লিমুজিনের গতি কমল না, এবং ওটাকে ঠেকানোও গেল না, রানা ট্যাঙ্কারের পুরো নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার আগেই দমকা বাতাসের মত হুশ্ করে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বাঁ দিকের ক্যাব ডোর ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল ইমানুয়েল।

ওদের ধাওয়া করল রানা, সেকেন্ডে সেকেন্ডে গতি বাড়িয়ে দানবীয় ট্যাঙ্কারকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত লেজ দাবিয়ে ছুট লাগাল লিমুজিন, বিপদ টের পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে আরোহীরা। বুঝতে পেরেছে নিজেরাই উল্টে ফাঁদে পড়ে গেছে—সামনে এক ট্যাঙ্কার, পিছনে মাসুদ রানা, যে গতিতে আসছে ও, তাতে সময় থাকতে সামনেরটাকে ওভারটেক করা সম্ভব না হলে নির্ঘাত চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যেতে হবে দুটোর মধ্যে পড়ে।

মরিয়া হয়ে উঠল কার চালক, ফুল স্পীডে অল্প সময়ের মধ্যে

পৌঁছে গেল সামনেরটার কাছে, দ্রুত কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে সাইড চাইল। সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও গেল। ওটাকে ওভারটেক করার সময় চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে সতর্ক করল ইমানুয়েল, 'পিছনের ট্যাঙ্কারকে সাইড দিয়ো না! উন্মাদ এক গ্রিঙ্গো চালাচ্ছে ওটা, সাইড দিলে তোমাকে,' নিজের গলায় আঙুল চালিয়ে জবাই করা বোঝাল। 'খবরদার!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ড্রাইভার, চোখ কুঁচকে উইং মিরর দিয়ে পিছনে তাকাল। ওদিকে মাসুদ রানার কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ড্যাশবোর্ড থেকে থাবা দিয়ে একটা ওয়াকি-টকি বের করল ভিক্টর ইমানুয়েল। মুখের সামনে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'লুইজি! লুইজি। শুনতে পাচ্ছ? ডু ইউ রীড? ওভার!'

সারির একদম সামনের জীপ থেকে সাড়া দিল লোকটা। 'আই রীড ইউ, স্ট্রেংথ ফাইভ। ওভার।'

'মাসুদ রানা পালিয়েছে। আমাদের পিছন পিছন আসছে। ডেমন'স ক্রসে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। ওখানে শেষ করতে হবে হারামজাদাকে। ওভার।'

'ওকে।' হাসি মুখে ওয়াকি-টকির সুইচ অফ করল লুইজি, তিন পেশীসর্বস্ব সঙ্গীকে জানাল কি ঘটতে যাচ্ছে একটু পর। সাত মিনিটের মাথায় নির্দিষ্ট জায়গায় জীপ থামল, সঙ্গীরা উজি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল পাহারায়, লুইজি ইমানুয়েলের পৌঁছার অপেক্ষায় থাকল।

মাউন্টেন পাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকা এটা, সামনে অসংখ্য লূপ আর এস বেন্ড। একটু পর পৌঁছল ইমানুয়েলের লিমুজিন। পিছনের বুট খুলে একটা মিসাইল বের করল সে, লুইজিকে শিখিয়ে দিল কি করে এইম ও ফায়ার করতে হয়।

'খুব সহজ কাজ,' বলল সে। 'কাছে থেকে ফায়ার করবে, ট্যাঙ্কারসুদ্ধ উড়িয়ে দেবে ব্যাটাকে।'

'রাইট, সেনিয়র!' দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার।

উইয কিড ফ্যারি লোয়েল মেনে নিতে পারল না ব্যাপারটা, মাথা দোলাতে লাগল। 'প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কারে চল্লিশ মিলিয়ন ডলারের মাল আছে, সেনিয়র। আর কোনভাবে যদি...'

'ওর হাত থেকে বাঁচার বিনিময়ে চল্লিশ মিলিয়ন কিছুই না, অ্যামিগো। টাকা নিয়ে ভাবছি না আমি, ভাবছি মাসুদ রানাকে নিয়ে। মরার আগ পর্যন্ত হার মানতে জানে না, এমন পদের মানুষ লোকটা। একটা কেন, সবকটা ট্যাঙ্কার গেলেও ক্ষতি নেই।'

'কোন চিন্তা নেই,' লুইজি বলল। 'আপনি চলে যান, আমি ঠেকাচ্ছি মাসুদ রানাকে।' জীপের বনেটে মিসাইল সেট করে অপেক্ষায় থাকল সে। ফল দেখার আশায় সময় নষ্ট করার ঝুঁকি নিল না ইমানুয়েল, লোয়েলকে নিয়ে কেটে পড়ল।

ওদিকে সামনের ট্যাঙ্কারকে ওভারটেক করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে রানা, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। পরপর তিনটে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। প্রথমটা বিপরীতমুখী এক যাত্রীবাহী বাসের জন্যে নষ্ট হলো সময়মত রানা ব্রেক না কষলে মুখোমুখি টক্কর লেগে যেত। পরের দুটো গেল সামনের ড্রাইভারের কারণে, সময়মত ট্যাঙ্কার ঘুরিয়ে ওর সামনে এসে বাধা দিচ্ছে ব্যাটা।

তবে চতুর্থ সুযোগ ব্যর্থ হতে দিল না। সামনে অনেকখানি রাস্তা সোজা দেখে এক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল ফ্লোরের সাথে, একদিক রাস্তার সাইডে নামিয়ে দিয়ে একটানে উঠে এল ওটার পাশে। কিছুদূর গায়ে গায়ে লেগে তুমুল গতিতে ছুটল দুই সড়ক দানব, তারপর হুইল ঘুরিয়ে দড়াম করে পাশেরটাকে গুঁতো মেরে বসল ও। কেঁপে উঠল দুই ট্যাঙ্কার, ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঘষায় আতশবাজির মত আগুনের ফুল্‌কি ছুটল, তীক্ষ্ণ কিঁচ্‌-কিঁচ্‌ শব্দে তালা লেগে গেল কানে।

ধাক্কা সামলে নিয়ে অন্যটাও পাল্টা গুঁতো মারল, কিন্তু রানা ততক্ষণে ফুট ছয়েক এগিয়ে গেছে। ওটা তার পথের ওপর সরে আসছে বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে হাল ছেড়ে দিল ড্রাইভার, গতি

কমিয়ে এগিয়ে যেতে দিল রানাকে। ব্যস্ত হয়ে ওয়াকি-টকি তুলে নিল। 'ও আমাকে ছাড়িয়ে গেছে! সামনে চলে গেছে!' কেউ না কেউ তার ডিসট্রেস কলে সাড়া দেবে, এই আশায় বারবার একই কথা আউড়ে যেতে থাকল সে।

কিছুক্ষণ পর লুইজি সাড়া দিল। 'দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি ওর ব্যবস্থা করছি।'

গলাটা ইমানুয়েলের নয় বুঝতে পেরে ভরসা করা দূরে থাক, আরও বরং চিন্তিত হয়ে পড়ল ড্রাইভার লোকটা। নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হওয়ার ফল কি হতে পারে, মনের মধ্যে সে সম্পর্কে নানান ভীতিকর ছবি আঁকতে আঁকতে রানাকে পিছনে ফেলার প্রতিযোগিতায় লেগে পড়ল আবার। শার্লি করে দিল সুযোগটা। রানার ট্যাঙ্কারের লেজের কাছে পৌঁছে গেছে পিছনেরটা, এই সময় ওদের প্রায় সমতলে নেমে এল সে, পাশাপাশি এগোল সমানতালে।

ব্যাপার বোঝার জন্যে সেদিকে তাকাল মাসুদ রানা, মেয়েটি হাত নেড়ে কিছু বলছে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কনসেন্ট্রেশন হারিয়ে ফেলল। সুযোগের চমৎকার সদ্ব্যবহার করল পিছনের ড্রাইভার, রানার মত একটানে পাশে চলে এল, তারপর দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। খেপে উঠল রানা, গতি বাড়িয়ে চলল হু-হু করে। দুটো ট্যাঙ্কারের মাঝের ব্যবধান কমে আসতে শুরু করল দ্রুত।

সামনে বড় একটা বাঁক আসছে। ওটার ওপর চোখ পড়তে রানা ও সামনের ড্রাইভার, দু'জনে প্রায় একই সময়ে দেখতে পেল ভয়াবহ বিপদটা। ওখানে ডানে বাঁক নিয়েছে রাস্তা, বাঁয়ে গভীর খাদ। গতি না কমালে বিপদ। সময়মত ব্রেকে চাপ দিতে আরম্ভ করল সামনেরটার চালক, মাসুদ রানা এগোল নির্ভয়ে। ওর চিন্তার কিছু নেই, বাঁক নেয়ার সময় গতির কারণে বাঁয়ে সরে যাবে সামনের ট্যাঙ্কার, ডানে খানিকটা ফাঁক সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনে ফুল

স্পীডে সেই ফাঁক গলে উঠে যাবে ও।

যাওয়ার সময় নাক দিয়ে গুঁতো মেরে খাদে ফেলে দেবে ওটাকে। কিন্তু সে সুযোগ হলো না। সামনের লোকটা ড্রাইভার হিসেবে যথেষ্ট সেয়ানা, সময়মত রানা কি ঘটাতে পারে অনুমান করে গতি অনেক কমিয়ে দিল। ব্যাটার চালাকি বুঝতে পেরে কিছুটা হতাশ হলো রানা, কয়েকটা জঘন্য গাল দিয়ে পেরিয়ে এল ওটাকে। বাঁক ঘোরা শেষ হতে সামনে তাকাল, ভুরু কুঁচকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

তিনশো গজ সামনের এক বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা লুইজির জীপ গাড়িটা দেখতে পেয়েছে রানা। পথের ওপর আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ওদিকে বনেটের আড়ালে মিসাইলের সাইটে চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লুইজি। বাঁকের মুখে প্রথমে দুটো টার্গেট দেখতে পেল সে, তারপর পিছনেরটা আগে চলে আসতেই একটা হয়ে গেল। দেখামাত্র ওটার চালককে চিনে ফেলল লুইজি–ওটা মাসুদ রানা।

ওদিকে ক্যাবের মধ্যে সন্দেহে কপাল কুঁচকে উঠেছে রানার, গাড়িটা পথের মাঝখানে কেন, ভাবছে। ঘুরে ডাস্টারের দিকে তাকাল ও, দেখল উন্মত্তের মত হাত নাড়ছে শার্লি। ব্যাপার বুঝতে না পারলেও ওটা যে বিপদ, এবং তা জানাতেই এতক্ষণ ধরে মেয়েটা পিছু লেগে আছে, ঠিকই টের পেল ও। একই মুহূর্তে বনেটের ওপাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতেও পেল। এবং তার ওপর জিনিসটা কি, বিদ্যুৎচমকের মত বুঝে ফেলল।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, মিসাইলের সাইটে পরিষ্কার পেয়ে গেছে ওকে লুইজি। 'গুড বাই, মাসুদ রানা!' ফিসফিস করে বলল সে।

বলেই টেনে দিল ট্রিগার।

বারো

আত্মা উড়ে গেল রানার জীপের বনেটের ওপর তীব্র আলোর ঝল্‌কানি দেখে, কি ঘটেছে বুঝতে পেরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, চোখ কপালে উঠে গেছে। কিছু চিন্তা করার সময় নেই, কোনদিক তাকাবারও সময় নেই, বন্‌বন্‌ করে ডানে হুইল ঘুরিয়ে দিল ও। আচমকা ঝাঁকি খেয়ে ঘুরে যেতে শুরু করল ট্যাঙ্কার, রাস্তা ছেড়ে পাশের প্রকাণ্ড এক বোল্ডারের সাথে ঘসা খেল বিকট শব্দে।

এই সোজা চলছিল ওটা, পরক্ষণে গোটা দৃশ্যপট বদলে গেল—হঠাৎ করে বাঁক নিতে গিয়ে কাত হয়ে গেল ক্যাব। হ্যাঁচকা টান খেয়ে বাঁদিকের চাকা শূন্যে উঠে গেল, কাপলিঙের টানে ট্যাঙ্কারও কাত হতে শুরু করেছে। ক্যাব আরও কাত হলো, একদম আসমানে উঠে গেছে বাঁদিক, বেদিশা মাতালের মত ঘন ঘন এদিক-ওদিক করছে, ভারসাম্য হারিয়ে আপনাআপনি কাঁপছে থরথর করে।

ওরই মধ্যে 'হুশ!' ধরনের একটা চাপা আওয়াজ কানে এল, অন্তত রানার সেরকমই মনে হলো। হয়তো সত্যি শুনেছে, কারণ পরক্ষণে যা ঘটল, তাতে ব্যাপারটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ওর ট্যাঙ্কারের তলা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গিয়ে পিছনেরটার নাকের ওপর চড়াও হলো মিসাইল, ভয়াবহ বিস্ফোরণের সাথে হাজারটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ক্যাবের

ইস্পাত-কাঁচ ও ড্রাইভারের রক্তমাংস। পরমুহূর্তে আচমকা গলে যাওয়া আগুনের বলে পরিণত হলো ট্যাঙ্কার।

দাউ দাউ লাফিয়ে উঠে আকাশ ছোঁয়ার আয়োজন করল আগুন, পরিবেশ এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে বেশ কয়েক গজ আগে থেকে রানাও তার আঁচ পেল। থার্মাল ফোর্স থেকে রেহাই পেতে এমনকি শার্লিকে পর্যন্ত অনেকটা ওপরে উঠে যেতে হলো।

বিপদ আপাতত কেটে গেছে বুঝতে পেরে রিগ নিয়ন্ত্রণে আনার মরিয়া সংগ্রামে লেগে পড়ল রানা। এখনও ছুটছে ওটা একই ভঙ্গিতে। ওদিকে পথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা জীপটা এসে পড়েছে, ওটাকে পাশ কাটানোর উপায় নেই। সে চেষ্টাও করল না ও, কোনমতে ক্যাব সোজা করে নিয়ে ছুটে চলল। হাঁ করে রিগটার কাণ্ড দেখছিল লুইজি ও তার সঙ্গীরা, একেবারে শেষ মুহূর্তে বিপদ টের পেয়ে খিঁচে দৌড় লাগাল।

ক্যাবের নাক দিয়ে জীপের মাঝ বরাবর ধড়াম করে মেরে বসল রানা, লাফ দিল ক্যাব, ইস্পাত ভাঙাচোরার বিচ্ছিরি আওয়াজ উঠল। পরমুহূর্তে ওটার ওপর চড়ে বসল গোটা ট্যাঙ্কার, গতি একদম পড়ে গেল। সুযোগটা কাজে লাগাতে ভুল হলো না লুইজির সঙ্গীদের, একযোগে গুলি করতে শুরু করল লোকগুলো। ক্যাবের বডিতে কয়েক ডজন গুলি বেঁধার আওয়াজ শুনল রানা, সেই সাথে পরপর তিনটে টায়ার ফাটার। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করল রিগ।

গতি পড়ে এলেও এরমধ্যে জীপটাকে পথের ওপর সমান করে দিয়ে এপাশে চলে এসেছে ওটা, ডানে-বাঁয়ে এঁকেবেঁকে চলছে দানবীয় রোলার-কোস্টারের মত। রানার চোখের সামনে রাস্তা উথাল-পাতাল করছে, আর্তনাদ করছে টায়ার। পেটের মধ্যে ওলট-পালট অবস্থা। এ হয়তো বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া, ভাবছে রানা। সামনে বিপজ্জনক এক লূপ, এখনই নেমে পড়া উচিত। নইলে বিপদ ঘটে যাবে।

ব্রেক কষল রানা, উইং মিরর দিয়ে লোকগুলো কোথায় দেখার চেষ্টা করল। দেখা গেল ছুটে আসছে ওরা, তিনজনের হাতে উজি, লুইজির হাতে পিস্তল। বেশ দূরে আছে অবশ্য। আবার ব্রেক কষল, ঠিক করল আরেকটু আসুক, তারপর টার্গেট প্র্যাকটিস করা যাবে। আড়াল আছে বলে সুবিধেজনক পর্যায়ে আছে রানা, ও ব্যাটাদের তা নেই।

এই সময় ক্রপ ডাস্টারের ওপর চোখ পড়ল, পিছনদিক থেকে দ্রুত গতিতে আসছে ওটা, ক্রমে উচ্চতা কমিয়ে আনছে শার্লি। আরও নামল, যেন ফাইটার প্লেনের মত পথের ওপর ব্রাশ ফায়ার করতে আসছে, এমন ভঙ্গিতে লোকগুলোর মাথার ওপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা স্প্রের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল ওরা। এক ক্যানিস্টার পোকা মারার কেমিক্যাল স্প্রে করে দিয়েছে শার্লি ঠিক সময়ে, অস্ত্র ফেলে কাশতে কাশতে শুয়ে পড়ল লোকগুলো, পাগলের মত নাকমুখ ডলছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়।

চমৎকার বুদ্ধিটার জন্যে শার্লিকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়ল রানা, পিছনে তাকাল। ঢালু হয়ে নেমে গেছে ফেলে আসা রাস্তা, অজস্র বেন্ড। নিচেও তাই। এবং ওই পথ ধরেই ভাগছে বহরের অন্য ট্যাঙ্কারগুলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সরাসরি ওর নিচে পৌঁছে যাবে। এটা ওপর থেকে পড়লে কি অবস্থা হবে ভাবতে গিয়ে মুচকে হাসল ও। দৌড়ে গিয়ে ট্যাঙ্কারের কাপলিঙ্ক খুলে দিল, তারপর ক্যাব রিভার্স করে ঠেলে নিয়ে চলল ওটাকে।

ঠেলে ট্যাঙ্কার পথের কিনারায় নিয়ে এল রানা, শেষ ধাক্কাটা মারার আগে লুইজিদের দিকে তাকাল—উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে লোকগুলো, চোখ ডলছে। কি কেমিক্যাল ছিল ওটা? ভাবতে ভাবতে পিক্‌আপ দিল ও, কয়েক সেকেন্ড পর পিছনের চাপ কমে গেছে বুঝতে পেরে ব্রেক কষল, লাফ মেরে নেমে এল।

ঢালে পড়ে প্রথম ডিগবাজি সবে শেষ করেছে ট্যাঙ্কার, স্লো-মোশন ছবির মত পড়ছে, মধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে সেকেন্ডে

সেকেন্ডে গতি বাড়ছে। আরেক ডিগবাজি খেল ট্যাঙ্কার, ক্রমে আকার ছোট হয়ে আসছে। রুদ্ধশ্বাসে দেখছে রানা, এক সময় মনে হলো হিসেবে ভুল হয়েছে, পথে পড়ছে না ওটা। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে রাস্তা টপকে চলে যাবে। নিচের দুটো ট্যাঙ্কার নিরাপদে চলে গেল তলা দিয়ে, তৃতীয়টা আসছে, এই সময় ধাক্কাটা খেল পতনরত ট্যাঙ্কার। জোরে নয়, আস্তে।

পথ থেকে সামান্য সরে গেল, এবং ঠিক রাস্তা বরাবর হলো আড়াআড়িভাবে। তৃতীয় ট্যাঙ্কারও ক্লীন মিস হতে যাচ্ছে দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিল রানা–কিন্তু হলো না শেষ পর্যন্ত। সোজা গিয়ে ওটার ওপর আছড়ে পড়ল কন্টেইনার, ফল হলো মিসাইল হামলার চাইতেও ভয়াবহ। দুটো গ্যাসোলিন ভর্তি ট্যাঙ্কার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো, আগুনের বিশাল কুণ্ডটা হলো দেখার মত। গোটা রাস্তা জুড়ে আগুনের দাউ দাউ নৃত্য শুরু হয়ে গেল। এগোবার উপায় নেই দেখে থেমে পড়তে বাধ্য হলো ইমানুয়েলের লিমুজিন।

দৌড়ে এসে ক্যাবে উঠল রানা, পিছন থেকে গুলি হলো এই সময়, ঠক্ ঠক্ করে কয়েকটা বুলেট বিঁধল ক্যাবের গায়ে, কিন্তু তাতে কিছু এল-গেল না। রানা ততক্ষণে ঝড়ের বেগে ক্যাব ছুটিয়ে দিয়েছে। ইমানুয়েলকে ওর চাই-ই চাই।

ওদিকে নিচে, কোমরে হাত রেখে বুদ্ধুর মত সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ভিক্টর, কত অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে ভেবে কাঁপছে অল্প অল্প। ওদের বড়জোর দেড়শো গজ সামনে ছিল শেষ ট্যাঙ্কারটা। এখনও চোখেমুখে আগুনের পরশ লেগে আছে। হতাশা আর ভয়ে স্বাভাবিক চিন্তা শক্তি কিছু সময়ের জন্যে জমাট বেঁধে থাকল তার। স্বাভাবিক হতে লোয়েলের দিকে ফিরল। 'গাড়ি থাকুক, ওই দেখো, থেমে দাঁড়িয়েছে ওরা; চলো সামনের ট্যাঙ্কারে গিয়ে উঠি।'

সীটের ওপর রাখা উজি তুলে নিল সে, শোফারকে হুকুম

করল বুট থেকে বাকি তিনটা মিসাইল বের করতে। 'কই, চলো!' লোয়েলকে ব্রীফকেস হাতে সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল ইমানুয়েলের।

নড়ল না লোকটা, মাথা দুলিয়ে হতাশা প্রকাশ করল। 'পুরো ব্যাপারটা লেজে-গোবরে করে ফেললে তুমি, ভিক্টর। আরও আশি মিলিয়ন গেল।'

রাগে উন্মাদ হয়ে গেল সে। চেঁচিয়ে উঠল, 'কি, তুমি এখনও টাকার হিসেব কষছ! এতবড় সাহস, আমাকে দায়ী করে! দাঁড়াও, বের করছি তোমার হিসেব।' বলতে বলতে উজি তুলল। আঁতকে ওঠার সময়ও পেল না উইয কিড, বুকে পেটে অনেকগুলো বুলেটের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল। মাটি ছোঁয়ার আগেই প্রাণ হারিয়েছে।

'শা-লা!' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করল ইমানুয়েল। ব্রীফকেস তুলে নিয়ে কট্‌মট্‌ করে লাশটার দিকে তাকাল এক নজর, তারপর হাঁটা ধরল। ড্রাইভার একটু তাকাল কেবল, কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। এসব তার কাছে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে।

'মিজাইল তুলে দিয়েছি, সেনিয়র,' বলল সে। 'সামনেরটায়।'

'চলো।'

ভয়াবহ পড়পড় আওয়াজ করতে থাকা আগুনের পাশ ঘেঁষে এপাশে চলে এল ভিক্টর ইমানুয়েল, নিজের ড্রাইভারের হাতে উজি ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি পরেরটায় এসো, আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি।'

নীরবে নেমে গেল লোকটা, উজির ম্যাগাজিন চেক করে পরেরটায় উঠে বসল। রওনা হয়ে শেষ দুই ট্যাঙ্কার।

ওদিকে জার্মান ম্যান পিক্‌-আপ নিয়ে যখন লুইজিদের কাছে পৌঁছল, রানা তখন অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। আগুন আর প্রথম ট্যাঙ্কার ও জীপের ধ্বংসাবশেষ দেখে চোখ কুঁচকে উঠল

ম্যানের। 'কি হয়েছে?'

তার পাশে উঠে পড়ল লুইজি, সঙ্গীরা পিছনে। 'পরে শুনো, আগে গাড়ি ছাড়ো। ওটাকে ঠেকাতে হবে,' হাত তুলে নিচের ক্যাবটা দেখাল। 'মাসুদ রানা।'

প্রচণ্ড কৌতূহলে মনে মনে মরে গেলেও আর প্রশ্ন করল না ম্যান, গিয়ার এনগেজ করে ধীরগতিতে আগুনের পাশ ঘুরে এগোল, তারপর ঝড়ের বেগে পিক্-আপ ছোটাল। রানা তখন ইমানুয়েলের লিমুজিনের কাছে পৌঁছে গেছে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে আগুনের ওপর দিয়ে দ্রুত ক্যাব চালিয়ে এল ও, তারপর আবার দৌড়। সামনের ট্যাঙ্কার দুটোকে দেখতে পাচ্ছে, বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, পাহাড়ী রাস্তা ছেড়ে প্রায় সমতলে পৌঁছে গেছে ওগুলো। ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল বেগে চলছে এখন।

গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা, মত্ত ষাঁড়ের মত ছুটতে লাগল ক্যাব। উইং মিররে তাকিয়ে পিক-আপটা দেখতে পেল ও, আগুনের ওপাশে থেমে পড়েছে। ভেবে পাচ্ছে না কি করবে। তিন মিনিটের মধ্যে পিছনের ট্যাঙ্কার প্রায় ধরে ফেলল রানা, ইমানুয়েলের শোফার গুলি করল। বনেটে আঘাত করল কয়েকটা বুলেট। পরের ব্রাশ উইন্ডশীল্ড চুরমার করে দিল। তাতে বরং সুবিধেই হলো রানার, রাস্তা পরিষ্কার, অন্য মতলব আঁটার সুযোগ পেয়ে গেল।

সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনের দিকে চোখ বোলাল ও, রাস্তা কিছুদূর একদম সরলরেখার মত চলে গেছে দেখে নিশ্চিত হয়ে সামনের ট্যাঙ্কারের লেজে ক্যাবের নাক প্রায় ঠেকিয়ে ফেলার জোগাড় করল। রানা আড়ালে চলে যাওয়ায় গুলি করা যাচ্ছে না দেখে সামনের ক্যাবে তড়পাতে শুরু করেছে শোফার।

কিছুক্ষণ সামনেরটার সাথে সমানতালে দৌড়ে ওটার গতিবেগ বুঝে নিল রানা, নিশ্চিত হয়ে ক্যাবের অটো ক্রুজ কন্ট্রোল ঘুরিয়ে সত্তর মাইলে সেট করল, তারপর হুইল লক করে ভাঙা

উইন্ডশীল্ডের ফাঁক দিয়ে এক ঝটকায় বেরিয়ে এল বনেটের ওপর। দূরত্বটুকু ক্ষিপ্রতার সাথে পেরিয়ে এল চার হাত-পায়ে, সামনেরটার পিছনে ঝুলে থাকা খাটো ইন্সপেকশন ল্যাডারের দিকে সাবধানে হাত বাড়াল।

তিনবার মিস্ হয়ে গেল কয়েক চুলের জন্যে। চতুর্থবার সে সুযোগ দিল না রানা, দৌড় শুরু করার ভঙ্গিতে বসে ঝাঁপ দিল। একই মুহূর্তে সামনেরটা বাঁক নিতে শুরু করেছে দেখে ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে, তবে কোন বিপদ ঘটল না শেষ পর্যন্ত। মই ধরে ঝুলে পড়ল ও। ট্যাঙ্কার তখনও ঘুরছে।

পিছনে ওর ক্যাবের কি পরিণতি ঘটল দেখার সুযোগ হলো না, দ্রুত উঠে পড়ল ওপরে, শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। কাঁকড়ার মত মসৃণ কন্টেইনার আঁকড়ে ধরে মুখ তুলল রানা, দেখতে পেল বড় এক 'এস' বাঁক নিচ্ছে ট্যাঙ্কার। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে পিছনে তাকাল–ওটা সেই পিক্-আপ, এসে পড়েছে প্রায়। ওটার সবগুলো টায়ার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটু একটু–নিশ্চই আগুনের ওপর দিয়ে আসার ফল। মনে মনে হাসল রানা। তখনই কেউ একজন জানালা দিয়ে হাত বের করে গুলি ছুঁড়ল, ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বুলেট।

আর দেরি করা যায় না, ভাবল রানা, তাড়াতাড়ি ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা দরকার। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ল্যাডার বেয়ে নেমে পড়ল, বসে এক হাতে পায়ের কাছে ট্যাঙ্কারের মেইন ভালভ ঘোরাতে শুরু করে দিল। অনায়াসে ঘুরল ওটা, ভেতর থেকে মোটা ধারায় হড়হড় করে গ্যাসোলিন বেরিয়ে এল, রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল।

ম্যান বিপদটা ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল যা ঘটার। উত্তপ্ত টায়ার গ্যাসোলিনের ওপর উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পার্ক দেখা দিল রাস্তায়, পরক্ষণে দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন, সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলল ওটাকে। তারপরও ত্রিশ সেকেন্ড চলল পিক্-

আপ আগুনের গোলার মত। পিছন থেকে দুটো জ্বলন্ত মশাল নেমে এসে উদ্বাহু নৃত্য করল কিছুক্ষণ, পিক্-আপ রাস্তা ছেড়ে আরেকদিকে ছুটে গেল লাফাতে লাফাতে।

ওপরে উঠে এল রানা, এবং তখনই টের পেল নিজেকে কতবড় বিপদের মুখে ফেলেছে ও। পিক্-আপের তৈরি আগুন এখন গ্যাসোলিনের স্রোত ধরে এদিকেই ছুটে আসছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। লাফিয়ে পড়বে কি না ভাবছিল রানা। এই সময় শার্লির ক্রপ ডাস্টারের ওপর চোখ পড়ল। এতক্ষণ ওপর থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছিল যে মেয়েটি, ওর বিপদ দেখে নেমে এসেছে।

ফ্ল্যাপ নামিয়ে ছুটন্ত আগুনের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছে শার্লি, বড়জোর কয়েক সেকেন্ড এগিয়ে আছে। ট্যাঙ্কারের পিছনে এসে থ্রটল অফ করে দিল মেয়েটি, গ্লাইড করে ওটার চার ফুট ওপরে নেমে এল। থাবা দিয়ে স্ট্রাট ধরে ফেলল রানা। কিছু বলতে হলো না, ওর ওজন অনুভব করামাত্র থ্রটল ওপেন করল শার্লি, নাক তুলে খাড়া উঠে যেতে শুরু করল, একই সাথে বাঁয়ে সরছে। দুশো গজ যেতে পেরেছে কি না সন্দেহ, বিস্ফোরিত হলো ট্যাঙ্কার।

ওপর থেকে মাথা বের করে হাসল শার্লি, চেঁচিয়ে বলল, 'আর একটা। হ্যাঙ অন!'

'রাইট, লেট'স গো!'

ঘুরতে শুরু করল ক্রপ ডাস্টার, ফিরে চলল রাস্তার দিকে। একমাত্র ট্যাঙ্কারটা তখন কম করেও আশি মাইল স্পীডে ছুটছে। ঝুলে থাকা রানাকে নিয়ে ওটার পিছনে পৌঁছে গেল শার্লি, কন্টেইনারের ওপর নামিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্রমে এগিয়ে চলেছে ডাস্টার, ট্যাঙ্কারের পঞ্চাশ গজ পিছনে, পঞ্চাশ গজ ওপরে এসে পড়েছে, এই সময় ওটার ক্যাবে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল মাসুদ রানা।

এবং ভাল করে তাকাতে যা দেখল, তাতে পরপর কয়েকটা

বীট মিস্ করল হার্ট। ভিক্টর ইমানুয়েলকে দেখল ও খোলা দরজায়—একহাতে ডোর ফ্রেম ধরে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে বাইরে, ডান হাত দিয়ে কাঁধে ধরা আছে মিসাইল! ট্রিগার টানার জন্যে প্রস্তুত। ওদিকে ট্যাঙ্কারের গতিতে হঠাৎ করে কমে আসতে শুরু করায় চল্লিশ গজে নেমে এসেছে মাঝের ব্যবধান।

ওর সমগ্র অন্তরাত্মা আতঙ্কে চিৎকার করছে, শার্লি, নেমে পড়ো, জলদি! বিশ গজে নেমে এসেছে ব্যবধান, উচ্চতা ত্রিশে...তারপর দশ ও পনেরো। আরও নামল ডাস্টার, দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল, উচ্চতা পনেরো।

ওদিকে ইমানুয়েল আরও খানিকটা ঝুঁকেছে, ট্রিগার টানার আগে টার্গেট সম্পর্কে পুরো নিশ্চিত হয়ে নিতে চায়। ডাস্টার যত এগোচ্ছে, মিসাইলের নাকও ততই উঁচু হচ্ছে। ট্যাঙ্কারের ওপরে এসে পড়ল ওটা, তারপর একইসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটল—কন্টেইনারের পিঠ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা, ওজন কমে গেছে টের পাওয়ামাত্র নাক তুলে মরিয়া দৌড় শুরু করল শার্লি, এবং ইমানুয়েল টিপে দিল ট্রিগার।

প্রথমে রানা পড়ল কন্টেইনারের ওপর, পড়েই শুয়ে পড়ল চার হাত-পা ছড়িয়ে, ডানদিকে গড়িয়ে যাওয়ার ঝোঁক বলতে গেলে স্রেফ মনের জোর দিয়ে ঠেকাল। ওদিকে ইমানুয়েলের মিসাইল ডাস্টারের ফিউজিলাজ মিস্ করল, তবে একেবারে নয়, তলা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হালকা ঘষা দিয়ে গেল টেইলপ্লেনে। ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল হালকা ফড়িংটার জন্যে, মুহূর্তে ডিরেকশনাল কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলল মেয়েটি। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে বড় এলাকা নিয়ে পাক্ খেতে খেতে দূরে সরে গেল ওটা।

সেদিকে তাকাতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না রানা, দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে ল্যাডার বেয়ে নেমে পড়ল। ট্যাঙ্কারের গতি কমে আসছে বুঝেও পাত্তা দিল না, কয়েক প্যাঁচে পুরো খুলে দিল সেফটি ভালভ। গ্যাসোলিনের মোটা ধারা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল, একই

মুহূর্তে শার্লির ক্রপ ডাস্টারও আছড়ে পড়ল মাটিতে, রাস্তা থেকে মাইলখানেক দূরে।

কিন্তু সেদিকে তাকাবার সুযোগ পেল না রানা, ট্যাঙ্কার দাঁড়িয়ে পড়ছে টের পেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল। ক্যাবের দরজা খোলার শব্দ শুনে মরিয়া হয়ে পা চালাল সামনে পৌঁছার জন্যে।

'ভালভ বন্ধ করো!' চেঁচিয়ে কাউকে বলল ইমানুয়েল। 'না রাখো, আমি দেখছি।'

কন্টেইনার ও ক্যাবের মাঝখানের ফাঁকের কাছে এসে নিচে তাকাল মাসুদ রানা, যথাসম্ভব নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়ল কাপলিঙ্কের ওপর, ব্যস্ত হাতে জোড়া খুলতে শুরু করল। ওটা সেরে হাইড্রলিক লাইন ধরল, ওটাই এখন একমাত্র যোগসূত্র ক্যাব-কন্টেইনারের। বেশিদূর এগোতে পারল না, একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে ঝট্ করে মুখ তুলল।

লম্বা এক ম্যাশেটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ইমানুয়েল, প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে আছে মুখটা, চকচক করছে ঘামে। দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে কুকুরের মত। ফোঁস ফোঁস করে দম নিচ্ছে। কাপলিঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

'এইবার মাসুদ রানা! এইবার যাবে কোথায়?'

ওর ঘাড় সই করে সবেগে ম্যাশেটি চালাল সে, ঝপ্ করে বসে পড়ে আঘাতটা এড়াল রানা, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হলো না ইমানুয়েলের কোপ, দুইখণ্ড করে দিল হাইড্রলিক লাইনটাকে। নড়ে উঠল ট্যাঙ্কার বাঁধনমুক্ত হয়ে। রাস্তা পিছনদিকে ঢালু বলে গড়াতে শুরু করল আচমকা।

ট্যাঙ্কের নিচের সরু এক ফালি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, কাটা লাইন ধরে নিজেদের ঠেকিয়ে রেখেছে। কাজেই ইচ্ছে থাকলেও নড়তে পারছে না ইমানুয়েল। গতি ক্রমে বাড়ছে ট্যাঙ্কারের, সময় বুঝলে লাফ দেবে বলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত মাসুদ রানা। একটুপর রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল ট্যাঙ্কার, জোরাল এক ঝাঁকি

খেয়ে কাত হয়ে যেতে আরম্ভ করল ইমানুয়েলের দিকে।

আরেক ঝাঁকিতে পতন আরও দ্রুততর হয়েছে দেখে সামনে মুখ করে লাফিয়ে পড়ল রানা, ট্যাঙ্কার তখন কম করেও বিশ মাইল গতিতে পিছু হটছে। ওটার সাথে দ্রুত কয়েক পা দৌড়ে এগোল ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে, থেমে পড়ল। একই মুহূর্তে ধড়াম শব্দে আছড়ে পড়ল ট্যাঙ্কার, ইমানুয়েল ছিটকে চলে গেল অনেকদূর। যেদিকে লোকটা পড়েছে, ট্যাঙ্কারও সেদিকেই গড়াচ্ছে।

পরপর আরও দুটো গড়ান দিল ট্যাঙ্কার, মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল। তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এল হাজার হাজার গ্যালন গ্যাসোলিন। মাটি ধুয়েমুছে সবেগে বয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে আড়ালে পড়ে যাওয়ায় ইমানুয়েলের পরিণতি দেখার সুযোগ পেল না রানা।

ভাঙাচোরা, জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ থেমে যেতে নীরবতা চেপে বসল, শুধু দূরে কুলকুল শব্দে তেল গড়াচ্ছে। ইমানুয়েল নিশ্চই বেঁচে নেই, ভাবল রানা, কারণ ওর ধারণা ট্যাঙ্কার অন্তত একটা গড়ান দিয়েছে তার ওপর দিয়ে। কাছ থেকে ব্যাপার বোঝার জন্যে পা বাড়াল ও, ট্যাঙ্কার ঘুরে এপাশে চলে এল।

থেমে পড়ল দু'পা এগিয়ে। হাত-পা ছড়িয়ে গ্যাসোলিনের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে ড্রাগস্ ব্যারন। নিথর। হাতে এখনও ম্যাশেটি ধরা। জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত চুপচুপে ভেজা। পিছনে তাকিয়ে ক্যাব চালককে দেখতে পেল না ও, শ্রাগ করে তেলের কিনারা ধরে ইমানুয়েলের মৃতদেহের দিকে এগোল। কিনারাতেই পড়ে আছে সে। কাছে গিয়ে ঝুঁকে তাকাল, পরক্ষণে আঁতকে উঠল লোকটার বাঁ হাত বিদ্যুৎ গতিতে নড়ে উঠল দেখে।

খপ্ করে ওর একগোছা চুল শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ইমানুয়েল, উঠে বসল ধড়মড় করে। পরিষ্কার উন্মাদের দৃষ্টি তার

চোখে। 'কেন!' সীমাহীন রাগ, ক্ষোভ আর শোকে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। চুলে টান খেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, ওকে যাতে তেলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে না পারে ব্যাটা, সেই জন্যে। 'কেন আমার এতবড় ক্ষতি করলে তুমি, মাসুদ রানা?'

ম্যাশেটি তুলল ঘ্যাঁচ করে মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করে ফেলবে বলে। 'তোমার কি ক্ষতি করেছি আমি! কেন এমন সর্বনাশ করলে আমার! কেন, কেন, কেন!' ওর চুল ধরে গায়ের জোরে ঝাঁকাতে লাগল।

'কেন?' বলল ও শান্ত গলায়। ডান হাত পকেটে ভরে দিয়েছিল আক্রান্ত হয়ে, ওটা বের করে দেহের পিছনে লুকাল। 'সত্যি জানতে চাও কেন?'

'হ্যাঁ, চাই!' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠল ইমানুয়েল। 'কেন এতবড় ক্ষতি করলে, কিসের জন্যে? আমার সাথে তোমার কিসের শত্রুতা?'

ডান হাত নড়ল ওর। 'কারণটা কেসি ডানকান, ভিক্টর। কেসি হ্যারিসন। আর টম হ্যারিসন। ওরা দু'জন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ওদের একজন নেই, মেরে ফেলেছ তুমি। অন্যজন বেঁচে থেকেও মরে গেছে, কেসির মৃত্যুতে বোবা হয়ে গেছে টম। তাই...' লোকটার চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল ও। 'গো টু হেল্, ভিক্টর!'

ঝট্ করে হাতটা সামনে নিয়ে এল রানা, মুঠোয় একটা গ্যাস লাইটার ধরা আছে দেখে লোকটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তার আতঙ্কে স্থবির মস্তিষ্ক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলো সময়মত—ওকে ছেড়ে পালাবে না কোপ দেবে, বুঝে উঠতে পারল না। সময়টা কাজে লাগিয়ে দিল রানা, বাঁ হাতে দড়াম করে ভয়ঙ্কর এক আপারকাট মারল ইমানুয়েলের চোয়ালে, একইমুহূর্তে ঝট্‌কা মেরে চুল ছাড়িয়ে নিয়েই জ্বলন্ত লাইটার ছুঁড়ে দিল তার

কোলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরের মত লাফ দিয়ে সরে গেল কিনারা থেকে।

ওদিকে মশালের মত জ্বলতে শুরু করেছে ড্রাগস্ ব্যারনের কাপড়-চোপড়, চামড়া-মাংস, যন্ত্রণায় লাফাচ্ছে সে, লাফঝাঁপ দিচ্ছে উন্মত্তের মত। ছোটাছুটি করছে। ওদিকে তেলের ওপর দিয়ে হুপ্-হুপ্ শব্দ করে লাফিয়ে লাফিয়ে চতুর্দিকে ছুটছে আগুন। দেখতে দেখতে অনেকখানি জায়গা নিয়ে আগুনের লেলিহান শিখার নাচানাচি শুরু হয়ে গেল।

ভিক্টর ইমানুয়েল নামের বীভৎস মশালটার দিকে শেষবারের মত তাকাল ও, পুড়ে কালো হয়ে গেছে, শেষ গড়াগড়ি খাচ্ছে আগুনের বিছানায়। লোকটার মরণ চিৎকার এখনও ওর কানে ভাসছে।

কয়েক মিনিটে ফুরিয়ে গেল সব। ধীরপায়ে রাস্তায় এসে উঠল মাসুদ রানা। নির্বিকার। প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দ বা সন্তুষ্টি, কিছুই বোধ করছে না। আগুনে পুড়ে মরা কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবতে গিয়ে থেকে থেকে শিউরে উঠছে।

এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, একটা খালি ক্যাব আসছে দেখতে পেল। এদিকে ইমানুয়েলের ক্যাবের খবর নেই, নিশ্চয়ই ড্রাইভার ওটা নিয়ে ভেগে গেছে।

কাছে আসতে ভাঙা উইন্ডশীল্ড দেখে ক্যাবটাকে চিনল ও, ওরই ছেড়ে আসা পাওয়ার মুভার। একদম সামনে এসে ব্রেক কষল ওটা। চালককে দেখে অবাক না হয়ে পারল না রানা–শার্লি। চোখাচোখি হতে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি। 'লিফট চাই, মিস্টার?'

বিস্ময় কাটছে না ওর। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু অমন এক আছাড় খেয়ে তুমি এখনও সুস্থ আছ কি করে?'

'আছাড় আমি খাইনি, খেয়েছে প্লেনটা। আমি সময়মত লাফিয়ে পড়েছি, গ্লাইড করছিলাম বলে অসুবিধে হয়নি।'

'তাই বলো।'

চোখ তুলে দূরের জ্বলন্ত ট্যাঙ্কার দেখল শার্লি, তারপর ইমানুয়েলের কয়লা হয়ে যাওয়া দেহ। 'ওটাই বুঝি?'

মাথা দোলাল ও।

'অলরাইট, উঠে এসো। দেখো নাকের বদলে কেমন একখানা নরুণ পেলাম।'

রানা উঠে বসতে ক্যাব ঘুরিয়ে ইসথুমসের দিকে ছোটাল মেয়েটি। শেষবারের মত একবার পিছনে তাকাল ও, তারপর অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে অদৃশ্য একটা পর্দা টেনে দিল।

ভবিষ্যতের কথা ভাবল। কাল-পরশুর মধ্যে এ দেশের আইনের ঝামেলা সেরে কায়রো ছুটতে হবে ওকে, জরুরী কাজ পড়ে আছে। দেশের কাজ। এমনিতে দেরি হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। এবার তাহলে নির্ঘাত বকা খেতে হবে বুড়োর।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

সীমা লঙ্ঘন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সময় মাত্র দু'তিন দিন। নেতৃত্ব দেবে মাসুদ রানা, সঙ্গে থাকবে দু'জন বিসিআই এজেন্ট। ইসরায়েলে ঢুকে হিযবুল্লাহ্ গেরিলা আর মুসলিম ব্রাদার হুড সদস্যদের সাহায্য নিয়ে তিনটে সাবমেরিন ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে। প্যারাসুট নিয়ে ইসরায়েলে নামার পর থেকেই শুরু হলো বিপদ। দলে বিশ্বাসঘাতক আছে, তা-ও একজন নয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ধাওয়া করল ওদের। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, জান বাঁচিয়ে ইসরায়েল থেকে পালিয়ে আসাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তিনজনের কেউই পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নয়, কারণ জানে গোপন ঘাঁটি থেকে সাবমেরিনগুলো রওনা হয়ে গেলে গোটা মধপাচ্যে, এমনকি গোটা দুনিয়ায় যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত কি ঘটল, সে এক রোমহর্ষক কাহিনী।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।

মিসেস হক (শেফালী বেগম)

চৌকিদেখী, এয়ারপোর্ট রোড, সিলেট।

রানার সাথে আমার পরিচয় লাল পাহাড়ে। তাও প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে। আমার ছোট ভাই এনামুল হক (এনাম) আপনার প্রকাশনীর তিন গোয়েন্দা ও কিশোর হরর-এর ভক্ত। এক কথায় বলতে গেলে ওর মাধ্যমেই আপনাদের প্রকাশনীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছি। এনামের যখন আট বছর বয়স তখন থেকেই ও মাসুদ রানার বই কিনে পড়ত। ও জানত না যে সিরিজটি বড়দের জন্য। মাসুদ রানার বই পড়ে ও বালিশের সাথে টিশুম-ঢাশুম আরম্ভ করে দিত। আমি তো হেসেই খুন।

তবে লোভ সামলাতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম,

বইগুলো না-জানি কি রকম। ব্যস, ওই থেকেই শুরু। তবে ওকে সাবধান করে দিলাম ও যেন এখন রানার বই না পড়ে। বেচারা আর কি করবে!

যাই হোক, আপনার কাছে এটাই আমার প্রথম চিঠি। আপনি ছাপালে ছাপান, না ছাপালে নেই। আমি যে আপনার ভক্ত পাঠিকা তা জানালাম। আমি আর বড়জোর এক মাস দেশে আছি, তারপর ইংল্যান্ডে চলে যাব। আর কোনদিন আলোচনায় লেখা হবে কিনা জানি না। মাসুদ রানার সঙ্গে পরিচয়ও হয়তো থাকবে না।

তবে ইতিমধ্যে আপনার সব বই সংগ্রহ করে ফেলেছি, একটাও বাদ নেই। সবগুলো বিদেশে নিয়ে গিয়ে পড়ব। আমার জন্যে দোয়া করবেন। শকুনের ছায়া-১ পড়লাম, বেশি ভাল লাগেনি।

আমার সালাম ও দোয়া সব লেখককে জানাবেন। পাঠক-পাঠিকাকে শুভেচ্ছা।

* আপনার শুভেচ্ছা পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছে দিলাম। আর আমাদের সবার দোয়া থাকল আপনার ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি ও মঙ্গলময় জীবনের জন্য।

জ্যোস্না খীমা
মধ্যম বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

আপনার মাসুদ রানা সিরিজের ২৮৪তম 'মরণযাত্রা' বইটি পড়ে চুপ করে থাকতে পারলাম না।

সপ্তম শ্রেণী থেকে না বুঝে মাসুদ রানা পড়তাম, এখন ডিগ্রী ক্লাসে বুঝেই পড়ি।

'এম এক্স থ্রী'তে আক্রান্ত রানা। অথচ তবুও সহযাত্রীদের বাঁচাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করছে না। এমন সঙ্কল্প শুধু রানাকেই মানায়। কিন্তু ১৫৩ পৃষ্ঠায় এসে থমকে দাঁড়াতে হলো।

"তারপর সটান আছাড় খেয়ে পড়ে গেল কিংবদন্তীর নায়ক।

পড়ার পর আর নড়ছে না।" এই পর্যন্ত পড়ে যদিও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল রানা এত স্বার্থপর, বিশাল ভক্তকুলকে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে সে কখনও এভাবে মরে পড়ে থাকতে পারে না – তবু নিজেকে সামলাতে পারিনি, চোখের জল আর বাধ মানেনি।

পুরো বইটা শেষ করার পর তবেই নিজেকে শান্ত করতে পেরেছি। আলোচনা বিভাগে এটাই আমার প্রথম অনুভূতির প্রকাশ। রানার প্রতি অন্য ভক্তদের অনুভূতি আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশ পেলে ভাল লাগত।

* রানার প্রতি আপনার ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনাকে ধন্যবাদ। এ-বিভাগটা মনের কথা বলার জন্যেই। সবার জন্যই রইল আমন্ত্রণ।

এনায়েত
কাষ্ঠঘর আবাসিক এলাকা, সিলেট।

আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

১. মাসুদ রানা আগে প্রকাশিত হয়, না কুয়াশা সিরিজটি? কত সালে?

২. মাসুদ রানা সিরিজটি কি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়? হলে এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ানোর কথা ৩৯৬টি, তাহলে এর সংখ্যা ২৮৫টি কেন?

৩. কেউ যদি মাসুদ রানা সিরিজের জন্য কাহিনী লিখে পাঠায় তবে কি আপনারা সেটা ছাপবেন?

৪. সোহেল রানা ও কবরি সারোয়ার অভিনীত মাসুদ রানা ছবিটি কি আপনার লেখা গল্প অবলম্বনে?

৫. আপনার বয়স কত?

* কুয়াশার শুরু ১৯৬৪ সালে, মাসুদ রানার শুরু ১৯৬৬ সালে। ...না। ...খুব ভাল হলে ছাপতেও পারি। ...হ্যাঁ। শুধু কাহিনী নয়, সংলাপ ও চিত্রনাট্যও আমারই লেখা ছিল। ...তেষট্টি।

মোঃ কাউসার
সেরি-১৬৪,দক্ষিণ কোরিয়া।

আলোচনা বিভাগে লেখার লোভ হলো। আবার প্রবাসী হয়ে লিখলাম। ছাপা না হলেও দুঃখ নেই, লেখাটি আপনার নজরে পড়লেই ধন্য হব। মাসুদ রানার সামান্য কয়টি বই পড়েছি, কিন্তু ওর দুর্দান্ত সাহস ও গুণের সীমা পাইনি। সেখানেই নিজের সাথে তফাৎ বুঝলাম।

১৯৯৪ সালে দেশে থাকতে একবার ট্রলারে ডাকাতি হামলায় পড়ি। তখন আমার বয়স ২১ বছর। ডাকাতরা সামনেই পুরুষ ও মহিলাদের সব অর্থ সম্পদ লুটে নিচ্ছিল। শুধু পাঁচশো টাকার জন্য এক ছেলের পায়ের রানে ছুরি দিয়ে কোপ মারে। প্রচুর রক্তক্ষরণে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে যায়। এমন অবস্থায় নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল। হাতে যদি পিস্তল থাকত, হয়তো দুই-একটা খুন করতাম। অথচ অস্ত্র না থাকলেও মাসুদ রানা নিশ্চয়ই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেন। নিজের মনের কাছে ছোট হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশের জন্যে এ মুহূর্তে মাসুদ রানারই প্রয়োজন। বাস্তবে না হোক, আপনার কাহিনীতে ওর সাক্ষাৎ পাই এবং ধন্য হই। দোয়া করবেন যেন ১০% মাসুদ রানা হতে পারি।

* দোয়া থাকল। আর আসলে নিজেকে ছোট মনে করবার কোন কারণ নেই, একেক মানুষের একেক কাজ। ও রকম পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে ভিন্ন ধরনের লোক দরকার, তারা আবার আপনি যা পারেন তা পারবে না। যাই হোক, আপনারা যাঁরা বিদেশ থেকে লিখছেন, তাঁরা কে কোথায় কিভাবে আছেন দু-চার কথায় যদি আলোচনা বিভাগে লেখেন, তাহলে আমার মনে হয় সব পাঠকেরই ভাল লাগবে। এদেশের সবাই জানতে চায় বাংলাদেশের যে ছেলে বা মেয়েটি বিদেশে গেল সে কেমন আছে, ওখানে থাকতে হলে আমাদের কেমন লাগবে। ...আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

শিরিন, শিলা

সুখবাসপুর, কালীর আটপাড়া, মুন্সিগঞ্জ।

সেবা প্রকাশনীর 'পালাবে কোথায়' বইটিতে (পৃষ্ঠা সংখ্যা মনে নেই) কবির চৌধুরী রানার কাছে জানতে চেয়েছিল, মৃত্যুর আগে রানার শেষ ইচ্ছা কি। উত্তরে রানা বলেছিল ২০০০ সালে বায়তুল মোকাররমে ঈদের নামাজ পড়তে চায়। ২০০০ সাল তো এসেই গেল। আমরা আমাদের প্রিয় রানাকে সশরীরে টিভির মাধ্যমে ঈদের জামাতে দেখতে চাই। রাষ্ট্রপতির আশেপাশে থাকলে হয়তো নামটাও শুনতে পাব।

* দুটো ঈদ পার হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের চিঠি হাতে এসেছে। তাই বলে ভাববেন না আপনাদের অজান্তেই ও নামাজটা পড়ে ফেলেছে। আসলে দুটো ঈদেই ও ঢাকা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ছিল। তবে চিন্তা নেই, আরও একটা ঈদ আছে এবছর। টিভির দিকে লক্ষ রাখলে ঠিকই চিনতে পারবেন ওকে।

সুমী ভৌমিক

মোকরবা রোড, নগর খানপুর, নারায়ণগঞ্জ।

এইমাত্র রানার 'মরণ যাত্রা' শেষ করলাম। অসম্ভব ভাল লাগল। আমি মাসুদ রানার একজন নিয়মিত পাঠক ও ভক্ত। রানার প্রায় সব বই-ই আমার পড়া। বর্তমানে আমি অনার্সে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু রানার বই বের হলেই কোন দিকে খেয়াল থাকে না। রানা পড়ি, প্রায় সাত বছর চলছে।

'মরণ যাত্রা'র এক পর্যায়ে মনে হয়েছে এ বুঝি সত্যিই এক মরণ যাত্রা। কিন্তু রানা যখন বলেছে এমথ্রী এক্স-এর প্রতিষেধক রয়েছে, তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে এ থেকে মুক্তির একটা উপায় রানা ঠিকই বের করে ফেলবে। এবং হয়েছেও তাই। বইটিতে সবচাইতে ভাল লেগেছে রানার দৃঢ় অথচ শান্ত ভাব, সাহসিকতা ও শেষ চেষ্টা করার প্রবল ইচ্ছাশক্তি। বইয়ের এক

পর্যায়ে রানা যখন ট্রেন থেকে নেমে ওয়েদার স্টেশনের সামনে পড়ে যায় তখন আমার কেবল মনে হয়েছে, রানা পারবে তো? রানার এমন করুণ দশা আপনি না করলেও পারতেন। তবে রানার আত্মপ্রত্যয় দেখে প্রচণ্ড মুগ্ধ হয়েছি। সত্যি বলতে কি সাহস কাকে বলে তা আমি শিখেছি রানার কাছ থেকে।

লী মার্শালের শাস্তি দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। ডঃ নাসিমুল গনির মৃত্যুতে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি।

সত্যি, এই বইটিতে রানা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।

* আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমারও খুব ভাল লাগছে। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

শান্ত

সুবিদ বাজার, সিলেট।

সেবাতে এই আমার প্রথম চিঠি। এই চিঠি লেখার একটু আগেই শেষ করলাম মাসুদ রানার 'অগ্নিপুরুষ'। কি বলব, এর মত বই আমি এখন পর্যন্ত পড়িনি। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এই বই পড়তে গিয়ে আমি কেঁদেছি। এর মত বই হতেই পারে না। আমার কাছে মাসুদ রানা সিরিজের ৩৫টি বই আছে। তার মধ্যে রিপ্রিন্ট করা বইই বেশি। পুরনো বইগুলোতে রয়েছে টান টান উত্তেজনা। আর সব পাঠকের মত আমারও দাবি, পুরনো চরিত্র যেমন গগল, সোহানা, রূপা, গিলটি মিয়াকে নিয়ে আসুন। আপনার লেখা আমার খুব-খুব পছন্দ। আপনি আরও বহু বছর বেঁচে থাকুন এই প্রার্থনা করি।

* আপনিও থাকুন, প্লিজ। একজন লেখকের বেঁচে থাকতে হলে প্রিয় পাঠকের খুবই প্রয়োজন।

দেবাশীষ দাস

প্রযত্নে- শঙ্কর কুমার দাস, এডিএম, পিরোজপুর।

আশা করি সৃষ্টিকর্তার কৃপায় ভাল আছেন এবং এই মুহূর্তে

রানার সঙ্গে বসে ওর গত মিশনের ঘটনা শুনছেন।

আমি নবম শ্রেণীতে থাকতে আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে রানার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আজ ১৭ই আগস্ট, রানার প্রায় ১২৭টি মিশনের রিপোর্ট আমার সংগ্রহে আছে। অন্যগুলোও আমি সংগ্রহের চেষ্টা করছি। কিন্তু এখানকার ডিলার বা পুস্তক বিক্রেতা জানালেন ওগুলো নাকি ছাপানো নাই। যদি তাই হয় তাহলে জলদি ছাপান।

* আসল ঘটনা তা নয়। আপনার ডিলার হয়তো জানেন না যে বছরখানেক আগেই আমরা মাসুদ রানা ও তিন গোয়েন্দা সিরিজের সমস্ত আউট অভ প্রিন্ট বই দুই বা তিনখণ্ড একত্র করে প্রকাশ করেছি। এবং তারপর থেকে যখনই যে বই শেষ হয়ে যাচ্ছে তখনই সেটা ছেপে ফেলার ব্যবস্থা নিয়েছি। ডিলার যদি বই আনিয়ে দিতে অপারগ হন, তাহলে ডাক যোগে সেবা প্রকাশনী থেকে বই সংগ্রহ করতে পারবেন। নিয়মাবলী ও ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তক তালিকার জন্য সেল্স্-ম্যানেজারকে লিখতে পারেন।

মাসহুদা সুলতানা সিমা
ভানুগাছ রোড, শ্রীমঙ্গল।

আমি মাসুদ রানার নতুন এক বন্ধু। তাই ওকে আমি অল্পই জেনেছি। এই অল্প জানার মাঝেই আমি রানার কাছ থেকে শিখেছি/বুঝেছি সৎ সাহসী হয়ে ন্যায়ের পক্ষে থেকে কিভাবে অন্যায়কে পদদলিত করতে হয়। প্রচণ্ড মনোবল, সৎ সাহস এবং যথেষ্ট উদ্দীপনা নিয়ে যে কোনও কাজ করলে জীবনে অবশ্যই সফলতা আসে।

'জন্মভূমি'তে দেশের জন্য রানা যেভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে তা থেকে আমি আমার মাঝে খুবই উৎসাহ বোধ করেছি। এ পর্যন্ত রানার যে কটা বই আমি পড়েছি, প্রত্যেকটি বই আমাকে নাড়া দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে।

প্রার্থনা করি, আমাদের কল্পনার একজন রানা যেন এই দেশে হাজার হাজার রানা হয়ে জন্ম নেয়।

* আর আমি তাদের নিয়ে হাজার হাজার গল্প লিখতে গিয়ে দম আটকে মরি আর কি! ...আপনার সুন্দর চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

আসমা ইয়াসমিন কুসুম

কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

মাসুদ রানার অনেক বই পড়েছি। নাম শুনে হয়তো একটা বই ভাল লাগেনি, তবুও সময় কাটাবার জন্য পড়েছি। কোন্ দিক দিয়ে যে ওই খারাপ [?] বইটা শেষ হয়ে যেত টেরই পেতাম না।

'দংশন' বইটির চার্লি উডককের দুঃখে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল। আপনি লিখতেও পারেন বটে! এত নিষ্ঠুর ভাবে কি কেউ লেখে!

'পিশাচ দ্বীপ' – আচ্ছা, কে ওই নাটক বিটিভি-তে দিয়েছিল বলতে পারেন? ঘাড় মট্কে দিলেন না কেন? ভাবতেও রাগ লাগে।

আর 'নীল আতঙ্ক' – কষ্টও হয়েছিল, আবার খুব ভালও লেগেছিল। বইটির কথা মাঝে মাঝেই মনে হয়।

* আপনার ভাল লাগা-না লাগার স্বতস্ফূর্ত বর্ণনা আমাদের ভাল লাগল। ধন্যবাদ।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৩-৪-'০০ তালিসমান (কি. ক্লাসিক/প্রজা) স্যার ওয়াল্টার স্কট/নিয়াজ মোরশেদ
বিষয়: ইউরোপের সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্রুসেডে এসেছে মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র নগরী জেরুজালেম ছিনিয়ে নেবে বলে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কঠিন অসুখে পড়লেন সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান, রাজা রিচার্ড। শত্রু রিচার্ডকে সুস্থ করে তোলার জন্যে ব্যক্তিগত চিকিৎসক পাঠালেন সুলতান সালাহউদ্দিন। রাজা সুস্থ হয়ে উঠতেই শুরু হলো অসাধারণ সব ঘটনাচক্র।

২৩-৪-'০০ দ্য ম্যান হু লাফস্ (কি. ক্লাসিক/সেবা) ভিক্টোর হুগো/শে. আ. হাকিম
বিষয়: দস্যু সর্দার অ্যালারিকের পরম শ্রদ্ধেয় মহৎপ্রাণ উর্সাস নেকড়ে হোমোকে নিয়ে ফ্রান্সের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত কিশোর গিয়েলুম তার কাছে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেল। কিন্তু অ্যালারিক দস্যু হলো কেন? গিয়েলুমই বা না হেসে থাকতে পারে না কেন?

আরও আসছে

২৬-৪-'০০ রহস্যপত্রিকা (১৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা) মে, ২০০০